রুশ গল্প

পুস্কিন হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিখ্যাত
রুশ গল্পের অনুবাদ

অনুবাদক : অমল সান্ন্যাল

পুথিঘর
২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৫২

দাম দুই টাকা

৮৬০১

১১৫।এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মনোমোহিনী প্রেস হইতে শ্রীব্রজেন্দ্র
চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
পুথিঘরের পক্ষ হইতে সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ইস্কাপোনের রাণী

পুস্কিন

রক্ষীদলের লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ নারুমভের বাড়ীতে তাসের আড্ডা চ'লেছে। শীতের দীর্ঘ রাতটা অলক্ষিতভাবেই কেটে গেছে। রাতের খাবার দেওয়া হ'লো সকাল পাঁচটায়। বিজয়ীর দল গোগ্রাসে খাবার গিলছে। অন্যান্যেরা অন্যমনস্কভাবে তাদের শূন্য স্থানে ব'সে। শ্যাম্পেন আসার সাথে সাথে সকলের কথাই বেশ উদ্দীপনাপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। গৃহস্বামী জিজ্ঞেস ক'রলেন, "তোমার অবস্থা কিহে সুরিন?"

"সেই সনাতন হার। আমার ভাগ্য খুবই খারাপ। আমি মিরাণ্ডোল' খেলি, মেজাজ শান্ত রাখি, কখনও উত্তেজিত হইনা—অথচ বরাবরই আমি হারি।"

"অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও যে, 'লাল' টাকে ধরবার জন্য তুমি কখনই প্রলুব্ধ হও নি, কেমন? তোমার মানসিক শক্তি আমাকে বিস্মিতই করে।"

"আর হারম্যান সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর"—একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ্য ক'রে কে একজন মন্তব্য ক'রলে। 'জীবনে সে কোনদিন তাসই ছোঁয় নি—বাজী ধরে খেলা তো দূরের কথা। অথচ এই সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত সে আমাদের খেলা ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে।"

"তাসে আমার অত্যন্ত আকর্ষণ," হারম্যান ব'লে উঠলে। "কিন্তু আমার অবস্থা এমনি যে এক অনিশ্চিত বিলাসের আশায় আমার প্রয়োজনকে জলাঞ্জলি দিতে রাজী নই।"

টম্‌স্কি ব'ললে, "হারম্যান একজন জার্ম্মাণ এবং খুব হুঁসিয়ার লোক। ওতে আমি আশ্চর্য্য হইনা, অদ্ভুত হ'চ্ছে আমার ঠাকুমা প্রিন্সেস্‌ অ্যানা ফেভোরোভনা।"

"কেমন ? কেন ?" সকলে একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলে।

টম্স্কি বলতে লাগলে, "আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না তিনি কখনই গেলেন না কেন।"

নারুমভ বললে, "ওতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই ; তোমার মনে রাখা উচিত যে উনি একজন আশী বছরের বৃদ্ধা।"

"ওঁর সম্বন্ধে কিছু জান কি তুমি ?"

"না, কিছুই জানি না।"

"আচ্ছা, তা'হলে আমিই বলি। ষাট বছর আগে উনি একবার প্যারিসে গিয়ে অনেকের নজরে প'ড়ে যান। লোকে 'মস্কোর উর্ব্বশী'কে দেখবার জন্য ওঁর গাড়ীর দিকে ছুটতে থাকে। রিশলিউ ওঁকে প্রণয় জানান। ঠাকুমা শপথ ক'রে বলেন যে, তাঁর উপেক্ষার জন্য রিশলিউ প্রায় আত্মহত্যা ক'রতে ব'সেছিলো। সেকালে মেয়েরা 'ফ্যারো' খেলতো। একদিন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে তিনি ডিউক অব অরলিন্সের কাছে অনেক টাকা হেরে যান। বাড়ী পৌঁছে ঠাকুমা সুন্দর বেশভূষাগুলো গা থেকে খুলে ফেলেন, পরে ঠাকুর্দ্দাকে তাঁর হারের কথা জানিয়ে কিছু টাকা ধার চান। আমার ঠাকুর্দ্দা, তিনি অবশ্য এখন মরে গেছেন, তবে যতদূর মনে পড়ে আমার, স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন ঠিক একজন দেওয়ানের মত—আর ওকে ভয়ও ক'রতেন মারাত্মক রকম। তা'সত্ত্বেও তাঁর হারের কথা শুনে তিনি ক্ষেপে উঠ্লেন। এক তাড়া বিল বের ক'রে তিনি দেখালেন যে, ছ'মাসের মধ্যেই উনি লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখালেন, প্যারিসে মস্কোর এবং স্যারাটোভের সম্পত্তি বিক্রী করার সুযোগ নেই। এর ফল হলো এই যে, তিনি টাকা দিতে ডাহা অস্বীকার ক'রে ব'সলেন। ঠাকুমা তাঁর কাণ ম'লে দিয়ে, তাঁর রাগ দেখাবার জন্য আলাদা গিয়ে শুলেন। সকালে স্বামীকে ডেকে পাঠালেন, আশা, এই দাম্পত্য বিরহের কিছু

প্রতিক্রিয়া ওঁর ওপর হবে। কিন্তু তাঁকে অনমনীয় দেখা গেলো। জীবনের সর্ব্বপ্রথম ঠাকুমা যুক্তি এবং ব্যাখ্যার হীনতা স্বীকার ক'রলেন। তিনি বললেন, ঋণের মধ্যে পার্থক্য আছে; আর একজন 'প্রিন্স'এর সাথে তো আর কোচ্‌ম্যানের মত ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় কোন ফল হ'লো না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প'ড়লেন তিনি। একজন বিশিষ্ট লোকের সাথে তাঁর হঠাৎ একটু আলাপ হ'য়ে যায়। কাউন্ট্‌ সেণ্ট জার্ম্মেণের নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। ওঁর সম্বন্ধে কত অদ্ভুত সব গল্প শোনা যায়। পর্য্যটক ইহুদির মত তাঁর খ্যাতি ছিলো। তাঁর কাছে অমর হবার অমৃত এবং পরশ-পাথর আছে বলে মনে করা হ'তো। কেউ কেউ তাঁকে প্রবঞ্চক ব'লে ঠাওরাতো; তাঁর জীবনীতে লেখা আছে,—তিনি একজন 'স্পাই' ছিলেন। যাই হোক, তাঁর রহস্যময়তা সত্বেও, জার্ম্মেণেব চেহাবায় বেশ সৌম্যভাব ছিলো, আর তাঁর ব্যবহারও ছিলো অত্যন্ত মার্জ্জিত। ঠাকুমা এখনও তাঁর কথা ভাবেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে কোন অসম্মানজনক উক্তি কেউ ক'রলে বেগে ওঠেন। ঠাকুমা জানতেন জার্ম্মেণ ইচ্ছা ক'রলে প্রচুর টাকা এনে দিতে পারেন, সুতরাং তাঁর কাছে আবেদন জানাতে সঙ্কল্প ক'রলেন। একটা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সাথে অনতিবিলম্বে দেখা ক'ববার জন্য ব'ললেন। সেই অদ্ভূত বুড়ো লোকটা এসে ওঁকে ভয়ানক শোকার্ত্ত দেখতে পেলেন। ঠাকুমা জঘন্য বং ফলিয়ে স্বামীর বর্ব্বরতাব বর্ণনা দিলেন, এবং শেষে ব'ললেন যে, তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা শুধু তাঁর বন্ধুত্ব এবং আগ্রহের উপর নির্ভর ক'রছে। একটু ভেবে সেণ্ট্‌ জার্ম্মেণ ব'ললেন, 'টাকা আমি আপনাকে ধার দিতে পারি, কিন্তু আমি জানি, আমার টাকা শোধ না করা পর্য্যন্ত আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না; আমিও আপনাকে আরও উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন ক'রতে চাই না। অন্য একটা পথ আছে। আপনি আবার টাকা জিতে নিতে পারেন।' ঠাকুমা' বাধা দিয়ে ব'ললেন,

'কিন্তু প্রিয় কাউণ্ট্ মশায়, আপনি কি বুঝছেন না, যে আমাদের টাকা পয়সা একেবারেই নেই'? জার্মেণ উত্তর ক'রলেন, 'টাকার আপনার প্রয়োজন নেই। আমার কথা শুনুন।' বলেই তিনি একটা গোপনীয় কথা ওকে বললেন; ও কথাটা জানবার জন্য আমরাও অনেক কিছু দিতে রাজী হব।

তরুণ খেলোয়াররা আরও মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনতে লাগল। টম্স্কি পাইপ ধরিয়ে দু'এক টান দিয়ে বলতে লাগল,—"সেই দিনই সন্ধ্যায় ঠাকুমা ভার্সিলিসে গিয়ে হাজির হ'লেন। 'ডিউক অব অরলিন্স্' ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, ঠাকুমা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, আর দেনা-শোধের টাকা না আনতে পারার কৈফিয়ৎ স্বরূপ দু'একটা কথা বানিয়ে ব'লে খেলতে ব'সে গেলেন। তিনটা তাস বেছে নিয়ে তিনি পর পর বসালেন। সববারই তাঁর জিত হ'লো। ঠাকুমাও ঋণের হাত থেকে মুক্তি পেলেন।"

—"নিছক ভাগ্য আর কি!" একজন মন্তব্য ক'রলেন।

—"পরীর গল্প", হারম্যান বললে।

—"তাসগুলোর চিহ্ন ছিলো"—তৃতীয়জন বলে উঠলে।

গম্ভীরভাবে উত্তর দিল টম্স্কি—"আমি সেটা মনে করি না।"

—"তুমি কি বলতে চাও তোমার ঠাকুমা পর পর তিনখানা জিতের তাসেরই আন্দাজ করতে পারেন?" নারুমভ শুধালে।

—"হ্যাঁ", টম্স্কি উত্তর ক'রলে। "তার ছেলে ছিলো চারটি—আমার বাবা তার মধ্যে একজন। ওরা সকলেই ছিলো পাকা জুয়ারী। তাদের এবং আমার কাছে এর মূল্য থাকলেও তিনি কারু কাছেই তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আমার খুড়ো কাউণ্ট আইভ্যান্ ইলিচ আমাকে শপথ করে বলেছিলেন, স্বর্গীয় চ্যাপলিস্কী যে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলো, সেই জোরিচের

কাছে একবার তিন লক্ষ রুবল্ হেরে যায়; —আমার মনে হয় এটা ঠিক। ঠাকুমা, যিনি ঘর-পালানো ছেলেদের ওপর কঠোর ছিলেন, কোন কারণে চ্যাপ্লিস্কির ওপর তাঁর দয়া হয়। তিনি ওঁকে তিনটে তাস দেন, যেগুলোকে পর পর বসাতে হবে, আর একটা শপথ তাকে করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, জীবনে আর কোনো দিন সে খেলবে না। চ্যাপ্লিস্কী জোরিচের বাড়ীতে গিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। প্রথম তাসটার উপর সে পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজী ধ'রে জিতে নেয়—পরে আরও, অর্থাৎ হারের পরিমাণের চেয়ে জিতের পরিমাণ বেশি না হওয়া পর্যন্ত ……। যাক্, এখন ঘুমানো যাক্। প্রায় ছটা বাজে।"

ভোর হ'য়ে আসছিলো। গ্লাস শেষ ক'রে যে যার পথে চ'লে গেলো।

[২]

বৃদ্ধা কাউণ্টেস্ ……তাঁর 'ড্রেসিং রুমে' আয়নার সামনে ব'সেছিলেন; তিন জন পরিচারিকা তাঁর সেবায় নিযুক্ত। একজন মেয়েছেলে 'রুজের' বো দিয়ে মুখে রং করে। পাত্র নিয়ে, এক বাক্স পিন্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আর একজন,…তৃতীয় জন ধোঁয়াটে রংএর ফিতে জড়ানো 'নাইট ক্যাপ' নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সৌন্দর্য্যের একটু আভাসও কাউণ্টেসের নেই। বহু আগেই তা শুকিয়ে গেছে; কিন্তু যৌবনের সব অভ্যাসই তিনি জীইয়ে রেখেছেন; যত্নের সাথে সেই সেকেলে ফ্যাসান্ অনুসরণ ক'রে চলেছেন, আর সেই ষাট্ বছর আগের মতই প্রসাধন-দ্রব্যের উপর সময় ব্যয় ক'রে থাকেন। তাঁর সঙ্গী একটা 'এম্ব্রয়ডারি ফ্রেম্' নিয়ে জানলার উপর ব'সে ছিলো।

—"সুপ্রভাত; ঠাকুমা"—একজন যুবক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ব'ললে। আমি একটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুমা।"

—"কি, পল ?"

"একজন বন্ধুকে কি তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, আর, শুক্রবারে 'বলে' তা'কে আনতে পারা যায় ?"

—"হ্যাঁ, তাকে 'বলে' নিয়ে এসো এবং আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিও। তুমি কি কাল......গিয়েছিলে ?"

—"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। খুবই আমোদে কেটেছিলো। নেচেছিলাম আমরা পাঁচটা অবধি। মাদমোয়াজেল এলেস্কায়া দেখতে চমৎকার।"

"চমৎকার! তুমি সহজেই আনন্দিত হও..... তার ঠাকুমা প্রিন্সেস্ ডেরিয়া পেট্রোভ্নার সাথে তোমাব দেখা করা উচিত ছিলো। ও আমাকে প্রিন্সেস্ ডেরিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়—নিশ্চয়ই খুব বুড়ো হ'য়ে গেছে সে।"

"কিন্তু তিনি তো সাত বছর আগে মারা গেছেন ঠাকুমা!"—অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয় টমস্কি, ছোট মেয়েটি মাথা তুলে ওকে একটু ইসারা করে। বুঝলে সে, যে এটা একটা অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত, ঠাকুমাকে তাঁর সঙ্গীর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া চলে না ভেবে, ঠোঁট কামড়িয়ে ধরলে সে।

তার এই খববকে পরম ঔদাস্যভরে গ্রহণ কবলেন তিনি।

—"মারা গেছে ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। "আর আমি জানি না! একই সাথে আমরা দুজনে সম্মান লাভ করি। আমরা উপস্থিত হ'লে সম্রাট............

অন্ততঃ এই নিয়ে একশোবার সেই একই গল্প কাউন্টেস্ ওদের কাছে ক'বলেন।

"আমায় একটু সাহায্য কর ভাই পল।" পরে তিনি ব'ললেন—"নিজাস্কা আমার নস্যির কৌটোটা কোথায় ?"

পরিচারিকাদের সাথে তিনি পর্দ্দাব আড়ালে চ'লে গেলেন। টমস্কি মেয়েটির সঙ্গে র'য়ে গেলো।

—"তোমার বন্ধুটি কে, যার সাথে তুমি আলাপ করিয়ে দিতে চাও ?"—লিজাভেটা আইভ্যানোভ্‌না মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলে।

—"নারুমভ, তুমি কি তাঁকে জান ?"

—"না। তিনি কি সৈনিক, না নাগরিক ?"

—"একজন সৈনিক।"

—"এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে কি ?'

—"না, অশ্বারোহীদের মধ্যে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ব'লে ভাবলে কেন তুমি ?"

মেয়েটা একটু হাসলে; কোন উত্তর ক'রলে না।

—"পল !" পর্দ্দার আড়াল থেকে কাউন্টেস্ ডাকলেন। "একখানা নতুন নভেল একটু দেখে পাঠিও না আমার জন্যে—শুধু দেখো, যেন আধুনিক না হয়।"

—"তা হ'লে নতুন বই কি ক'রে পাঠাব ঠাকুমা ?"

– "অর্থাৎ আমি এমন নভেলের কথা বলছিলাম যাঁর নায়ক তার বাপ-মাকে গলা টিপে মারেনি। আর যার মধ্যে জলে ডুবে মরার মত কোন ঘটনা নেই। জলে ডুবে মরার দৃশ্য আমি সইতে পারি না। আজকাল কি সে রকম নভেল বেরিয়েছে ?"

—"তুমি কি রাশিয়ান বই পছন্দ কর ?"

"রাশিয়ান নভেল আছে ? তা'হলে একখানা পাঠানই চাই পল।"

—"আমি দুঃখিত ঠাকুমা ! আমাকে যেতেই হবে। দুঃখিত লিজাভেটা আইভ্যানোভ্‌না। তুমি কেন মনে করলে যে নারুমভ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ?"

টম্স্কি বিদায় নিলে।

লিজাভেটা আইভ্যানোভ্না একাই রয়ে গেলো। কাজ বন্ধ ক'রে সে জানালা দিয়ে চেয়ে রইলে। একটু পরে একজন তরুণ অফিসার রাস্তার কোন্টায় এসে উপস্থিত হলো। লিজাভেটার মুখের উপর একটা লাল আভা ফুটে উঠ্ল। ক্যানভাসের উপর পড়ে সে মাথা নীচু ক'রে ফের কাজ সুরু ক'রলে। ঠিক সে সময় কাউন্টেস্ পুরো সাজগোজ ক'রে ঢুকলেন।

"গাড়ীটা জুড়তে বল লিজাঙ্কা", তিনি বললেন, "আমরা একটু বেড়াতে যাব;

ফ্রেমটা থুয়ে লিজাঙ্কা উঠে তার কাজের জিনিসপত্রগুলোকে সরিয়ে রাখলে।

"তুমি কি বয়রা ?" কাউন্টেস্ চীৎকার করে বললেন। "এক্ষনি গাড়ীটাকে ঠিক ক'রতে বল !"

"যাচ্ছি এখনই", শান্তভাবে বালিকা উত্তর করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

একজন ভৃত্য ঢুকে প্রিন্স পলের দেওয়া একখানা বই কাউন্টেস্‌কে দিল।

'প্রিন্সকে আমার ধন্যবাদ জানিও। লিজাঙ্কা, ও লিজাঙ্কা—কোথায় উড়ে গেলে তুমি ?"

—"আমার কাপড় চোপর প'ড়তে।"

—"যথেষ্ট সময় আছে এখনও। ব'সো এখানে। প্রথম খণ্ড খুলে জোরে জোরে পড়তো।"

বইটা নিয়ে মেয়েটা প'ড়তে লাগলে।

—"একটু জোরে পড়তে পার না ?" কাউন্টেস ব'ললেন। "তুমি কি ঘুমচ্ছো ? একটু দেরী কর। একখানা ছোট টুল এনে দাও আমাকে। আর একটু কাছে সরিয়ে দাও।"

আইভ্যানোভ্‌না কয়েক পৃষ্ঠা প'ড়ে গেলো। কাউণ্টেস্‌ হাই তুলতে লাগলেন।

—"বইটা বন্ধ কর," তিনি ব'ললেন। "কি বিশ্রী বইটা! আমার ধন্যবাদ জানিয়ে পল্‌কে বইটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। গাড়ীটা কি তৈরী হ'য়েছে ?'

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আইভ্যানোভ্‌না ব'ললে, "হ্যা"।

—"পোষাক পরনি কেন তুমি ?" কাউণ্টেস্‌ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। "তোমার জন্য রোজই দেরী ক'রতে হয়। তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না দেখছি"।

লিজা চটে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলো। দু মিনিট বেজেছে কি না বেজেছে অমনি কাউণ্টেস্‌ জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে উঠ্‌লেন। তিনজন পরিচারিকা এক দরজা দিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকলো, আর এক দরজা দিয়ে এসে ঢুকলো একজন খানসামা।

—"তোমরা কাণে শুনতে পাওনা কেন বলতে পার ?" কাউণ্টেস্‌ জানতে চাইলেন। "আইভানোভ্‌নাকে বল, আমি তার জন্য অপেক্ষা ক'রছি।

আইভানোভনা একটা ঢিলে পোষাক পরে হ্যাট একটা মাথায় চাপিয়ে এসে প্রবেশ করলে।

"শেষ পর্য্যন্ত এলে!" —বলে কাউণ্টেস্‌ ওকে সম্বর্দ্ধনা ক'রলেন। বাঃ কি চটকদার পোষাক, একেবারে অনাবশ্যক। মন ভোলাবার মত কেউ নেই।.........আবহাওয়াটা কেমন ? জোর বাতাস বইছে বলে মনে হয়।"

—"না রাণী মা, বাতাস নেই"—খানসামা ব'ললে।

"তুমি কি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ? জানলাটা খোল, ওই দেখ কেমন বাতাস, আর ঠাণ্ডাও বটে—ওই বাতাস। লিজাঙ্কা, আমার গাড়ীর

দরকার নেই। আমরা আজ বেড়াতে যাচ্ছি না, আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার চমৎকার পোষাকটা মাঠেই মারা গেলো।”

—“কি জীবন”!—লিজাঙ্কা আইভানোভ্‌না ভাবলে।

লিজাভেটার জীবনটা বাস্তবিক বড়ই দুর্ব্বিসহ। দান্তে ব'লেছিলেন অন্যের রুটি বড়ই তেঁতো, আর পরের বাড়ীর সিঁড়ির ধাপে পদক্ষেপ করা বড়ই কঠিন। প্রখ্যাত কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলার অনুগ্রহপুষ্ট সাথী ছাড়া পরাধীনতার জ্বালা কে বেশী অনুভব ক'রতে পারে? কাউন্টেস্‌এর অন্তরটা ঠিক খারাপ নয়। সংসারই তাঁর অধঃপতনের জন্য দায়ী—ফলে, তিনি খেয়ালী, নীচ এবং উদ্ধত হয়ে উঠেছেন, ঠিক সেই সমস্ত প্রাচীন অহঙ্কারী লোকের মত, যারা তাদের কালে সমাদর পেয়ে এসেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাদের কোন স্থান নেই। সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি আজও যোগ দিয়ে থাকেন, কোনরকমে নিজকে টেনে নিয়ে যান ‘বলে’—পাউডার ইত্যাদি মেখে এবং সেকালেব বেশভূষা পরে সেখানে গিয়ে এক কোণে ব'সে থাকেন। দুরন্ত এবং ভয়ানক তাঁর এই উপস্থিতি। নিমন্ত্রিতেরা ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে যায়, কিন্তু পরে কেউ তাঁর দিকে একটুও মনোযোগ দেয় না। নিজের বাড়ীতে সহরসুদ্ধ লোককে তিনি ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু একখানা মুখও তিনি চিনতে পারেন না। তাঁর অসংখ্য চাকর-বাকর তাঁর ছাদের নীচে দিন দিন মোটা ও বুড়ো হয়, নিজেদের খুশীমত যা ইচ্ছে তাই করে আর পাল্লা দিয়ে তাঁকে শোষণ করে। লিজাভেটা আইভ্যানোভ্‌না সংসারের কর্ত্রীর মত। চা বানালে প্রত্যেক চিনির দলার জন্য তাকে হিসাব দিতে হয়। জোরে জোরে বই পড়লে গ্রন্থকারের ত্রুটীর জন্য তাকে দায়ী হ'তে হয়। কাউন্টেসের সাথে বেড়াতে বেরোলে তাকে আবহাওয়া এবং রাস্তাঘাটের

বর্ণনা দিতে হয়। বাঁধা একটা মাইনে তার পাবার কথা; কিন্তু কোনদিনই সে তা পায়নি'—অথচ অন্যান্য মেয়েদের মত তাকে পোষাক পরতে হবে, অর্থাৎ নির্ব্বাচিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মত। সমাজে তার মর্য্যাদা অত্যন্ত দুঃসহ, সকলেই তাকে চেনে, অথচ কেউই তার দিকে এতটুকু দৃষ্টি দেয় না। যথেষ্ট লোক না হ'লেই শুধু সে 'বলে' নাচে। পুনরায় অঙ্গপ্রসাধনের দরকার হ'লেই মেয়েরা ওর হাত ধরে 'ড্রেসিং রুমে' নিয়ে যায়। খুব ভাবপ্রবণ সে। নিজের অবস্থা অনুভব করে সে নির্ম্মমভাবে—ব্যগ্রভাবে কোন মুক্তিদাতার সন্ধান করে। কিন্তু যে সমস্ত ছেলে তার চোখে পড়ে তারা হিসেবী, নির্ব্বোধ ও অহঙ্কারী, এবং ওকে মনোযোগ দেবার মত' ব'লে ওরা মনে করে না,—যদিও লিজাভেটা ওই নির্লজ্জ মেয়েগুলো—যাদের চারদিকে ওই সমস্ত ছেলের দল ঘুরে বেড়ায়—ওদের চেয়ে শতগুণে সুন্দরী। কতবার সে ওই জমকালো এবং নিরানন্দ ড্রইং রুম থেকে পালিয়ে এসে কেঁদেছে তার নিজের সামান্য ঘরটাতে—যেখানে একটা পর্দা ঝুলছিলো এবং তার মধ্যে ছিল একটা সিন্ধুক, একখানা রঙীন খাট, একখানা বড় আয়না,—আর বাতিদানে মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছিলো একটা মোমবাতি।

একদিন লিজাভেটা আইভানোভনা তার এম্ব্রয়ডারী নিয়ে জানলার ধারে বসেছিলো; এমন সময় সে রাস্তার দিকে তাকাতেই একজন তরুণ কর্ম্মচারীকে অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে তার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে। এটা ঘটে গল্পের সুরুতে যে-সন্ধ্যার উল্লেখ করা হয়েছে তার দু'দিন পর, আর যে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হ'লো কেবলমাত্র তার সাত দিন আগে। মাথা নীচু করে সে কাজ করতে লেগে গেলো। পাঁচ মিনিট পর তাকিয়ে দেখল অফিসারটি সেই জায়গায়, ঠিক সেই স্থানটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। যে সমস্ত অফিসার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তাদের দিকে

তাকানো ওর স্বভাব নয়, সেজন্য, জানলা থেকে সরে এসে, মাথা না তুলে সে দু'ঘণ্টা ধ'রে সেলাই করতে লাগলে। খাবার ঘণ্টা পড়লো। সে উঠে প'ড়ে সেলাইয়ের জিনিসপত্র তুলে রেখে দিলে। রাস্তায় হঠাৎ নজর পড়ায় সে অফিসারটিকে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ব'লে মনে হ'লো। খেয়ে আসার পর আবার শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে ওকে আর দেখতে পেলে না। শীগ্‌গিরই সে ওর কথা ভুলে গেলো। দু'দিন পরে কাউন্টেসের সাথে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে কিন্তু আবার ওকে দেখতে পেলে। দরজার মুখের সিঁড়িটার পাশে সে দাঁড়িয়ে ছিলো—খুব জমকালো কলারে (জামার) তার মুখটা ঢাকা, আর টুপির নীচে তার কালো দু'টো চোখ জ্বলছিলো। এক অজানা আশঙ্কায় আইভ্যানোভনা ভীত হ'য়ে পড়লে—অস্পষ্ট উত্তেজনায় গাড়ীতে গিয়ে বসলে।

বাড়ীতে ফিরেই সে জানলার কাছে ছুটে যায়—ঠিক সেই জায়গাটায় সেই অফিসার দাঁড়িয়ে—চোখ দু'টো ওর মুখের দিকে স্থির হ'য়ে আছে। কৌতূহলে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে এবং এক অভিনবভাবে উত্তেজিত হ'য়ে সে জানলা থেকে তাড়াতাড়ি সবে এলো।

তারপর থেকে এমন একদিনও যায় নি যেদিন সেই লোকটা ঠিক সময়ে সেই জানলার নীচে এসে না দাঁড়িয়েছে। একটা নির্ব্যূঢ় সম্পর্ক ওদের মধ্যে গড়ে ওঠে। কাজ নিয়ে বসে থাকতে থাকতে সে তার আবির্ভাব অনুভব করতে পারতো এবং দৃষ্টি তুলে প্রত্যেক দিন আগের দিনের চেয়ে তার দিকে বেশীক্ষণ ধরে চাইতো। তার অনুগ্রহের জন্য ছেলেটিকে যেন বেশ কৃতজ্ঞ বলে মনে হ'তো। যৌবনের তীব্র দৃষ্টি নিয়ে সে দেখতে পেতো যতবারই তাদের দৃষ্টি বিনিময় হ'ত, ততবারই ওর মুখের উপর একটা চকিত রক্তাভা ফুটে উঠছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে আরম্ভ ক'রলে......

টম্স্কি যখন তার বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়ে দেবার অনুমতি চায়, তখন হতভাগ্য মেয়েটীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠেছিলো; কিন্তু নারুমভ অশ্বারোহী সৈন্যদলে আছে জেনে, চপল টম্স্কির কাছে তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করার জন্য তার অনুশোচনা হচ্ছিলো। হারম্যান্ একজন রুশ-প্রবাসী জার্মাণের ছেলে। সামান্য কিছু সম্পদ তিনি ওর জন্য রেখে যান। স্বাধীন জীবনযাত্রার নিরাপত্তায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে হারম্যান্ তার মূলধনের সুদের উপর হাত দিতো না। নিজের মাইনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতো। কোনরকম বিলাসকে প্রশ্রয় দিতো না। সে গম্ভীর এবং উচ্চাভিলাষী। সহকর্মীরা তার 'পরম হুঁসিয়ারী মনোবৃত্তির উপর কদাচিৎ হাস্যপরিহাসের সুযোগ পেতো। সে কামুক বটে, কিন্তু তার উদ্দীপ্ত কল্পনাশক্তি ছিলো। কিন্তু তার চরিত্রবল তাকে যৌবনের স্বাভাবিক পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, চরিত্রগত জুয়ারী হ'লেও সে কোনদিন তাস ছোঁয় নি এই ভেবে যে, ওটা সে পারে না। তার নিজের কথাতেই বলা যায়, "আমার নিজের আস্থা এমন নয় যে, দ্বিগুণ বিশ্বাসের আশায় আমি আমার প্রয়োজনকে বলি দিতে পারি।" সেই সমস্ত কারণে, সারারাত ধ'রে সে কার্ড টেবিলের সামনে বসে থেকে প্রবল কৌতূহলের সাথে খেলা লক্ষ্য করতো।

সেই তিনটি তাসের গল্প তার কল্পনাকে প্রখর করে তুললো। সারা রাত ধরে সে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলে না। "আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক্", পরদিন সন্ধ্যায় সেণ্টপিটার্সবাগের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবলে, —"হাঁ, ধরে নেওয়া যায়, যে, কাউণ্টেস্ যদি তার গূঢ় কথা আমার কাছে প্রকাশ করেন? কেন আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রবো না? তাঁকে জানতে হবে, তার অনুগ্রহে উদ্দীপ্ত হ'তে হবে, প্রয়োজন হ'লে তাঁর প্রেমিকও সাজতে হবে। কিন্তু এসমস্ত ব্যাপারে সময় লাগবে। আর বয়স তার সাতাশি বছর, সপ্তাহ খানেকের ভেতর এমন কি একদিনেও

যারাও তো যেতে পারেন। গল্পটা সত্য কিনা ভেবে আমার বিস্ময় লাগছে। এটা উপকথাও তো হতে পারে। সাবধানতা, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম—এই তিনটে নিশ্চিত গুণই আমার মূলধনকে তিনগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এমন কি, সাতগুণও বাড়িয়ে শান্তি এবং স্বাধীনতা আমার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবে!”

এই ভাবে বিচার ক'রতে ক'রতে সে দেখলে যে সেণ্ট্ পিটার্স-বার্গের একটা প্রধান রাস্তায় একখানা চমৎকার পুরোনো দালানের সামনে সে দাঁড়িয়ে। রাস্তার দুধারে অসংখ্য গাড়ী ঢেউএর পর ঢেউ তুলে একটা ঝলমলে আলোকময় প্রকোষ্ঠের দিকে বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। গাড়ী থেকে একজন সুন্দরী তরুণীর রূপ-সুঠাম দুখানা পা' বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো—পর পর উঁচু বুট, ষ্ট্রাইপ্ দেওয়া 'ষ্টকিং' এবং 'ডিপ্লোম্যাটিক সু' দেখা গেলো। ফার কোট্ পরে ঢিলা জামার একটা ঝলক মিলিয়ে গেলো খানসামাটার পাশ দিয়ে।

—“কার বাড়ী এটা”? কোনের একজন পুলিশকে সে প্রশ্ন ক'রলে।

—“পুলিশম্যান্ উত্তর ক'রলে,—'র কাউন্ট্”।

হারম্যান চমকে উঠলো। সেই অদ্ভুত গল্পটা তার মনকে আবার দখল ক'রে বসলে। গৃহস্বামিনী এবং তার অদ্ভুত শক্তির কথা ভাবতে ভাবতে সে পায়চারি করতে লাগলে। অনেক রাতে সে তার কোয়ার্টারে ফিরে আসে। বহুক্ষণ ধরে তার ঘুম এলো না, কিন্তু অবশেষে ঘুম এলেও সে স্বপ্নে দেখলে, সে একখানা সবুজ টেবিলের পাশে ব'সে আছে—ওর উপর স্তূপীকৃত নোট এবং সোনা। তাসের পর তাস সে খেলে চ'লেছে, দৃঢ়তার সাথে কোনগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছে, আর খালি তার জিত হচ্ছে, আর নোট এবং সোনা তার পকেটের মধ্যে বোঝাই ক'রে চ'লেছে। বহু দেরীতে তার ঘুম ভাঙ্গে—সেই ছায়াময় ঐশ্বর্য্য হারানোতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে। আবার সে সহরের বুকে হাটতে থাকে এবং

দেখে যে, সেই কাউণ্টেসের বাড়ীর সামনেই ফের সে এসে উপস্থিত হয়েছে। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বাড়ীটার দিকে টেনে নিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে জানালার মধ্য দিয়ে সে তাকাতে থাকে। ওর একটাতে তার চোখে পড়ে একটা কালো মাথা ঝুঁকে আছে—সম্ভবতঃ কোন বই অথবা কোন কাজের ওপর। মুখ তুলে সে চাইলে। একখানা সুন্দর মুখ আর একজোড়া কালো চোখ ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠে। সেই মুহূর্ত্তেই ওর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হ'য়ে যায়।

(৩)

লিজা সবেমাত্র তার পোষাক এবং টুপি খুলেছে, অমনি আবার কাউণ্টেসের তলব এসে যায় ওর কাছে—আবার গাড়ী ঠিক ক'রতে বলেন তিনি। তারা বাইরে বেরোয়। খানসামা দু'জন কাউণ্টেসকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করার সময় লিজা সেই অফিসারটিকে চাকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে ওর হাত ধরে। আতঙ্কে ও অভিভূত হ'য়ে পড়ে। একখানা চিঠি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে যুবকটি অদৃশ্য হ'য়ে যায়। চিঠিটা ওর দস্তানার ভেতর ও ঢুকিয়ে রাখে। সারাটা পথ সে যেন স্বপ্নের মধ্যে মুহ্যমান্ হ'য়ে থাকে, তার কানে এবং চোখে কিছুই অনুভূত হয় না। গাড়ী চ'লতে থাকলে কাউণ্টেস্ তাঁর প্রকৃতিগত কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে ওকে বিহ্বল ক'রে তোলে।

"লোকটা কে?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন। "এই ব্রীজটার নাম কি? সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে?"

লিজা চিন্তা না ক'রে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার উত্তরটা প্রায়ই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

কাউন্টেস্ রেগে ওঠেন —"তোমার হ'লো কি লিজা? তোমাকে আজ কাঠের পুতুলের মত দেখাচ্ছে! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না, অথবা বুঝতে পারছো না? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখনও পরিষ্কারভাবে এবং প্রসঙ্গমতই কথা ব'লতে পারি।"

লিজা ওঁর কথা শুনতে পায় না। বাড়ীতে পৌঁছেই ও নিজের ঘরে গিয়ে দস্তানা থেকে চিঠিটা বের ক'রে ফেলে। 'সিল' করা নয় চিঠিটা। প'ড়তে আরম্ভ করে সে। জার্ম্মাণ নভেল থেকে হুবহু নকল ক'রে ওতে শান্ত এবং সম্ভ্রমপূর্ণ প্রেম নিবেদন করা হ'য়েছিলো। লিজা জার্ম্মাণ ভাষা জানতো না, তাই সন্তুষ্ট হয়েছিলো সে। তা'সত্বেও চিঠিটা ওকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ক'রে তুললে। প্রথমতঃ সে একজন যুবকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় চিঠিপত্র আদানপ্রদান ক'রছে। তার সাহসে তার আতঙ্ক উপস্থিত হ'লো। অসংযত চরিত্রের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো। কি ক'রবে সে ভেবে পেলে না। সে কি জানলার ধারে ব'সে কাজ করা ছেড়ে দেবে, এবং তার ঔদাসীন্য দেখিয়ে যুবকের উৎসাহ ভেঙ্গে দেবে? চিঠিটা কি সে ফিরিয়ে দেবে, অথবা বিরক্তি এবং কঠোরতার সাথে জবাব দেবে? এমন কেউ নেই, যার উপদেশ নেওয়া চলে। তার কোন বান্ধবী অথবা কোন শিক্ষয়িত্রীও নেই। লিজা উত্তর দেবে ব'লেই ঠিক ক'রলে।

তার ছোট রাইটিং টেবিলটার সামনে ব'সে কলম এবং কাগজ নিয়ে সে লিখতে চেষ্টা করে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সে লিখতে থাকে। একটার পর একটা ছেঁড়ে, কারণ, কোনটার স্বরে অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়ার ভাব, আবার কোনটার ভাষা অত্যন্ত রুক্ষ। শেষ পর্য্যন্ত সে কমবেশি সন্তোষজনক কয়েকটা লাইন লিখ্তে সমর্থ হ'লো। লিখলে সে, "আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনার উদ্দেশ্য খুব মহৎ এবং আপনার অবিমৃষ্যকারিতার দ্বারা আমাকে অপমান ক'রতে চান নি। কিন্তু আমাদের পরিচয়

এভাবে আরম্ভ হওয়া উচিৎ ছিলো না। আমি এই আশা ক'রে আপনার চিঠি ফিরিয়ে দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আপনার অমর্যাদার সম্বন্ধে আমার অভিযোগ জানাবার কোন কারণ থাকবে না, এবং যেটা আমার কাছে সত্যই সম্পূর্ণ অসঙ্গত।"

পরদিন হারম্যান্‌কে রাস্তায় দেখতে পেয়ে লিজা তার 'এমব্রয়ডারি' থুয়ে উঠে পড়ে। ড্রইং রুমে গিয়ে জানলা গলিয়ে সে চিঠিটা ফেলে দেয় যুবকটির ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর ক'রে। হারম্যান্ ছুটে গিয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে পড়ে। খাম ছিঁড়ে তার নিজের চিঠিটা এবং লিজার উত্তর দেখতে পায়। ঠিক এই রকম উত্তরই সে আশা ক'রেছিলো। মতলব আঁটতে আঁটতে বাড়ী ফেরে সে।

তিন দিন পর একটা পরিচ্ছদের দোকান থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিওয়ালা একটা মেয়ে লিজার নামে একখানা চিঠি নিয়ে আসে। কোন 'বিল্' হবে মনে ক'রে চিঠিটা খুলে হঠাৎ সে হারম্যানের হাতের লেখাটা চিনে ফেলে।

সে বলে, ''তুমি ভুল ক'রছো ভাই, ঐ চিঠিটা আমার নয়।"

—"হাঁ, এটা তোমারই", সেই নির্লজ্জ মেয়েটি তার দুষ্টু হাসিটুকু না লুকিয়ে উত্তর দেয়। "তুমি কি ভাই দয়া ক'রে চিঠিটা পড়বে?"

লিজা চিঠিটা দেখতে থাকে। হারম্যান দেখা করতে চায়।

—"অসম্ভব", সে বলে—ওর ইচ্ছার আকস্মিকতায় এবং উপায়ের রীতিতে সে রীতিমত আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। "এটা নিশ্চয়ই আমাকে লেখা হয় নি" বলেই সে চিঠিটা শত টুকরা ক'রে ফেলে।

—"তোমার না হ'লে তুমি ছিঁড়লে কেন?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "চিঠিটা যে দিয়েছিলো তাকে ফিরিয়ে দিতাম।"

মেয়েটির শ্লেষে লিজা ফেটে পড়ে বললে, "দেখ ভাই, ভবিষ্যতে আর কোন দিন আমার জন্য কোন চিঠি নিয়ে এসো না বলছি, আর যিনি চিঠিটা দিয়েছেন তাঁকে ব'লো, যে তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু হারম্যান্‌কে প্রতিনিবৃত্ত করানো গেলো না। কোন না কোন উপায়ে লিজার কাছে রোজই তার একখানা ক'রে চিঠি এসে পৌছয়। সেগুলো আর জার্ম্মাণ ভাষার অনুবাদ নয়। হারম্যান্ নিজেই সেগুলো লিখতো। অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে তার নিজস্ব একরকম ভাষায় ওসব লিখতো—তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এবং অসংযত কল্পনার এলোমেলো ভাব ওর মধ্যে ফুটে উঠতো। লিজাভেটা আইভানোভনা ওগুলোকে আর ফিরিয়ে দেবার কল্পনা করতো না। ওতে সে আনন্দই পেতো প্রচুর, আর তার উত্তরগুলোও দিন দিন বেশ প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। শেষে সে এই চিঠিটা জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়, "আজ রাতে রাজদূতের বাড়ীতে 'বল্' নাচ আছে। কাউন্টেস্ সেখানে যাবেন। আমরা দুটো অবধি থাকব। নির্জ্জনে আমার সঙ্গে দেখা করার একটা সুযোগ আমি তোমাকে দিচ্ছি।"—তারপরে কি ক'রে তার ঘরে যেতে হবে, নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত হারম্যান্ বাঘের মত চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে থাকে। দশটার সময়ই সে কাউন্টেসের বাড়ীতে পৌছে গেছে। আবহাওয়া ভয়ঙ্কর। বাতাস গর্জ্জন করে চলেছে। চাকা চাকা নরম ভিজে বরফ পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে মিট্ মিট্ ক'রে। পথ জনশূন্য। মাঝে মাঝে 'স্লেজ' চালকেরা তাদের শোচনীয় গাড়ীগুলো নিয়ে ছুটছিলো—বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো তখনও কোন ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। হারম্যান্ সেই ঝড় এবং তুষারবৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে শুধু একটা কোট গায়ে দাঁড়িয়েছিলো। অবশেষে, কাউন্টেসের গাড়ী যেতে দেখা গেলো। সে দুজন আর্দ্দালীকে কালো পোষাক পরা কাউন্টেসকে হাত ধরে গাড়ীতে উঠাতে দেখলে। পিছনে একটা ঢিলে জামা পরা এবং মাথায় টাটকা ফুল গোঁজা তারই সঙ্গী। গাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল। নরম বরফের উপর দিয়ে গাড়ীর চাকা গড়িয়ে চলছে। একজন লোক বাড়ীর

দরজা বন্ধ করে দিলে। জানালার আলোগুলো নিভে যায়। নির্জ্জন বাড়ীটার সামনে হারম্যান্ পায়চারি করতে থাকে। ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখবার জন্য রাস্তার আলোর কাছে সে যায়। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। আলোটার কাছেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো তার হাতের ওপর, মিনিটের কাঁটাটা ঘুরবার জন্য সে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করে। সাড়ে এগারোটা বাজলে কাউন্টেসের দরজার সামনে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে সে ওঠে এবং আলোকোজ্জ্বল হলটায় ঢোকে। সেখানে কেউই ছিল না। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে উঠতে থাকে এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে একজন ভৃত্যকে পুরাণো একটা 'আর্ম্ম চেয়ারে' শুয়ে থাকতে দেখে। মৃদু ধীর পদক্ষেপে হারম্যান্ তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। 'বলরুম' ও 'ড্রইংরুম' দুটো অন্ধকারে ভরা—সিঁড়ির শেষপ্রান্তের ছোট বাতিটা থেকে শুধু মিটমিট করে একটু আলো আসছিলো। হারম্যান কাউন্টেসের শয়নকক্ষে ঢোকে। প্রাচীন মূর্ত্তি-খচিত একটা বেদীর সামনে একটা সোনার 'আইকন্' আলো জ্বলছিলো। পিঙ্গল ঝালরে ঢাকা আর্ম্ম চেয়ার এবং গদীবিশিষ্ট কৌচ, স্বর্ণখচিত আসন—দেওয়ালের গায়ে সুষ্ঠুভাবে সারি সারি সাজানো। দেওয়ালটা চাইনিজ ওয়াল্ পেপারে ছাওয়া। ম্যাডাম লেব্রাঁর প্যারিশে আঁকা দুখানা ছবি দেওয়ালে টাঙানো। একটাতে চল্লিশ বছরের একজন লোক—বলিষ্ট, রক্তাভ গণ্ড, সবুজ ইউনিফর্মে 'ষ্টার' গাঁথা। আর একজন হচ্ছে সুন্দরী তরুণী—বাঁকা নাক, মাথার উপর শক্ত করে বাঁধা পাউডার মাখানো চুলে গোলাপ ফুল গোঁজা। চারিদিকে নানারকম সুন্দর সমস্ত জিনিস। হারম্যান্ পর্দ্দার ভেতর ঢুকলে। সামনে তার ছোট্ট একখানা লোহার খাট—ডানদিকে 'ষ্টাডি' রুমে যাবার একটা দরজা। বাঁয়ে বাড়ান্দায় যাওয়ার আর একটা দরজা। হারম্যান সেটা খুলে দেখলে একটা অপ্রশস্ত বাঁকানো সিঁড়ি লিজার ঘর পর্য্যন্ত চ'লে গেছে। সে ফিরে এসে ষ্টাডি রুমে ঢুকলে।

আস্তে আস্তে সময় এগিয়ে চল্‌ছিলো। সমস্ত নিঝুম। ড্রইং রুমের ঘড়িটায় বারোটা বাজে। অন্যান্য ঘরের ঘড়িগুলোও একে একে বেজে আবার সব নীরব হ'য়ে যায়। হারম্যান্ ঠাণ্ডা ষ্টোভটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শান্ত ছিলো সে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি ঠিক সেই রকমই ছিলো, বিপজ্জনক অথচ অপ্রয়োজনীয় কোন কাজ করতে গেলে যেমন হয়। ঘড়িতে একটা-দুটো বেজে গেলো। দূরবর্ত্তী একখানা গাড়ীর শব্দ শুনতে পেলে সে। একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসে। গাড়ীটা দরজার গোড়ায় আসে। সে শুনতে পেলে, কেমন করে বরফের উপর দিয়ে গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হ'লো। বাড়ীতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। চাকরগুলো ছুটতে থাকে। অনেক গলার আওয়াজ শোনা যায়। আলোগুলো জ্বলে ওঠে। তিনজন পরিচারিকা কাউণ্টেস্‌কে ধরে নিয়ে এসে শোবার ঘরে ঢোকে। কাউণ্টেস্ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে হারম্যান দেখে। লিজা তার পাশ দিয়েই চ'লে যায়। সিড়িতে ওর চঞ্চল পায়ের শব্দ শোনা যায়। একটু অস্ফুট ব্যথা তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে, কিন্তু খেয়াল করে না। হঠাৎ সে পাথরের মত জমে যায়।

আয়নার সামনে কাউণ্টেস্' তাঁর পোষাক খুলতে থাকেন। পরিচারিকা তাঁর গোলাপ-শোভিত টুপিটা খুলে ফেলে। তারপর, তাঁর পাউডার মাখানো পরচুলাটা খসিয়ে নিলে, তাঁর ছোট ক'রে কাটা পাকা চুল বেরিয়ে পড়ে। পিনগুলো চারিদিকে ঝ'রে পড়ে। রৌপ্যখচিত হলুদ রংএর গাউনটা ফোলা পায়ের ওপর খুলে পড়ে। হারম্যান্ তাঁর বিরক্তিকর অঙ্গপ্রসাধনীরাশি চেয়ে চেয়ে দেখে। অবশেষে কাউণ্টেস্ হাল্‌কা একটা জ্যাকেট এবং একটা 'নাইট ক্যাপ' পরে। তাঁর বয়সের উপযুক্ত এই বেশে তাঁকে ক'ম ভয়াবহ এবং বীভৎস দেখায়। প্রায় বুড়ো লোকের মতই তিনি অনিদ্রায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। পরিচারিকাদের বিদায় দিয়ে

তিনি একখানা 'আর্ম্মচেয়ারে' বসেন। বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়। সেই 'আইকন্ ল্যাম্প'এর আলোই শুধু ঘরটাকে একটু উজ্জ্বল ক'রে রেখেছিল। রোগ-পাণ্ডুর কাউন্টেস্ তার স্নায়ুহীন ঠোঁট কামড়াচ্ছিলেন—আর দুলছিলেন এদিক ওদিক। তাঁর নিষ্প্রভ চোখ দুটো সম্পূর্ণ অর্থহীন ব'লে ব্যক্ত হচ্ছিল। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হয় তাঁর ওই দোলা স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং ওতে তাঁর নিজের কোন ইচ্ছার স্থান ছিল না।

হঠাৎ তাঁর উদাসীন মুখের উপর একটা অব্যক্ত পরিবর্ত্তন খেলে যায়। তাঁর ঠোঁট দুটো নিথর হ'য়ে যায়, চোখে বিহবলতা ফুটে উঠে—একজন অচেনা লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

—"ভয় পাবেন না, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে ব'লছি, ভয় পাবেন না"—শান্ত-হৃদয়গ্রাহী স্বরে সে বলে। "আমি আপনার কোন ক্ষতি ক'রতে চাই না। আমি একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা ক'রতে এসেছি মাত্র।"

তিনি নীরবে প্রসারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকেন—মনে হয়, শুনতে পান নি তিনি, বধির ভেবে হারম্যান ঝুঁকে প'ড়ে একেবারে তাঁর কাণের মধ্যে ফিস্ ফিস্ ক'রে সেই কথাগুলো বলে। তবুও কাউন্টেস্ নির্ব্বাক্।

"আপনি আমার ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন", হারম্যান্ ব'লতে থাকে। "আপনি আপনার কোন ক্ষতি না ক'রে আমাকে সুখী ক'রতে পারেন। আমি জানি যে আপনি সেই তিনটি তাসের নাম জানেন।"

হারম্যান থেমে যায়। মনে হ'লো কাউন্টেস্ তার কথা বুঝেছেন, এবং উত্তর দেবার কথাগুলো গুছাতে চেষ্টা করছেন।

"সেটা একটা তামাসা"। অবশেষে তিনি ব'ললেন, "আমি নিশ্চয় করে ব'লছি, সেটা একটা তামাসা"।

—"না, এটা একটুও তামাসা নয়", হারম্যান রুষ্টভাবে প্রত্যুত্তর দেয়।

"আপনি কি চাপ্‌লিসকির কথা ভুলে গেছেন—যাকে আপনি তার ক্ষতি পুরিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন ?

কাউণ্টেস্ স্পষ্টতঃ অবাক হয়ে যান। তার মুখশ্রী প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে। কিন্তু শীগ্‌গিরই তিনি আবার আনমনা হয়ে পড়েন।

—"আমাকে কি ব'লতে পারেন সেই তিনটি তাস কি ?" হারম্যান জানতে চাইলে।

কাউণ্টেস্ নির্ব্বাক। হারম্যান ব'লে চলে :

"কার জন্য আপনি ওই গুপ্ত কথাটা আগলিয়ে র'য়েছেন ? নাতিদের জন্য নাকি ? তারা ত যথেষ্ট ধনী। টাকার মূল্য তারা বোঝে না। আপনার তাস অপব্যয়ীকে সাহায্য ক'রবে না। বাপের টাকা যে উড়িয়ে দেয় সে দারিদ্র্যের মধ্যে ম'রবেই—ম্যাজিকে তার কোন ফল হবে না। আমি অপব্যয়ী নই। টাকার মূল্য আমি বুঝি। আপনার তাস আমার কাছে অপচয়ের মধ্যে প'ড়বে না। হ্যাঁ ? .....

সে থামলে এবং উত্তরের জন্য ক্রুদ্ধভাবে অপেক্ষা ক'রলে। কাউণ্টেস্ নীরব। হারম্যান হাঁটু গেড়ে ব'লতে লাগলে—

"যদি কোনদিন ভালবেসে থাকেন," সে অনুরোধ ক'রলে, "যদি আপনার বিজয়ের কথা স্মরণ হয়, নবজাত শিশুর চিৎকার শুনে কখনও যদি হেসে থাকেন, মানুষের কোন ভাব যদি আপনার অন্তর স্পর্শ ক'রে থাকে, তাহ'লে আমি তাদের সবার নামে প্রার্থনা জানাচ্ছি—

"স্ত্রী হিসেবে, কর্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, অর্থাৎ জীবনের সব কিছু পবিত্রতার নামে আমি প্রার্থনা ক'রছি, আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রবেন না। আপনার গুপ্ত কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করুন।

"........ হয়তো কোন ভীষণ পাপের সাথে এটা জড়িত, মুক্তি হয়তো হারাতে হবে আপনাকে এর জন্য, হয়তো শয়তানের সাথে আপনি কোন চুক্তি ক'রে থাকবেন ....মনে করুন, আপনি বুড়ো হ'য়ে গেছেন, আর

বেশীদিন বাঁচবেন না—আপনার পাপ আমি আমার ঘাড়ে নোব,—শুধু আপনার গুপ্ত কথাটি বলুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, যে আপনার হাতে একজনের সুখ শান্তি নির্ভর ক'রছে? শুধু আমি নয়, আমার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র সকলেই আপনার উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ জানাবে এবং আপনার স্মৃতিকে পবিত্র ব'লে মনে ক'রবে ... .”

একটা কথাও কাউণ্টেসের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

হারম্যান্ উঠে দাঁড়ায়।

—“বুড়ি ডাইনী!”—দাঁতে দাঁত কিড়মিড় কর'তে কর'তে সে বলে, “দাঁড়াও, তোমাকে ব'লতে আমি বাধ্য করছি!”

এই কথা ব'লে সে পকেট থেকে রিভলভার বের করে।

রিভলভার দেখে এই আর একবার কাউণ্টেস্ আবেগ ব্যক্ত করেন। মাথাটা পিছনে টেনে নিয়ে তিনি হাত তুলে আড়াল করেন, তারপর প'ড়ে যান অচৈতন্য হ'য়ে।

“তোমার শিশুসুলভ খেলা থামাও,” তার হাত ধ'রে হারম্যান্ বলে। “শেষবারের মত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি ব'লবে, কি ব'লবে না—বল, সেই তাস তিনটের কথা!”

কাউণ্টেসের উত্তর পাওয়া যায় না। হারম্যান্ দেখলে তিনি মারা গেছেন।

(৪)

লিজা বলের পোষাকেই ব'সে ছিলো তার ঘরে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে। বাড়ীতে ফিরে সে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন পরিচারিকাকে বিদায় করে দেয়—পরিচারিকাটা নেহাৎ অনিচ্ছার সাথে কাজ ক'রছিলো। লিজা বলে, সে তার সাহায্য ছাড়াই পোষাক খুলতে পারবে। হারম্যান্‌কে দেখবে আশায় সে ঘরে

ছুটে যায়—আবার মনে হচ্ছিলো সে হয়ত সেখানে নেই। এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়েই সে তার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'লো। তার ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দেয় যে সেই দুর্ঘটনাটার জন্য তাদের দেখা হয় নি। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সে সেই ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করে—যা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘ'টে গেছে, এবং যা তাকে এতদূর টেনে নিয়ে এসেছে। সেই জানালা থেকে তাকে প্রথম দেখার পর তিন সপ্তাহ গেছে কিনা সন্দেহ, এরই মধ্যে তারা পরস্পরকে চিঠি লিখতে আরম্ভ ক'রেছে, এবং তার সাথে ওকে নৈশ সাক্ষাৎকারেও রাজী করিয়েছে। তার চিঠির স্বাক্ষর থেকেই শুধু সে ওর নামের সাথে পরিচিত হ'য়েছে। একবারও তার সাথে কথা বলা হয় নি; তার গলার স্বরও কোনদিন শোনে নি; আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কাউকেই ওর নাম ব'লতে শুনে নি। কি অদ্ভুত ঘটনা! সেইদিনই সন্ধ্যায় 'বলে' প্রিন্সেস্ পলিনা অন্য লোকের সাথে ঠাট্টা-তামাসা ক'রছিলো ব'লে, বিরক্তি দেখাবার জন্যই টম্‌স্কি লিজার সাথে অফুরন্ত নাচ নেচেছিলো। নাচতে নাচতে সে এঞ্জিনিয়ারদের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখাবার জন্য ওকে বিদ্রূপ করেছিলো, এবং তাকে ভরসা দিয়েছিলো যে, সে যা সন্দেহ করে তার চেয়ে বেশী সে জানে। তার কতকগুলো রহস্য এমন সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছিলো যে, লিজার দু'একবার মনে হ'য়েছিলো সে তার গুপ্তকথা নিশ্চয়ই জানে।

হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো,—"কে ব'লেছে ওসব ?"

"তুমি যা'কে চেনো তারই একজন বন্ধু," টম্‌স্কি উত্তর করে। "খুব আশ্চর্য্য লোকটা !"

—"এই আশ্চর্য্য লোকটা কে ?"

—"নাম তার হারম্যান্।"

লিজা উত্তর করে নি'—হাত পা তার ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিলো।

—"হারম্যান," টম্‌স্কি ব'লতে থাকে, "হ্যাঁ হারম্যান্ সত্যিই একজন অদ্ভুত লোক। নেপোলিয়ানের মত দেখতে। মেফিস্‌টোফেলিস্ এর মত তার আত্মা। অন্ততঃ তিনটে অপরাধ তার মনের মধ্যে জমে থাকে। ..... কি ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে তোমার মুখটা!"

"মাথা ধ'রেছে আমার ..... হারম্যান্ কি ...... কিংবা যাই হোক্ তার নাম ..... তোমাকে ব'লেছিলো?"

"হারম্যান্ তার বন্ধুর ওপর একটুও সন্তুষ্ট নয়। সে বলে যে, তার পরিবর্ত্তে সে অন্য রকম ব্যবহার ক'রতো। মনে হয়, তোমার সম্বন্ধে তার একটা মতলব আছে। তাব প্রেম-জর্জ্জরিত বন্ধুদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা সে পরম উদাসীনভাবে শোনে।

—"কিন্তু আমাকে সে কোথায় দেখেছে?"

—"ভগবান জানেন—চার্চ্চে হ'তে পারে, রাস্তায়ও সম্ভব। হয়তো তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে তখন তোমার ঘরেও হ'তে পারে।

তিনজন মহিলা আসাতে তাদের কথাবার্ত্তা থেমে যায়। কথাবার্ত্তাটা লিজাব কাছে দুঃসহ্ভাবে কৌতূহলজনক হ'য়ে উঠেছিলো। তাদের একজন হচ্ছে প্রিন্স পলিনা স্বয়ং। সে টম্‌স্কিকে তাব কথাগুলো পরিষ্কার ক'রে ব'লতে পেরেছিলো এবং ফিরে আসার পর লিজা অথবা হারম্যান্ সম্বন্ধে সে আর ভাবছিলো না। সে আবার সেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রতে চেয়েছিলো, কিন্তু নাচ শেষ হওয়ায় শীগ্‌গিরই কাউণ্টেস্ বিদায় নিয়ে নেন।

টম্‌স্কির কথাগুলো হয়তো 'বল' রুমের খোস্‌গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্না তরুণীর অন্তর তা' গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রেছিলো।

টম্‌স্কির কথায় যে মূর্ত্তি ফুটে উঠেছিলো, নিজের কল্পনার সাথে তার মিল আছে। নিতান্ত সাধারণ মুখ তা'কে আতঙ্কিত করলে। হাত দু'খানা আড়াআড়ি রেখে, নগ্নবুকের ওপর মাথাটা ঝুঁকে সে ব'সে রইলো—

মাথায় তখনও ফুল গোঁজা। হঠাৎ দরজা খুলে হারম্যান্ প্রবেশ ক'রলে। চমকে ওঠে ও—

—"তুমি কোথায় ছিলে!" শঙ্কিতভাবে ফিস্ ফিস্ করে সে জিজ্ঞাসা করে।

"কাউন্টেসের শোবার ঘরে"—হারম্যান্ উত্তর দেয়। "আমি সেইখান থেকেই আসছি। কাউন্টেস্ মারা গেছেন।"

—"মারা গেছেন, হা ভগবান, তুমি বলছো কি?"

—"আর, মনে হয়, আমিই মৃত্যুর কারণ," হারম্যান্ বলে।

লিজাভেটা আইভানোভনা ওর দিকে তাকায়। টম্স্কির কথাটা ওর অন্তরে আঘাত দিয়েছিলো, "ওর বিবেকে অন্ততঃ তিন তিনটে অপরাধ জমে আছে।"

হারম্যান্ ওর পাশে বসে সমস্ত বলে।

আতঙ্কিতভাবে সে ওর কথা শোনে। তাহলে ওর সমস্ত আবেগভরা চিঠি, ওর ব্যগ্র অনুনয়, তার উদ্ধত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন···আদৌ প্রেম নেই এসবের পেছনে? টাকার জন্যই তার আত্মার তৃষ্ণা। সে তার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত ক'রতে পারতো না, অথবা তাকে সুখী করতেও সক্ষম হোতনা। সে একজন দস্যুর অন্ধ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয়নি—যে দস্যু তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনীর হন্তা! লিজার চোখ দিয়ে তিক্ত এবং করুণ অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

হারম্যান্ নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তার অন্তরও মথিত হ'য়ে যাচ্ছিলো—হতভাগা মেয়েটার চোখের জলের জন্যই নয়—ওর দুঃখে ও একটুও ব্যথিত হয়নি। বুড়ো মেয়েলোকটার মৃত্যুর জন্য তার একটুও দয়া হচ্ছিলো না—যে জিনিসটা তাকে শঙ্কিত করেছিলো—সেটা হচ্ছে, যে গুপ্ত কথাটার সাহায্যে সে ঐশ্বর্য্য আশা করেছিলো, তার সম্পূর্ণ লোকসানের জন্য।

লিজা অবশেষে বলে, "কি ভীষণ প্রকৃতির লোক তুমি!"

হারম্যান্ উত্তর করে, "আমি ওঁর মৃত্যু কামনা করি নি। আমার রিভলবারে গুলি ছিলো না।"

দুজনেই নীরব।

ভোর হয়। লিজা মিট্‌মিটে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। জানলার ভেতর দিয়ে ম্লান আলো ঘরটার মধ্যে ঢুকেছিলো। অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মুছে সে হারম্যানের দিকে তুলে ধরে। হাতদুটো একত্র ক'রে সে জানলার ওপর বসে ছিলো—মুখের ওপর তার গভীর একটা ভ্রূকুটি। এই অবস্থায় তাকে ঠিক নেপোলিয়নের মূর্ত্তির মত দেখায়। লিজা ওটা না দেখে থাকতে পারে না।

—"কেমন করে তুমি এই বাড়ী থেকে বেরোবে?" অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করে। "একটা গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কাউণ্টেসের শয়নকক্ষের পাশ দিয়ে যেতে আমি সাহস পাই না।"

—"সিঁড়িটা কোথায় বল, আমি পথ দেখে নেব।"

লিজা উঠে ড্রয়ার থেকে একটা চাবি নিয়ে হারম্যান্‌কে দিয়ে সিঁড়িতে যাবার পথটার কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আবার কাউণ্টেসের শয়নকক্ষে ঢোকে। কাউণ্টেস্ তখন শক্ত ও সোজাভাবে চেয়ারে বসেছিলেন—মুখটা তাঁর একেবারে প্রশান্ত। ওঁকে দেখবার জন্যে হারম্যান্ একবার থামে—যেন ওই ভয়ঙ্কর সত্য সম্বন্ধে নিজকে বোঝাতে চাচ্ছিলো। অবশেষে সে দরজার কাছে হাতড়াতে হাতড়াতে 'ষ্টাডি রুমে' ঢোকে এবং অদ্ভুত চিন্তা ও ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে সে অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। ভাবে সে—"ষাট বছর আগে ঠিক এই সিঁড়ি দিয়েই হয়তো কোন সুখী প্রেমিক ওই ঘর থেকে ঠিক এই সময়েই গোপনে পালিয়ে গেছে। সেই প্রেমিক নিঃসন্দেহে সুন্দর—মূল্যবান এম্‌ব্রয়ডারি করা জামা-পড়া, চুল সুন্দর ক'রে

ছাটা, তিন কোণা টুপিটা তার বুকের ওপর চাপা। আর এখন তার হাড়গুলো কবরে জীর্ণ হ'য়ে চলেছে, আর তার বৃদ্ধা প্রণয়িণীর হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।"

(৫)

সেই ভীষণ রাতের তিন দিনের দিন সকাল ন'টায় হারম্যান্ যেখানে কাউণ্টেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার কথা সেই মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যদিও ওই ঘটনাতে দুঃখ তার একটুও হয়নি, তবুও বিবেকের কণ্ঠকে সে চেপে রাখতে পারে নি। বিবেক তার বলছিলো, "তুমিই বুড়ো মেয়েলোকটিকে হত্যা করেছো!" বিশ্বাস তার অল্প থাকলেও সে কুসংস্কারী ছিলো। আর মৃতা কাউণ্টেস তার জীবনের ওপর অসৎ উপসর্গের মত লেগে থাকতে পারে এই ভয়ে সে তাঁর শেষ ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে বলে ঠিক করেছিলো।

চার্চ্চ লোকে লোকারণ্য। বহু কষ্টে ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নেয় হারম্যান্। একটা জমকালো শবাধারের ওপর কফিনটা রাখা হয়েছে—ওপরে ভেল্‌ভেটের চন্দ্রাতপ। মৃতাকে একটা সাদা সাটিনের গাউন পড়ানো হয়েছে—মাথায় জরির কাজ করা টুপি। হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি করে বসানো। তাঁকে ঘিরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর। চাকরদের পরনে কালো পোষাক, হাতে মোমবাতি। আত্মীয়-স্বজন—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সবাই গভীর শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু কেউই এক ফোটা চোখের জল ফেলছে না—কারণ তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ কারও হয়নি। কাউণ্টেস খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন; আর তাঁর পরিজনবর্গ মনে করতো উনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশীদিন বেঁচেছেন। একজন তরুণ পুরুত সমাধি অনুষ্ঠানের মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। সরল

এবং মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে তিনি এই সাধ্বী স্ত্রীলোকটির শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর কথা বর্ণনা করলেন। বলছিলেন তিনি, যে তাঁর সারা জীবনটাই খ্রীষ্টীয় আদর্শের জন্য অগর্ব্বিত প্রস্তুতি। বক্তা শেষ ক'রলেন এই বলে যে, "মৃত্যুর দূত তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন নৈশ বরের জন্য শুভ জাগরণ।" গম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে কাজ শেষ করা হয়। আত্মীয়েরাই সর্ব্বপ্রথম মৃতদেহকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান। তারপর আসেন অসংখ্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল, যাঁরা সামাজিক উংসবের আবর্ত্তেব মধ্যে তাঁকে অভিবাদন জানাতেন। তাঁদের পরে দাস-দাসীরা আসে—তাদের মধ্যে সেই দু'জন মেয়েও ছিলো, যারা বাড়ীতে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর সময় কাউণ্টেস্‌কে সাহায্য ক'রতো। একজনের শুয়ে প'ড়ে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাবার শক্তি ছিলো না, অন্যজন তার কর্ত্রীর হাতে একটা চুমো খেতে খেতে দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে। সেই সময় হারম্যান্ 'কফিনের' কাছে যাবে স্থির ক'রলে। পাইন গাছের ডাল-পালা-ছড়ানো ঠাণ্ডা মেজের ওপর কয়েক মিনিটের জন্য সটান শুয়ে পড়ে শেষে সে ওঠে। স্ত্রীলোকটির মত তার মুখখানাও ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় এবং কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে শবাধারের ওপর ঝুঁকে পড়ে। মনে হচ্ছিলো তার, যেন কাউণ্টেস্ তার দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি ইসারা ক'রছেন। হারম্যান্ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসে এবং মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে লিজাকেও অচেতন অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। গম্ভীর এবং শোকাত্মক কাজে এতে একটু বিঘ্ন ঘটে। জনতার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। মৃতার আত্মীয় একজন কৃশ গোছের রাজকর্ম্মচারী পার্শ্বস্থিত একজন ইংরাজকে বলেন যে, "তরুণ কর্ম্মচারীটি হচ্ছেন কাউণ্টেসের জারজ পুত্র।" তা'তে ইংরাজ ভদ্রলোক স্থিরভাবে উত্তর দেন "অবশ্যই!"

সারাটা দিন হারম্যান্ উন্মনাভাবে ঘুরে বেড়ায়। একটা নিরালা

সরাইখানায় গিয়ে সে খায়। অন্তরের বিশৃঙ্খলা ভুলে যাবার আশায় সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধে অনেকটা মদ পান করে। কিন্তু মদ ওর কল্পনাকে দ্রুততর করে শুধু। বাড়ীতে ফিরে পোষাক না খুলেই সে বিছানায় ঢ'লে পড়ে এবং গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।

রাতে সে জাগে। জানালার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো আসে। ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখে তিনটে বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। বিছানায় উঠে ব'সে কাউন্টেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা ভাবে। এই সময়ে কে যেন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে যায়। হারম্যান্ ওতে নজর দেয় না। মিনিট খানেকের ভেতর যেন কেউ বাইরের ঘরের দরজা খোলে। হারম্যান্ মনে করে, ও হয়তো তার আর্দ্দালি, যে অভ্যাসমত নৈশ মদ্যপ্রতিযোগিতায় অসম্ভব মদ টেনে বাড়ী ফিরেছে। কিন্তু একটা অপরিচিত পদক্ষেপ তার কানে ভেসে আসে। মৃদু বেভাঁজ চাল। দরজা খুলে যায়—একটা সাদা পোষাক-পরা স্ত্রীলোক ঘরে ঢোকে। হারম্যান্ ভাবে, ও তার নার্স; কিন্তু এত রাতে নার্স কি জন্য এসেছে? মেঝের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে আসে এবং তার সামনে দাঁড়ায়। হারম্যান্ কাউন্টেস্‌কে চিনতে পারে।

"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমার কাছে আসতে হ'য়েছে"—অকম্পিত স্বরে সে বলে। "তোমার অনুরোধকে পূর্ণ করবার জন্য আমাকে আদেশ করা হ'য়েছে। তিন, সাত এবং টেক্কা এই তিনটেই হচ্ছে জিতের তাস। কিন্তু একবারে এক বাজি ছাড়া এবং জীবনে আর কোনদিন খেলতে পারবে না তুমি।••••••লিজাকে বিয়ে ক'রলে আমি আমার মৃত্যুর জন্য তোমাকে ক্ষমা ক'রবো।"

এই কথা ব'লে শান্তভাবে ঘুরে সে ত্রস্তভাবে দরজার ভেতর দিয়ে মিলিয়ে যায়। ঝন্ ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হারম্যান্ শুনতে পায়। আবার কে যেন জানালা দিয়ে চায়।

তার সম্বিৎ ফিরে আসতে কিছুক্ষণ লাগে। সে পরের ঘরটায় যায়। মেঝেতে তার আর্দালি ঘুমিয়ে। কষ্ট ক'রে তাকে তুলতে হয়। লোকটা বরাবরের মতই মদ টেনেছে—ঠিকমত উত্তর দিতে সে পারে না। যাতায়াতের পথের ওপরকার দরজাটায় তালা লাগানো। হারম্যান্ নিজের ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে অলৌকিক ব্যাপারটা লিখে রাখে।

(৬)

জড়জগতে যেমন একই জায়গায় দু'টো জিনিস থাকতে পারে না, মনোজগতেও তেমনি দু'টো বদ্ধ-ধারণার একত্র স্থান হ'তে পারে না। সেই তিন, সাত এবং টেক্কা শীগ্‌গিরই হারম্যানের কল্পনার সেই মৃতা কাউণ্টেসের মূর্ত্তিকে অস্পষ্ট ক'রে দেয়। কোন তরুণীর সাথে দেখা হ'লে ও ব'লতো, "কি চমৎকার মেয়েটা! ঠিক হরতনের তিনের মত!" ওকে কেউ সময় জিজ্ঞাসা করলে, সে একই রকম উত্তর দিতো, "সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট।" মোটা ভুঁড়িয়াল লোক দেখলেই ওর টেক্কার কথা মনে হ'তো। তিন, সাত এবং টেক্কা সব রকম সম্ভবপর আকার-প্রকার নিয়েই ওর ঘুমের মধ্যে হাজির হ'তো। কখনও কখনও গ্রীষ্মদেশের গাছপালার মত ওই তিনটে তাস ওর চোখের ওপর ফুটে উঠ্‌তো। সাত নম্বরের তাসকে দেখে যেন মনে হ'তো 'গথিক' তোরণ এবং টেক্কাটা একটা বিরাট মাকড়সা। একটা চিন্তাই তা'কে পেয়ে বসে শুধু—সেটা হ'চ্ছে, যে গোপন কথাটি জানবার জন্য তাকে এত মূল্য দিতে হ'য়েছে সেটার ব্যবহার। সে অবসর নিয়ে ভ্রমণ করবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। প্যারির সাধারণ জুয়াখেলার আড্ডায় তার ইচ্ছে হ'তো মায়াবী লক্ষ্মীর কাছ থেকে যে ঐশ্বর্য্যের ওপর তার লোভ

ছিলো, তা' লুটে নিতে। একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হ'য়ে তাকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেয়।

মস্কোতে প্রসিদ্ধ চেকালিন্‌স্কি, যার সারাজীবন কেটেছে তাসের টেবিলে, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা একসময় রোজগার ক'রেছে, তার সভাপতিত্বে ধনী জুয়ারীদের একটা সমিতি গ'ড়ে ওঠে। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বন্ধুবান্ধবদের বিশ্বাস ওর ওপর জাগিয়ে তোলে। এবং একখানা খোলা বাড়ী, ভালো একজন পাচক, আনন্দ স্ফূর্ত্তি-রসিকতা প্রভৃতি মিলে ওর উপর সাধারণের শ্রদ্ধা এনে দেয়। এই লোকটা সেণ্টপিটার্সবার্গ দেখতে আসে। তরুণেরা আমোদ-স্ফূর্ত্তি ছেড়ে হুড়োহুড়ি ক'রে ছুটে যায় ওর কাছে। নারুমভ্‌ হারম্যান্‌কে নিয়ে যায় ওর সাথে দেখা করবার জন্যে।

তারা একসারি জমকালো ঘরের মধ্য দিয়ে যায়—ঘরগুলো শিষ্ট এবং অভ্যর্থনারত আর্দালিতে ভরতি। অনেক লোকসমাগম হ'য়েছে। কয়েকজন জেনারেল্‌ এবং প্রিভিকাউন্সিলার হুইষ্ট খেলছিলেন। কয়েকজন যুবক কো'চে হেলান্‌ দিয়ে ধূমপান করছিলো। ড্রইংরুমের মধ্যে একটা লম্বা টেবিলকে ঘুরে কুড়িজন খেলোয়ার ব'সে, তার মধ্যে গৃহস্বামীও রয়েছেন তার হাতে। বয়স তার ষাট—বেশ সৌম্যমূর্ত্তি। চুল রূপোর মত সাদা। তার পুরো গোল মুখখানায় সততার ছাপ। অবিরল হাসিতে তার চোখ দুটো জলজ্ব'লে। নারুমভ্‌ তার সাথে হারম্যানের পরিচয় করিয়ে দেয়। চেকালিন্‌স্কি বন্ধুর মত তার সাথে হ্যাণ্ডশেক্‌ করে এবং তাকে স্বচ্ছন্দ হ'তে বলে। খেলা আরম্ভ হয়। বাজিটায় বহু সময় লাগে। টেবিলের উপর ত্রিশখানা তাস। প্রতি বার তাস খেলার আগে চেকালিন্‌স্কি থামে, যাতে খেলোয়াররা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সময় পায়। মনোযোগ দিয়ে ওদের অনুরোধ শোনে—আরও মনোযোগ দিয়ে কোন তাসের দুমড়ানো কোনা ঠিক ক'রে দেয়—কোন বিশৃঙ্খল হাতের চাপে হঠাৎ যা বেঁকে গিয়াছিলো। শেষে বাজি শেষ হয়।

চেকালিন্‌সকি তাস ভেজে নিয়ে আবার ফেলতে উদ্যত হয়।

—"আমাকে একটা তাস খেলতে দাও'—পার্শ্বস্থ একজন বলিষ্ঠ লোকের কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হারম্যান বলে।

চেকালিন্‌সকি মৃদু হেসে সম্মতির ভঙ্গীতে নিঃশব্দে মাথা নত করে। নারুমভ্‌ হাসতে হাসতে ওকে সম্বর্ধনা জানায়—তার এই দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করার জন্য শুভসূচনা আকাঙ্খা করে।

—"আমি জিতবো"! তার তাসের উপরে 'চক' দিয়ে দাগ কেটে হারম্যান বলে।

—"কত"? ভ্রুকুটি ক'রে চেকালিন্‌সকি জিজ্ঞেস করে। "আমি ভাল করে দেখতে পারছিনে"।

"সাতচল্লিশ হাজার"—হারম্যান উত্তর করে।

এই কথাতে সমস্ত মাথা এবং সবগুলো দৃষ্টি হারম্যানের দিকে ফেরে।

—"ওকি পাগল হ'য়ে গেছে?" নারুমভ্‌ ভাবে।

—"তোমার বাজী খুব বেশী—যদি আমাকে বলতে দাও তো বলি" —তার চিরহাসিটুকু বজায় রেখেই চেকালিনসকি বলে। "এখানে কেউ কখনও দু'শো পচাত্তরের বেশী বাজী ধরেনি।

—'বেশ আপনি আমার তাস নেবেন কিনা বলুন?" হারম্যান প্রশ্ন করে।

চেকালিন্‌সকি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

"হ্যাঁ, অবশ্য আমি আপনাকে একটা কথা বলবো—যেহেতু বন্ধুবান্ধবের আমার উপর বিশ্বাস আছে, সেইহেতু আমি নগদ টাকা ছাড়া তাস ছাড়তে পারি না। আমার পক্ষে আপনার কথাই যথেষ্ট, কিন্তু খেলা এবং হিসাবের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চলতে গেলে, আপনার তাসের উপর টাকা রাখতে বলতে আমি বাধ্য।"

হারম্যান পকেট থেকে একখানা ব্যাঙ্ক নোট বের করে চেকালিন্‌স্কির

হাতে দেয়। সে একবার তাকিয়ে ওটাকে হারম্যানের তাসের উপর রাখে।

সে তাস ফেলতে থাকে। ডান দিকে নহলা, বায়ে তিরি।

—"আমি জিতেছি"! তাস উঠিয়ে হারম্যান চীৎকার করে উঠে।

খেলোয়ারদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠে। চেকালিন্‌সকি ভ্রূকুটি করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে।

—"টাকা কি দেবেন?" হারম্যান জিজ্ঞাসা করে।

—"আনন্দের সাথে"।

চেকালিন্‌সকি পকেট থেকে কয়েকখানা ব্যাঙ্ক নোট বের করে হিসাব ঠিক করে ফেলে। হারম্যান টাকাটা নিয়ে টেবিল ছেড়ে চলে যায়। নারুমভ্ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলো। এক গ্লাস লেমনেড খেয়ে হারম্যান বাড়ী রওয়ানা হয়।

পরদিন সন্ধ্যায় চেকালিন্‌সকির বাড়ীতে আবার তাকে দেখা যায়। গৃহকর্তার হাতেই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। হারম্যান টেবিলের দিকে অগ্রসর হয়। খেলোয়াররা জায়গা ছেড়ে দেয়। চেকালিন্‌সকি বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

হারম্যান নতুন বাজীর প্রতীক্ষায় থাকে। সে তার তাস ফেলে তার উপর নিজের সাতচল্লিশ হাজার এবং গতকালকার জেতা টাকা রাখে।

চেকালিন্‌সকি খেলতে থাকে। ডানদিকে একখানা গোলাম পড়ে, আর বাঁ দিকে পড়ে সাত। হারম্যান সাতটা বের করে নেয়।

একটা বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলে যায় সবার ভেতর। চেকালিন্‌সকি উত্তেজিত হয়ে উঠে। চুরোনব্বই হাজার টাকা গুণে সে হারম্যানকে দেয়। সে ধীরভাবে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় হারম্যান আবার টেবিলে হাজির হয়। সকলেই তার প্রতীক্ষা করছিলো; জেনারেল এবং প্রিভিকাউন্সিলাররা তাদের

হুইষ্ট খেলা থুয়ে এসে ওই অদ্ভুত খেলা দেখতে থাকে। তরুণ কর্মচারীরা কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠে, আর্দালিরা ড্রইংরুমে জমায়েৎ হয়। সকলেই হারম্যানের জন্যে পথ ছেড়ে দেয়। অন্য খেলোয়াররা তাস না ফেলে হারম্যানের খেলা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে। হারম্যান টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একাই চেকালিন্‌সকির সাথে খেলবার জন্যে তৈরী হয় চেকালিন্‌সকি তবুও হাসে—যদিও তার মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুজনেই তাস কাটে। চেকালিন্‌সকি তাস ভাজে। হারম্যান তার তাস নিয়ে টেবিলের উপর রাখে। একরাশ ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে ওর উপর স্তূপাকার করে ফেলে। যেন একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ। গভীর নিস্তব্ধ সব।

চেকালিন্‌সকি খেলতে থাকে। হাত তার কাঁপে। ডান দিকে রাণী আর বাম ধারে টেক্কা।

—"টেক্কা জিতে গেছে।" হারম্যান চীৎকার ক'রে উঠে হাত খুলে দেয়।

— আপনার রাণী হেরে গেছে।" মৃদুস্বরে বলে চেকালিন্‌সকি।

হারম্যান চমকে ওঠে। সত্যিই টেক্কার জায়গায় 'ইস্কাপোনের রাণীকে দেখা যায়। সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। কি করে ওটা টেনেছে সে নিজেই বুঝতে পারে না।

— ইস্কাপোনের রাণী যেন ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মিট মিট করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসে। অদ্ভুত মিলের জন্যে সে অবাক হ'য়ে যায়।

—"সেই বুড়ো স্ত্রীলোকটা"—আতঙ্কে সে বলে ওঠে।

চেকালিন্‌সকি হেরে-যাওয়া টাকাটা টেনে নেয়। নিষ্কম্পতায় দাঁড়িয়ে থাকে হারম্যান। টেবিল থেকে ও যখন ওঠে যায় তখন একটা উচ্চ গুঞ্জন-শব্দ ওঠে।

—"চমৎকার খেলা।" খেলোয়াররা বলে। চেকালিন্‌সকি আবার তাস ভাজে। খেলা চলতে থাকে।

হারম্যান পাগল হ'য়ে যায়। সে এখন অবুহোস্কি পাগলা গারদে ১৭নং ওয়ার্ডে আছে। কোনও কথার উত্তর সে দেয় না। শুধু বিড় বিড় করে বকতে থাকে তিবি, সাত, টেক্কা! তিবি, সাত, টেক্কা!

চমৎকার একজন ছেলের সাথে লিজার বিয়ে হয়। ছেলেটা কোন জায়গায় ভাল একটা চাকরী করে, আর খুব বড় সম্পত্তিও আছে তার। মৃতা কাউণ্টেসের ম্যানেজারের ছেলে সে। লিজার বাড়ীতে একজন গরীব তরুণী আত্মীয়া আশ্রয় পায়।

টমস্কির উন্নতি হয়েছে—আর বিয়েও হয়ে গেছে তার প্রিন্সেস্ পলিনার সাথে।

দি ক্লোক

গোগোল

ডিপার্টমেণ্ট. কিন্তু সেই ডিপার্টমেণ্টের নাম না দেওয়াই ভালো। তবে সেখানে কর্মচারীকে চটানো বিপজ্জনক—তা সে রেজিমেণ্ট অথবা চ্যান্সারি যা কিছুরই হোক না কেন। আজকাল প্রত্যেক ব্যক্তি তার অস্তিত্বের দ্বারাই সমাজকে বাগিয়ে তোলে। শোনা যায় অল্পদিন আগে পুলিশের একজন প্রধান কর্তা একটা নালিশ করেন—মনে নেই আমার কোন সহরের লোক তিনি—তাতে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিলেন, গবর্ণমেণ্টের আইন কানুনের অমর্যাদা ঘটছে, এবং এর পবিত্র নাম চিরকাল বৃথাই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি একখানা প্রকাণ্ড উপন্যাস পাঠিয়ে দেন, যাতে প্রত্যেক দশম অথবা কাছাকাছি কোন পৃষ্ঠায় একজন করে পুলিশের প্রধান কর্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের চরিত্র প্রায় জায়গাতেই উচ্ছৃঙ্খল করে ফোটানো হয়েছে। অতএব, সব রকম সম্ভাব্য অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানোর জন্যই ডিপার্টমেণ্টটাকে 'কোন একটা ডিপার্টমেণ্ট' বলে সম্বোধন করবো। হ্যাঁ, এখন আমরা বলে যেতে পারি: কোন একটা ডিপার্টমেণ্টে একজন কেরাণী কাজ করতো। কোন দিক দিয়েই সে বিশিষ্ট ছিলো না—খাটো গড়ন, লাল চুল, অল্প দৃষ্টিশক্তি, কপালে খানিকটা টাক এবং রুক্ষগণ্ড।.....কার দোষ? সেণ্টপিটার্সবার্গের আবহাওয়ার নিশ্চয়ই।

তার পদ সম্বন্ধে (কারণ সকলের উপরে মানুষের পদটাই আসল) সে বরাবর নামমাত্র কাউন্সিলার বলে পরিচিত—পদটি অনেক লেখকের কাছে কৌতুক এবং তামাসার বিষয়ে পরিণত হয়েছে—যারা প্রতিশোধ নিতে অক্ষম তাদের ওপর আক্রমণ করাই এই সব লেখকদের প্রশংসনীয় অভ্যাস।

কেরাণীটির পদবী ব্যাসমাচকিন—'জুতো' শব্দটি থেকে নিঃসন্দেহে ওর উৎপত্তি। কিন্তু কখন কোথায় এবং কেন এর উৎপত্তি হলো সেটা কেউই জানে না। তার বাপ ঠাকুর্দা, এমন কি শালা পর্যন্ত বাস্তবিক ব্যাসমাচকিনদের সাথে যাদের সম্বন্ধ আছে, তারা সকলেই জুতো পড়তো ; এবং বছরে তিনবার করে তার সোল বদলাতো। তার নাম অর্থাৎ পৈত্রিক নাম আকাকি আকাকিভিচ। পাঠক ভাবতে পারেন, নামটি অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এ নাম খুঁজে বের করা হয় নি, এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে ওর সৃষ্টি হয়েছিলো। বস্তুতই বিশেষ কোন কারণে অন্য নাম তাকে দেওয়া হয় নি। আকাকিভিচ তেইশে মার্চ রাতে জন্মগ্রহণ করেন—অবশ্য, যদি আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে না ঠকিয়ে থাকে। তার মৃতা মা, একজন সিভিল সারভেণ্টের স্ত্রী এবং চমৎকার লোক, ঠিক সময়েই তিনি ছেলের নামকরণের বন্দোবস্ত করেন। দরজার দিকে তাকিয়ে বিছানার উপর শুয়ে ছিলেন তিনি। ডানদিকে ধর্মবাপ—সুন্দর লোক, নাম আইভ্যান্ আইভ্যানোভিচ্ ইগোরস্কিন্—সিনেটের হেডক্লার্ক তিনি, এবং ধর্মমা আরিনা সেমিওনোভনা বেলোব্রুকোভা—কোয়ার্টার মাষ্টারের বৌ এবং অশেষ গুণসম্পন্না স্ত্রীলোক। মাকে তিনটে নাম পছন্দ করতে দেওয়া হয়—মোকিয়া, সোসিয়া অথবা হস্‌ডাজাটা—মরণবিজয়ীদের নাম অনুযায়ী।

কি ভয়ঙ্কর নাম!”—সে ভাবলে।

তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পঞ্জিকা খুলে আরও তিনটে নাম বের করা হলো—ট্রিফ্‌লি, ডুলা এবং ভ্যারাহাসি।

“কি ভীষণ নামগুলো! যেন কোন মতলব নিয়েই ওসব নাম হাজির হয়েছে!”—মা চীৎকার ক'রে উঠে। “ও রকম নামই শুনি নি আমি। ভ্যারাদাত অথবা ভ্যারুই তো যথেষ্ট বদখৎ, তারপর আবার ট্রিফলি আর ভ্যারাহাসি!”

আবার একটা পৃষ্ঠা উল্টানো হয়—প্যাভ্‌সিক্যাহি আর ভ্যাটিসি এই দুটো পাওয়া যায়।

ভাগ্য“ যেন এ রকম মনে হচ্ছে”—মা বলে। ও সব নামের চেয়ে ওর বাপের নামেই রাখা হ'ক্—আকাকি! বাপের কাছে যেটা ভালো. ছেলের বেলায়ও সেটা ভালো।”

সুতরাং নাম তার হ'লো আকাকি আকাকিভিচ্। নাম রাখার সময় শিশু কেঁদে মুখ বিকৃত ক'রে ফেলে। তার মুখে এই আভাসই বোধ হয় পাওয়া যায়, যে সে একদিন নামমাত্র কাউন্সিলার হবে। এরকমভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিলো। আমরা ঘটনাটা উল্লেখ ক'রলাম এই জন্য যে, ছেলেটার অন্য নাম দেওয়া সম্ভবপর ছিলো না।

কখন এবং কিভাবে সে ওই ডিপার্টমেণ্টে ঢোকে এবং কে তাকে নিযুক্ত করে কেউই মনে করতো না। ডিরেক্টার এবং 'হেডে'র পরিবর্তন হলেও তা'কে ঠিক এক জায়গায়, এক পদে, একই কাজে, এবং একই রকম লেখার ভঙ্গিতে আবদ্ধ থাকতে দেখা যেতো। সুতরাং লোকে ভাবতো যে, সে একেবারে তৈরী হ'য়েই ওই রকমভাবে জন্মগ্রহণ করেছে—ইউনিফর্ম, টাক এবং সব কিছুই। সে হলে ঢুকলে আর্দালিরা আসন ছেড়ে তো উঠতোই না, একটা সাধারণ মাছির চেয়ে তাকে বেশী গ্রাহ্য ক'রতো না। উপরওয়ালা তার সাথে বরাবর ব্যবহার ক'রতো মৌন রুক্ষতায়। কোন হেড ক্লার্কের কেরাণী তার নাকের ওপর দিয়েই এক তাড়া কাগজ ফেলে দিতো—এমন কি বলাও দরকার মনে করতো না যে এগুলো দয়া করে নকল ক'রবেন কি? অথবা, এই নিন্ খুব ভালো একটা কাজ—অথবা কোন রকম শিষ্ট কথা যা' কোন সুব্যবস্থিত অফিসেই শোনা যায়। আর, সে তার দিকে চোখ না তুলেই, অথবা তার অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলেই, কাগজগুলো তুলে নিতো, এবং তৎক্ষণাৎ নকল করতে আরম্ভ করে দিতো। ছোট কেরাণীকুল

তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হাসতো এবং চোখাচোখা রসিকতাভরা কথা ওর ওপর প্রয়োগ করতো—অবশ্য, আফিসের গণ্ডীতে যতটা রসিকতা সম্ভব ততটুকুই। নানারকম গল্প ওর সম্বন্ধে বানিয়ে ওর সামনে সেগুলো বার বার করে বলতো। উদাহরণস্বরূপ, সত্তর বছরের বুড়ী ওর গৃহকর্ত্রী ওকে ঠেঙায়—এই রকম সব গল্প। তার সম্বন্ধে ওকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রূপ করতো, জিজ্ঞাসা করতো কবে ওদের বিয়ে হ'চ্ছে। আর কাগজের ছেঁড়া টুকরো তার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিতো—যেন খই ছিঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর কি। কিন্তু আকাকিভিচ্ কোন উত্তর করতো না ওসবের—যেন ওসবের সাথে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। তার কাজেরও বাধা হতো না ওতে। যতক্ষণ রহস্য চলুক না কেন, ওর কাজের একটুও ভুল হতো না। শুধু যখন কোন তামাসাকারী তার কনুইতে ধাক্কা দিতো, তখনই তার ধৈর্যের বাঁধ যেতো ভেঙে, এবং সে জ্বলে উঠে বলতো, "আঃ আমাকে একা থাকতে দিন! কেন আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন?" কথাটার ভাষা ও স্বরে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিলো, যাতে সমবেদনা জাগিয়ে তোলে। একজন নতুন নিযুক্ত ছোক্‌রা অন্যান্যের দেখাদেখি ওর সাথে রহস্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু হঠাৎ সচকিত হ'য়ে সে নিজকে সংযত ক'রে ফেলে, এবং তার পর থেকে তার সবই বদলে যায়, সে আকাকিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। কোন অস্বাভাবিক শক্তি বন্ধুদের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যায়—যাদের সে মনে মনে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলো। বহুদিন পর কোন আনন্দময় মুহূর্তে সেই টাকপড়া তরুণ কেরাণীটির কথা তার মনে হ'তো, এবং তার মর্মস্পর্শী কথাও—'আঃ, আমাকে একা থাকতে দিন! কেন আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন?" এই কথাটার আড়ালে সে যেন এই সংযত কথাটাও শুনতে পেতো, "আমি কি আপনাদের ভাই নই?" হতভাগ্য যুবক হাত দিয়ে মুখ

ঢেকে, যে যুগে সে বাস ক'রছে এবং যে যুগে মানুষ এত নিষ্ঠুর, এবং তার মার্জিত সৌজন্যের মধ্যে এতখানি অর্থহীন নৃশংসতা, সেই যুগের কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠতো। হায় ভগবান! জগৎ যাকে এমনি সৎ এবং সম্মানীয় বলে মনে করে সেই মানুষই এই!

আকাকির মত কাজে কেউই ডুবে থাকতো না। এটা অল্পই বলা হবে যে সে উৎসাহের সাথে কাজ করতো—রীতিমত অনুরাগ ছিলো তার কাজের উপর। কাগজ নকল করা তার কাছে খুলে দেয় এক নতুন জগৎ—মধুর এবং বৈচিত্র্যময় জগৎ। যখন সে কাজে ব'সতো তখন তার মুখের ওপর ফুটে উঠতো একটা তৃপ্তি। আর তার প্রিয় চিঠিগুলো এলে সে হাসতো, চোখ মিট মিট করতো এবং ঠোঁট নাড়তো—ফলে তার মুখ দেখে একজন নিশ্চয় ব'লতে পারতো, কোন চিঠি সে লিখছে। উৎসাহ অনুযায়ী যদি তার উন্নতি হতো, তবে এতদিনে সে ষ্টেট্ কাউন্সিলার হয়ে যেতো। কিন্তু সহযোগী কেরাণীর দল তাহার সম্বন্ধে বলাবলি করতো—কাজের সাথে তাকে আটা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর এর একমাত্র পুরস্কার সে পেয়েছে—চিঠির স্তূপ। কিন্তু এটা বললে অন্যায় বলা হবে যে, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। একজন ডিরেক্টর—একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—তার দীর্ঘ চাকুরীর জন্য তাকে পুরস্কৃত ক'রতে চেয়ে ঠিক করেছিলেন, ওকে নকল করার বদলে অন্য প্রয়োজনীয় কাজে দেওয়া হবে। আর প্রথম কাজ যেটা তার ভাগ্যে পড়েছিলো—সেটা হয়েছে একখানা পরিসমাপ্ত দলিল—যার প্রথম পৃষ্ঠাটা এবং পুরুষের ক্রিয়ার অদল বদল ক'রতে হবে। এতে আকাকির এত কষ্ট হতে লাগলো যে সে ঘেমে উঠলে এবং একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে—"দয়া ক'রে এর বদলে কিছু নকল ক'রতে দিন আমাকে।" সে দিন থেকে তাকে নকল করার কাজেই রাখা হয়।

নকল করা ছাড়া তার আর অন্য কিছু কাজ ছিলো না। পোষাক

সম্বন্ধে কোনদিনই তার খেয়াল ছিলো না। তার ইউনিফর্মের রং আর সবুজ নেই—মলিন শুষ্ক তার রং। কলারটা তার নচু এবং ছোট। গ্রীবা লম্বা না হলেও অস্বাভাবিক রকম লম্বা ব'লেই মনে হচ্ছিলো—মাথায় ট্রে-নিয়ে-যাওয়া বিদেশী ভেণ্ডারের মত। আর তার কোটে কিছু না কিছু লেগেই থাকবে—হয় খড়, নয় সুতো। তার একটা অদ্ভুত ঝোঁক ছিলো—কোন বাড়ীর লোক যখন রাস্তায় রাবিশ ফেলতো, ঠিক সেই সময়ে তার জানলার ধার দিয়ে যাওয়া চাই—ফলে রোজই তাকে টুপির উপর তরমুজ অথব কুমড়োর টুকরা নিয়ে যেতে হ'তো। রাস্তায় দৈনন্দিন কি ঘটছে না ঘটছে. সে সবের ওপর সে একটুও নজর দিতো না। তার সহযোগী কেরাণীদের তীব্র দৃষ্টি কিন্তু আলগা বন্ধনী অথবা উল্টোদিকে ঝুলে-পড়া পায়জামা আবিষ্কার ক'রতে ভুল ক'রতো না—এ সব ঘটনায় সবসময়ই ওদের ঠোঁটে একটা বিজ্ঞের হাসি ফুটে উঠতো।

আকাকিভিচ যেদিকেই চাইতো সেই দিকেই তার ঝরঝরে সুবিন্যস্ত লিখিত দলিলগুলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়তো না। শুধু যখন কোন ঘোড়া তার কাধের উপর গুঁতো দিতো, অথবা তার মুখের ওপর নাকের ঘড় ঘড় শব্দ করতো, তখনই মাত্র সে বুঝতো যে সে রাস্তার মধ্যে আছে, দলিলের মধ্যে নয়। বাড়ী পৌঁছে সে টেবিলের ধারে গিয়ে বসে এক টুকরা মাংস এবং তার ঝোল আর পেঁয়াজ খেতো—তাদের স্বাদ অনুভব করতো কিনা সন্দেহ—মশা, মাছি এবং ভগবান দয়া করে যা দিতেন সবশুদ্ধ সে খেয়ে ফেলত। পেট ভরলে টেবিল ছেড়ে উঠে দোয়াত নিয়ে বাড়ীতে-আনা কাগজপত্র নকল করতে বসতো। আফিসের কোন কিছু নকল করবার না থাকলে সে নিজের জন্যই নকল করতে বসতো—বিশেষত দলিলটা যদি মূল্যবান হতো—তার ভেতরের লিখিত জিনিসের জন্য নয়, কোন প্রসিদ্ধ লোককে লেখা হয়েছে বলে।

এমন কি সেণ্টপিটার্সবার্গের ধূসর আকাশ ফিকে হয়ে গেলে যখন

সিভিল সার্ভিসের লোকেরা নিজের নিজের সাধ্য এবং স্বাদ অনুযায়ী উৎকৃষ্ট খাবার খেতো, যখন কলম-পেশা অথবা অন্যান্য কাজের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নিয়ে সকলে বিশ্রাম করতো, যখন প্রত্যেক কর্মঠ ব্যক্তি সেই অবকাশকে অবাধে উপভোগ করবার নেশায় নিয়োজিত করতো, এবং তাদের মধ্যে বেপরোয়া গোছের যারা তারা থিয়েটারে ছুটতো, অন্য সবাই টুপির দোকান ঘুরতে রাস্তায় বেড়োতো—অথবা সান্ধ্য মজলিসে যেতো সুন্দরীদের সাথে প্রেমালাপ করবার জন্য, আর অনেকে সহযোগী কেরাণীদের সাথে সন্ধ্যেটা কাটাতে যেতো—যারা কোন বাড়ীর তিন তলা কিংবা চারতলায় ছোট ছোট ঘরে বাস করতো........ এক কথায় যখন সকলেই প্রাণপণে আনন্দে ডুবে থাকতে চেষ্টা করতো, তখনও আকাকিভিচ অন্য বিষয়ে একটুও নিজকে প্রশ্রয় দিতো না। তাকে কেউ কোন দিন সান্ধ্য মজলিসে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। প্রাণভরে লিখে সে শুতে যেতো এবং আগামীকালের প্রত্যাশায় তার মুখে মৃদু হাসি রেখায়িত হয়ে উঠতো। কাল তাকে কি নকল করতে দেওয়া হবে এই ভেবেই ওই সামান্য ধরণে ও জীবনের ধারা বয়ে চলতো,—নিজের ভাগ্যে সে সন্তুষ্ট ছিলো। হয়তো বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই ভাবেই চলতো,—যদি না জীবনের কতকগুলো অপরিহার্য দুর্ভাগ্য, যা জীবন-পথের উপর ছড়িয়ে থাকে, তা এসে উপস্থিত হতো, এবং যে দুর্ভাগ্য শুধু এই সমস্ত গোত্রহীন কাউন্সিলারদেরই পাওনা নয়, প্রিভি কাউন্সিলার, এমন কি যারা কোনরকম পরামর্শ বিনিময় করে না, তারাও এই দুর্ভাগ্যের অংশীদার।

সেণ্টপিটার্সবার্গে যাদের মাইনে চারশো রুবলের বেশী নয়, তাদের প্রত্যেকের কাছে উত্তুরে তুষারবৃষ্টি ভয়ানক শত্রু, যদিও কোন কোন লোক বলবেই যে ওটা স্বাস্থ্যকর। সকাল নয়টায় যখন সিভিল সার্ভিসের কেরাণীরা

অফিসে ছোটে এবং তাদের ভীড়ে রাস্তা পূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তুষারপাতটা এত তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে যে, বেচারারা তাদের নাকটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। বড় বড় অফিসারদের মাথাও যখন তুষারের আঘাতে টাটিয়ে ওঠে, চোখে জল নেমে আসে, তখনও হতভাগা কেরাণীর দল সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় থাকে প্রায়ই। একমাত্র মুক্তির উপায় হচ্ছে পাঁচ ছয়টা রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি ছোটা—গায়ে তাদের পাতলা ঢিলে জামা—তারপর আর্দালির ঘরে গিয়ে পা'টাকে গরম করা, এবং এইভাবে পথে-অপচয়-করা শক্তি এবং সামর্থ্যকে ফিরে পাওয়া। আকাকিভিচ লক্ষ্য করলে একদিন যে তার পিঠে আর কাধের উপর তুষারে ভয়ানক রকম ব্যথার সৃষ্টি করেছে—প্রাণপণে আফিসে ছোটা সত্বেও। শেষে তার মনে হলো যে তার জামাটার হয়তো কোন ক্রটী হয়েছে। বাড়ীতে ভাল করে পরীক্ষা করে সে বের করে—দু'তিনটে জায়গায় বিশেষ করে পিঠের এবং কাধের জায়গাটা একেবারে ফালি ফালি হয়ে গেছে এবং কাপড় থেকে সুতো খসে গেছে। পাঠকদের এখানে বলা দরকার যে আকাকিভিচের জামাটাও তার সহযোগিদের হাসি ঠাট্টার বস্তু ছিলো। এটাকে ঠাট্টা করে ড্রেসিং গাউন বলা হতো। আর বাস্তবিক ওর ছাটকাটও বড়ই অদ্ভুত। বছরের পর বছর ধরে ওর কলারটা ছোট হয়ে আসছে—কারণ ওরই অংশ-বিশেষ নিয়ে অন্য জায়গায় তালি দেওয়া হয়েছে, তার তালিগুলো আবার দরজির দেওয়া নয়—সেগুলো এলোমেলোভাবে ন্যাপটে রয়েছে, এবং দেখতেও হয়েছে বিকট।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরে আকাকিভিচ দরজি পোট্রোভিচের কাছে জামাটা নিয়ে যাবে বলে ঠিক করলে। একটা বাড়ীর চারতলায় পেছনের দিককার সিঁড়ির ঘরে ও থাকতো। সিভিল সার্ভিসের কেরাণী এবং অন্যান্য লোকের জামা কাপড় মেরামত করে সে অপেক্ষাকৃত লাভজনক ব্যবসা চালাচ্ছিলো—অবশ্য যখন সে প্রকৃতিস্থ থাকতো এবং অন্য কোন

ব্যাপারে তার মন দিতো না। এই পেট্রোভিচের নাম আমরা উল্লেখ করতাম না—কিন্তু যখন করা হয়েই গেছে এবং যখন নিয়ম আছে গল্পে যার নাম উল্লেখ করা হবে, তার সম্বন্ধে কিছু বলতেও হবে—তাই আমরাও ওকথা পাড়ছি। বহুদিন আগে সে শুধু গ্রেগরী নামেই পরিচিত ছিলো, যখন সে কোন জমিদারের দাস ছিলো—এ তখনকার কথা। তার মুক্তির পরই সে পেট্রোভিচ নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে; আর সেই সাথে ছুটী এবং উৎসবের দিন প্রচুর নেশাও করতে সুরু করেছে। প্রথম প্রথম খুব বড় বড় উৎসবের দিনই সে মদ খেতো, কিন্তু পরে নির্বিচারে চাচ পঞ্জিকার যে দিনটাতেই ক্রুশ চিহ্ন আকা আছে সেইদিনই তার নেশা চলে—এ বিষয়ে সে পূর্বপুরুষদের অভ্যাস বজায় রেখেছে। আর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার সময় বৌকে বৈষয়িক স্ত্রীলোক বা একজন জার্মাণ বলে সে বিদ্রূপ করতো। তার স্ত্রীর কথা যখন বলেছি তখন তার সম্বন্ধেও একটা কথা বলা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সম্বন্ধে অল্পই জানা গেছে। শুধু এইটুকুই শোনা গেছে যে পেট্রোভিচের একজন স্ত্রী ছিলো এবং সে টুপিও পড়তো—রুমাল নয়। সৌন্দর্য নিয়ে বড়াই করবার তাব কিন্তু কিছু ছিলো না, কারণ, রাস্তায় দেখা হ'লে সৈন্যরাই শুধু ওর টুপির নীচ দিয়ে উঁকি মারতো। কিন্তু তারা ফি-বারই মুখ কাচুমাচু করে ফেলতো আর অদ্ভুতভাবে চীৎকার করতে থাকতো। পেট্রোভিচের ঘরে যাবার সিঁড়িতে উঠতে, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যা' উপস্থিত জল কিংবা ওইরকম কোন তরল জাতীয় জিনিস দিয়ে ধোয়া হয়েছিল, এবং চোখ জ্বালাকর স্পিরিট জাতীয় জিনিসের তীব্র গন্ধে ভরপুর ছিলো, আর সেণ্টপিটার্সবার্গের সব সিঁড়ির ঘরেই যার সাথে সকলেই সুপরিচিত—হ্যাঁ, সেই সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আকাকিভিচ ভাবছিলো পেট্রোভিচ কাজটার জন্য কত চাইবে—মনে মনে সঙ্কল্প করছিলো সে যে দু'

রুবলের বেশী দেওয়া হবে না কিছুতেই। পেট্রোভিচের ঘরের দরজা খোলাই ছিলো, কারণ তার স্ত্রী কোন মাছ রান্না করছিলো, আর রান্না ঘরটা এমন গন্ধে ভরে গিয়েছিলো যে আরসোলাগুলোকেও আর দেখা যাচ্ছিলো না। ওর স্ত্রীর অলক্ষ্যে আকাকিভিচ রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে গিয়ে একটা ঘরে ঢোকে, যেখানে পেট্রোভিচ সাদসিধে একটা টেবিলের ওপর বসেছিলো। আকাকিভিচের নজরে যেটা প্রথম পড়লো সেটা হচ্ছে কুৎসিৎ নখযুক্ত একটা পরিচিত বিরাট বুড়ো আঙুল—কাছিমের পিঠের মত দৃঢ় এবং পুরু। রেশম এবং সুতোর ফেটি পেট্রোভিচের ঘাড়ে ঝুলছে, আর হাটুর ওপর তার কতকগুলো করো কাপড়। কয়েক মিনিট থেকে সে ছুঁচে সুতো পড়াতে চেষ্টা করছিলো। শেষে, অন্ধকার এবং সুতোর উপর চটে ওঠে সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে, দুত্তোর শালা, ও কিছুতেই ঢুকবে না, মরুক গে। আকাকিভিচ বিরক্ত হ'য়ে ওঠে এই ভেবে যে, সে এমন সময় এসেছে যখন পেট্রোভিচের মেজাজ খারাপ। সে পেট্রোভিচের সাথে দামদস্তর ঠিক করতে চায় তখন, যখন তার মেজাজ রুক্ষ থাকে না। সেই সময় সহজেই সে দাম কমিয়ে থাকে, এমনকি খদ্দেরকে মাথা নুইয়ে ধন্যবাদও জানায়। এটা সত্যি যে ওইরকম সময় তার স্ত্রীও ওই জায়গায় হাজির হয়, এবং দুঃখ করতে থাকে যে মদ খাওয়ার জন্যই তার স্বামী অল্প দাম চেয়েছে—কিন্তু তার অর্থ শুধু আরও বিশ কোপেক, তারপরই ব্যাপারটা চুকে যায়। এ দিন মনে হলো, পেট্রোভিচ সুস্থ অবস্থায় আছে—তার ফলে সে হয়ে আছে নীরব এবং লোলুপ। আকাকিভিচ ফিরেই যেতো—কিন্তু বড্ডই দেরী হয়ে গেছে। পেট্রোভিচ একটা চোখ তার ওপর স্থির করাতে আকাকিভিচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে—নমস্কার, পেট্রোভিচ।

—"নমস্কার"—পেট্রোভিচ উত্তর করে, আর ওর হাতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে যে কি রকম শিকার ও আনছে।

— এই, তোমার কাছে এসেছি পেট্রোভিচ, কারণ ....

লক্ষ্য করতে হবে যে আকাকিভিচ এমন সব শব্দ ব্যবহার করছে· যার অর্থ খুব কমই হয়। জটিল বিষয় হলে সে কখনও কথা শেষ করতো না, এবং প্রায়ই এই সমস্ত কথা দিয়ে আরম্ভ করতো।

—"এটা ঠিক, সম্পূর্ণ—তবে '' এর পরে আর কোন কথা থাকতো না। আকাকিভিচ ভাবতো যে সে নিজের কথা যথেষ্ট পরিষ্কার করেই বলেছে।

—"আচ্ছা দেখি ওটা কি ?' —পেট্রোভিচ বললে—এক চোখ দিয়ে সে জামাটার কলার থেকে হাতা পর্যন্ত এবং প্রান্ত থেকে বোতামের ঘর পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রতে থাকে, যদিও ওটা তারই তৈরী এবং ওর প্রত্যেকটি ফোঁড় ওর পরিচিত। কিন্তু ওটা দরজিদের নিয়ম—খদ্দের কোন কাজ আনলে প্রথমে ওরা ওই করে।

—"আমি এসেছিলাম পেট্রোভিচ...জামাটা · কাপড়টা·· একটু ময়লা ...এটাকে পুরোনো দেখায়। কিন্তু এটা খুব ভালই আছে, বাস্তবিক... খালি এখানে ওখানে, তুমি দেখতে পাচ্ছ ..পিঠ এবং কাঁধটা একট ছিঁড়ে গেছে, এবং এধারের কাঁধে একটু...দেখছো ? কিন্তু খুব বেশি কিছু ক'রতে হবে না এর......"

পেট্রোভিচ টেবিলের ওপর ওটাকে রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করে। একটু একটু মাথা নাড়তে থাকে ও। তারপর জানালার ধারে গিয়ে একটা গোল নস্যির কৌটোটা তুলে নেয়—তার মুটকীতে একজন জেনারেলের ছবি আঁকা—কিন্তু কোন্ জেনারেল কেউই বলতে পারে না—কারণ তার মুখটার রং উঠে গেছে এবং একটা কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে সেখানে। পেট্রোভিচ এক টিপ নস্যি নিয়ে জামাটা আলোর উপর তুলে ধরে আর একবার মাথা নাড়ে। তারপর সেলাইটা পরীক্ষা করে

আবার মাথা দোলায়। ফের আর এক টিপ নস্যি নিয়ে জেনারেলের ছবি এবং কাগজ-আঁটা খাপটা সশব্দে বন্ধ করতে করতে শেষে বলে—

— এটা মেরামত করা চলবে না। কাপড়টা একেবারে পচে গেছে।”

— আকাকিভিচের মন হতাশায় তলিয়ে যায়।

—“কিন্তু কেন চলবে না পেট্রোভিচ?’ ছেলেমি এবং অনুকূল যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করে। ‘কাঁধটার উপর শুধু একটু ছিঁড়ে গেছে। আমার মনে হয়, দু’ এক টুকরো কাপড় দিলেই ..... ”

—“আমার যথেষ্ট কাপড়ের টুকরো আছে”, পেট্রোভিচ বলে, “টুকরোর কোন আকাল হয় নি আমাদের কাছে—কিন্তু কাপড়টা এত পচে গেছে যে জোড়া দিলে থাকবে না। একটা ছুঁচ দিয়ে ছুলেই এটা খুলে পড়ে যাবে।”

— কিন্তু তুমি তো টুকরোগুলো তালি দিতে পার।”

— এতে এমন কোন পদার্থ নেই যাতে তালি টিকে থাকবে। কাপড়টা একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে—জোর একটা বাতাসই ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে।”

—“তাহলে তুমি এটাকে শক্ত করে দাও। নিশ্চয়ই এটা......”

—“অসম্ভব”, পেট্রোভিচ দৃঢ়স্বরে বলে। “জামাটা এত অপদার্থ যে ওকে মেরামত করা আর চলবে না। শীতের সময় আপনি এটাকে কেটে পায়ের আচ্ছাদনী তৈরী করতে পারবেন। ষ্টকিং একটুও গরম নয়। জার্মাণরা আমাদের ট্যাঁক থেকে আরও টাকা খসাবার জন্য ওটা বের করেছে।” পেট্রোভিচ সুযোগ পেলেই জার্মাণদের বিদ্রূপ করে। ‘আর জামাটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় আপনাকে একটা নতুনই বানাতে হবে।”

—“নতুন” শব্দটা বলায় আকাকিভিচ এর চোখের সামনে জেনারেলের চেহারা ঝাপসা হয়ে ওঠে, আর ঘরের মধ্যেকার সব জিনিসগুলো

দুলতে থাকে। সে এবং কাগজের টুকরো-আটা পেট্রোভিচের নস্যির কৌটোটা শুধু স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

—"নতুন"! সে যেন স্বপ্নের ঘোরে প্রশ্ন করে। "কিন্তু আমার টাকা পয়সা একেবারেই নেই।"

—"হ্যাঁ, আমার মনে হয় নতুন"—কঠিন শান্ততায় একই কথার পুনরুক্তি করে পেট্রোভিচ।

—"আর যদি আমি সত্যিই বানাই, তাহলে কত......"

—"দামের কথা বলছেন?"

—'হ্যাঁ।"

—"দেড়শো রুবল বললে অল্প বলা হয়"—অর্থপূর্ণক ভাবে ঠোঁট কামড়িয়ে পেট্রোভিচ বলে। সে এই প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। খদ্দেরকে বিহ্বল করে দিয়ে পরে ওর দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে যে তার কথার ফল কেমন হয়েছে।

—'একটা জামার জন্যে দেড়শো রুবল!!" আকাকিভিচ চীৎকার করে ওঠে। জীবনের এই সর্বপ্রথম সে চীৎকার করে। শান্ত কথার জন্য তার খ্যাতি ছিলো।

—"হ্যাঁ"—পেট্রোভিচ উত্তর দেয়। "আর ওতে সেরকম জামাও হবে না। মার্টেন কলার হলে লোমযুক্ত পিঠে রেশমের কাজ করলে দু'শো রুবল লাগতো আপনার।"

পেট্রোভিচের কথা গ্রাহ্য না করে এবং ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রেখেই সে বলতে থাকে, "যাতে জামাটা আরও কিছুদিন টেঁকে তারই একটু চেষ্টা কর পেট্রোভিচ।"

—"ও একটুও ভাল নয়, শুধু শুধু টাকা আর পরিশ্রম ব্যয়", পেট্রোভিচ বলে। এতে আকাকিভিচ একেবারে মুসরে পড়ে ঘর থেকে চলে যায়। তার যাবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট্রোভিচ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—

ঠোঁট দুটো কঠিনভাবে চেপে ধরে রাখে সে। সে যে নিজকে অথবা ব্যবসার মর্যাদাকে খেলো করে ফেলে নি এতে খুশী হয়ে ওঠে ও।

আক্যাকিভিচ স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে রাস্তায় চলতে থাকে। "চমৎকার ব্যবসা নিশ্চয়ই", সে নিজে নিজে বলতে থাকে। 'সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি যে এটা" .. ...এবং একটু থেমে সে বলতে থাকে— "তা হলে এই হলো! ওঃ আমি ভাবতে পারি নি যে শেষটা এরকম দাড়াবে।" বহুক্ষণ নীরব থাকার পর সে আবার বলে, "ওঃ কে ভেবেছিলো? "

...'কি ভীষণ ব্যাপার!" এই কথা বলবার পর সে বাড়ীর দিকে না গিয়ে আনমনাভাবে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। অল্পদূর যেতে না যেতেই একটা নোংড়া চিমনী-মোছা ঝাঁটা তার গায়ে প'ড়ে কাঁধটায় একটা কালো দাগ ফেলে দেয়। আর একটু দূরে আধা-তৈরী একখানা বাড়ী থেকে খানিকটা চুন ওর গায়ে পড়ে। কিন্তু কোন বিষয়েই ওর হুঁশ নেই। যখন একজন পুলিশের গায়ে ওর ধাক্কা লাগে—পুলিশটা বেয়নেট পাশে ঝুলিয়ে একটা বাক্স থেকে খানিকটা তামাক নিয়ে তার কঠিন হাতে রাখছিলো—তখনই শুধু সে কোন রকমে নিজকে সচকিত করে তোলে—তাও আবার পুলিশটা তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে বলে—"কোন্ জাহান্নমে যাচ্ছ তুমি? ঠিক পথ দিয়ে কেন চলছো না?"

এর ফলে সে চারিদিকে চেয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে। তখনই শুধু সে ঠিক মত চিন্তা করতে পারে এবং নিজের অবস্থাটা ঠিক মত বুঝতে পারে। সে নিজে নিজেই কথা বলতে আরম্ভ করে—ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, পরিষ্কার যুক্তির সাথে—যেমন একজন বুদ্ধিমান বন্ধুর সাথে কথা বলে—যার কাছে সে ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ প্রার্থনা করেছে। 'নাঃ, আজ পেট্রোভিচের সাথে কথা বলে লাভ নেই। সে এখন....... সে তার স্ত্রীর কাছে মার খেয়েছে নিশ্চয়ই। রবিবারে সকালে বরং ওর কাছে যাওয়া উচিত। সে সময় মদ খেতে তার টাকার দরকার। স্ত্রী মদ

খাবার জন্য তাকে কিছুই দেবে না। শুধু কুড়িটা কোপেক তার হাতে গুঁজে দিলেই সে একটু বাধ্য হবে, আর তারপরে জামাটা…… . …।" এই ভাবে আকাকিভিচ নিজে নিজেই বিচার করে সাহস বজায় রাখতে চেষ্টা করে। আর ঠিক রবিবারে যখন পেট্রোভিচের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেখে ঠিক তক্ষুনি সে সোজা সেই দরজির কাছে গিয়ে হাজির হয়। এখানে বলা যেতে পারে—শনিবার রাতে মদ খাবার পর পেট্রোভিচ তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলো। এক চোখ পাকিয়ে সে মাথা নুইয়ে ফেলে, কিন্তু যেই বোঝে তার কাছে কি চাওয়া হচ্ছে অমনি যেন শয়তান ভর করার মতই বলে ওঠে, "পারব না আমি। তোমাকে নতুন একটা বানাতেই হবে।"

আকাকিভিচ কুড়িটা কোপেক তার হাতে গুঁজে দেয়।

—"ধন্যবাদ মশায়," পেট্রোভিচ বলে। "আপনার উদ্দেশ্যে এক গ্লাস স্বাস্থ্য পান করবো। আর জামার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। এটা আর কোন কাজেই লাগবে না। আপনার জন্য একটা নতুন দেখে তৈরী করে দেবো নিশ্চয়ই।"

আকাকিভিচ ফের সেই মেরামতের কথা তোলে, কিন্তু পেট্রোভিচ তার কথায় কানই দেয় না।

—"আপনাকে একটা নতুন জামা তৈরী করে দেবো", সে বলে—'আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। যতদূর সম্ভব ভালো করে বানাতে চেষ্টা করবো। আমি নতুন ফ্যাসানে তৈরী করতে পারি—কলারে রূপালি কাজ করা।

আকাকিভিচ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে—কারণ সে বোঝে যে নতুন জামা বানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কি করে সে বানায়? এর টাকা কোথায় পাবে সে? সামনের ছুটীতে বোনাস্‌টা পাবে অবশ্য—কিন্তু সেই টাকা তো ভাগ করে খরচ করা সম্বন্ধে ঠিক করা হয়ে গেছে। নতুন

পায়জামা তার দরকার—মুচিটাকেও জুতো সারানোর জন্য টাকাটা শোধ করতে হবে। তিনটে সার্ট আর দুটো ইজেরের অর্ডার তাকে দিতে হবে। এক কথায় বলা চলে, টাকা সবটাই খরচ হয়ে যাবে; আর বড় বাবু যদি দয়া করে চল্লিশ রুবলের জায়গায় পয়তাল্লিশ অথবা পঞ্চাশ রুবলও দেন, তা হলেও সেটা নগণ্য—'ক্লোক' বানাতে সেটা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। যদিও সে জানে যে, পেট্রোভিচ মাঝে মাঝে এমন দাম চেয়ে বসে, যাতে তার স্ত্রীকেও অবাক হয়ে চীৎকার করে বলতে হয়,—"তুমি কি উন্মাদ, নির্বোধ? একদিন তুমি বিনা পয়সায় কাজ কর, আর একদিন তুমি এত দাম চাও, তোমার নিজের দামও যা নয়।"

আশি রুবলে পেট্রোভিচ ওটা বানাবে। কিন্তু আশি রুবলই বা পাওয়া যায় কোথায়? সে অর্ধেকটা হয়তো যোগাড় করতে পারে, হয়তো আর একটু বেশিও পারে—কিন্তু আর অর্ধেকটা আসবে কোথা থেকে? পাঠকের প্রথমে জানা দরকার, প্রথম অর্ধেকটা কোথা থেকে জুটবে? প্রতি রুবল ব্যয়ের জন্য আকাকিভিচের দু' কোপেক জমানো অভ্যাস। সেটা সে বড় একটা বাক্সের মধ্যে রাখে—ছ'মাস অন্তর সেগুলো ভাঙিয়ে রুপোর টাকায় পরিণত করে। এই ভাবে অনেক বছর ধরে সে চল্লিশ রুবল জমাতে সক্ষম হয়। কিন্তু আর অবশিষ্ট টাকাটা কোত্থেকে সে যোগাড় করবে? এই সমস্যায় বিহ্বল হয়ে সে স্থির করে যে সে এক বছরের জন্য তার সাধারণ খরচ কমিয়ে দেবে। সন্ধ্যার চা'টা সে বন্ধ করতে পারে—আর মোমবাতি না হলেও তার চলে। সন্ধ্যায় কাজকর্মের দরকার হলে সে সব সময়ই গৃহকর্ত্রীর ঘরে যেতে পারে। রাস্তায় পাথরের উপর দিয়ে সে খুব আস্তে আস্তে হাটবে, আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে সে চলবে—যাতে জুতোর চামড়া ক্ষয় না হয়। কাপড়-জামা সে দেরীতে কাচতে পাঠাবে—আর যতদিন সম্ভব পরিষ্কার রাখবার জন্য সন্ধ্যার সময়ই সে তার কাপড়

চোপড় খুলে ফেলে সেই পুরানো তুলোর ড্রেসিং গাউনটা পড়বে।

সত্যি ক'রে ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, এই দুঃখের সাথে খাপ খাওয়াতে তার বেশ কষ্ট হ'তে লাগলো প্রথমটা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেলো। ক্ষুধার্ত সন্ধ্যা-গুলোর কাছেও সে নতি স্বীকার ক'রে নেয়—সান্ত্বনাস্বরূপ ভবিষ্যৎ ক্লোকটার চিন্তায় খানিকটা মানসিক সুখ জোটে। সেই কটা দিন ওর মনে হ'তো যেন ওর জীবনটা ঐশ্বর্যময়ী হ'য়ে উঠেছে—যেন তার বিয়ে হ'য়েছে, যেন কোন লোক অর্থাৎ কোন প্রিয় বন্ধু, যার সাথে সে জীবনের পথ মাড়িয়ে এসেছে—সে সব সময় তার পাশে পাশে রয়েছে—এবং এই বন্ধু আর কেউ নয়—এ তার সেই অনাগত ক্লোকটা। আগের চেয়ে উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে সে, আরও স্থির সঙ্কল্প দেখা দেয় তার মনে—সুস্পষ্ট আদর্শভূষিত মানুষের মত। সন্দেহ এবং সংশয়তার ছায়া তার মুখ এবং তার চালচলন থেকে অপসারিত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আগুনের টুকরো তার চোখে জ্বলে উঠতে দেখা যায়। মাথায় দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া চিন্তা ভেসে বেড়াতে থাকে। সে কি ওরকম জামা বানাতে পারে না? ওই চিন্তাটা তাকে বিমনা করে তোলে—একবার প্রায় তার লেখা ভুলই করে ফেলেছিলো। কিন্তু, 'ওঃ' বলে সে নিজকে সামলে নেয় এবং ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। মাসে অন্তত একবাব সে পেট্রোভিচের সাথে দেখা করতো—তার নতুন ক্লোকটার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। জিজ্ঞেস ক'রতো, কোথায় সে কাপড় কিনবে, কি রকম রং হবে, কি রকম দাম সে দেবে, এবং একটু আগে হলেও সে সব সময়ই এই চিন্তা ক'রতে ক'রতে বাড়ীতে ফিরতো যে শীগগিরই একদিন সে কাপড় কিনে ক্লোক বানাতে দেবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে দিন কেটে যাচ্ছিলো। আকাকিভিচের স্বপ্নাতীতভাবে মালিক ষাট্ রুবল্ দিয়েছিলো, তার অনুমান অনুযায়ী চল্লিশ অথবা

পঁয়তাল্লিশ নয়। লোকটা কি বুঝেছিলো যে তার একটা নতুন ক্লোক দরকার, অথবা এটা শুধু ঘটনাচক্রের মিল? যাই হোক্, আকাকিভিচের নিজের কাছে কুড়ি রুবল বেশি জমলো। এই ঘটনাটাই ব্যাপারটাকে এগিয়ে দিলো। আর দু' তিন মাস অর্ধাশন—তারপরেই ওর কাছে আশি রুবল্ জ'মবে। স্বভাবত শান্ত হৃৎপিণ্ডটা তার তাড়াতাড়ি চলতে থাকে এবং পরদিনই সে পেট্রোভিচের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা কতকগুলো ভালো কাপড় কেনে। ছয়মাস আগেই এটা ঠিক ক'রেছিলো এবং প্রত্যেক মাসেই দাম সম্বন্ধে খোঁজ নিতো। পেট্রোভিচ্ নিজেই বলে, যে এর চেয়ে ভালো কাপড় আর পাওয়া যাবে না। পেট্রোভিচের কথা অনুযায়ী তারা ভালো শক্ত সাটিন কেনে—যা রেশমের চেয়েও সুন্দর, দামী এবং চক্চকে। দাম বেশি ব'লে বেজীর চামড়ার কথাই উঠে না—এর বদলে বিড়ালের চামড়া পছন্দ করা হলো—দোকানের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে ভালো। দূর থেকে ওটা ঠিক বেজীর চামড়া ব'লেই বোধ হয়। ক্লোকটা বানাতে পেট্রোভিচের দু'সপ্তাহ লাগে। অত বাঁধন না লাগলে তার খানিকটা কম সময় লাগতো। কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক চাইলো সে। সে কম নিতে পারে না—কারণ সিল্কের সুতো দিয়ে দুসার করে ওটা আগাগোড়া তৈরী। পেট্রোভিচ্ দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ওকে নানা প্যাটার্ন করে।

সেদিন দিনটা মনে করা কষ্ট—কিন্তু আকাকিভিচের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিন—যেদিন পেট্রোভিচ্ শেষ পর্যন্ত তার জামাটা বাড়ীতে নিয়ে আসে। তখন সময়টা সকাল বেলা—আকাকিভিচ্ সাধারণত যখন আফিসে যায় তার একঘণ্টার একটু আগে। ওর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হতো না—কারণ, সেদিনই প্রবল তুষারপাত হয়, আর আবহাওয়া যে আরও ঠাণ্ডা হবে তার সব লক্ষণই ছিলো। পেট্রোভিচ

নিজেই ক্লোকটা নিয়ে আসে—ভাল দরজি যা' ক'রে থাকে। আকাকিভিচ তাকে আর কোনদিন এমন গাম্ভীর্য অবলম্বন করতে দেখেনি। যে কাজ তাকে পুরোণো জামা মেরামত থেকে নতুন জামা বানানোর দরজিতে তাকে উন্নীত করেছে, সেদিন এ সম্বন্ধে বোধ হয় সে সম্পূর্ণ চেতনশীল ছিলো। রুমালে জড়ানো ক্লোকটা সে রুমাল থেকে তুলে নিলে। ওটা (রুমালটা) সদ্য কাচিয়ে আসার পর সে নিজের ব্যবহারের জন্য পকেটে তুলে রেখেছিলো। ক্লোকটা তুলে নিয়ে গর্বোন্নত দৃষ্টিতে সে ওর দিকে চায়। তারপর দু'হাত দিয়ে ধরে ওটাকে দক্ষতার সাথে আকাকিভিচের কাঁধের উপর ফেলে দেয়—পেছনের দিকে পালিশ করে দেয় ঘসে ঘসে এবং শেষে নিপুণভাবে আকাকিভিচের গায়ে ওটা পরিয়ে দেয়। বয়সের কথা চিন্তা করে আকাকিভিচ হাতায় হাত ঢুকিয়ে পরবার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। হাতায় হাত ঢুকাতে পেট্রোভিচ ওকে সাহায্য করে। নিজের হাতের কাজের প্রশংসা করে পেট্রোভিচ্ দাম যে কম নিয়েছে একথাটা বলবার সুযোগ ছাড়ে না—কারণস্বরূপ বলে যে, সে আকাকিভিচকে অনেকদিন ধরে জানে—তা ছাড়া সে একটা বাজে রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডহীন অবস্থায় বাস করে বলেই কম দাম নিয়েছে। নেভস্কী প্রস্পেক্টের দরজি হ'লে কাজটার জন্যই শুধু পঁচাশি রুবল চার্জ করতো। ওকথা আলোচনা করার আকাকিভিচ্এর ইচ্ছা ছিলো না। এমন কি অতগুলো টাকার কথা যা বলতে পেট্রোভিচ্ ভালোবাসতো তা ওকে আতঙ্কিত ক'রে তোলে। সে ওকে টাকা দিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে তার নতুন জামা প'রে আফিসে রওনা হয়। পেট্রোভিচ্ তার পেছন পেছন যায়। জামাটার প্রশংসা করবার জন্য রাস্তায় থামে, তারপর সঙ্কীর্ণ একটা গলি দিয়ে ছুটে রাস্তার অন্য পাশে যায় যাতে ক্লোকটার সামনের দিক থেকে দেখতে পায়। ইতিমধ্যে আকাকিভিচ প্রফুল্ল মনে অনেকটা এগিয়ে চলে। প্রতি

মুহূর্তে সে অনুভব করছিলো যে তার কাঁধের ওপর নতুন ক্লোকটা আছে। মাঝে মাঝে অন্তরের আনন্দে হাসছিলো সে। দুটো সুবিধা এসেছে জামাটার সাথে—প্রথমত ওটা গরম, দ্বিতীয়ত ওটা পরাতে ওর মনে একটা তৃপ্তির ভাব দিচ্ছে। রাস্তার দিকে না তাকিয়েই সে অফিসে এসে পৌঁছয়। ক্লোকটা খুলে পরীক্ষা করে সে ভৃত্যের হাতে ওটা দেয়। ওকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলে, ওটার উপর যেন বিশেষ নজর রাখে। স্বভাবতই অফিসের সকলে আকাকিভিচের নতুন ক্লোকের কথা, এবং পুরানো ড্রেসিং গাউনটার অন্তর্ধান হবার কথা শোনে, এবং প্রত্যেকেই হলে ছুটে আসে ওটাকে দেখবার জন্য। সকলেই প্রশংসা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ জানায়। প্রথমটা আকাকিভিচ্ একটু হাসে, পরে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং যখন সকলে জিদ ধরে যে এই উপলক্ষ্যে উৎসব করবার জন্য তাকে একটা পার্টি দিতে হবে, তখন আকাকিভিচের মাথা ঘুরে যায় একেবারে এবং বুঝতে পারে না সে কি বলবে এবং কি করে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করবে। মুখটা তার লাল হয়ে উঠে এবং বলতে উদ্যত হয় সে যে ওটা আদৌ নতুন ক্লোক নয়, ওটা কিছুদিন আগের,—তখন ওদের মধ্যে একজন, বড়কর্তার সহকারী, সে যে ফতো বাবু নয় এটা দেখাবার জন্য বলেন, "আচ্ছা, বেশ, দেখুন, আজ রাতে আমি আর আকাকিভিচ একটা পার্টি দেবো। আমার বাড়ীতে চা খেতে আসবেন আপনারা সবাই, আজ আমার বাড়ীতে একটা পর্বও আছে।"

অন্যান্য কেরাণীরা তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধন্যবাদ জানায় এবং সহজেই তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে।/ আকাকিভিচ্ প্রত্যাখ্যান ক'রতে উদ্যত হয়—কিন্তু ওরা বলে যে, ওটা অসভ্যতা এবং নির্লজ্জতা এবং ওরকম কিছু হবে। সুতরাং অন্য কোন উপায় না থাকাতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে হয়। শীগগিরই সে একটু আরাম বোধ করে যে সে তার ক্লোকটা সন্ধ্যেবেলা পড়তে পারবে। দিনটা আকাকিভিচের কাছে

স্মরণীয়। উৎফুল্ল মনে সে বাড়ীতে আসে, জামাটা খুলে সে সাবধানে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। আর একবার ওর কাপড় এবং সেলাই পরীক্ষা করে দেখে। পুরোনো ক্লোক্‌টা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখে দুটোকে—না হেসে সে থাকতে পারে না—পার্থক্যটা এতই বেশি! দুপুরে খাবার সময়েও সে মাঝে মাঝে ড্রেসিং গাউনের অবস্থাটা মনে করে হাসে। খাওয়া শেষ হ'লে সে কাগজপত্র নকল করতে না বসে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বিছানায় শুয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে সে ক্লোক্‌টা পড়ে রাস্তায় নেমে আসে। ......প্রথমটায় সে কতকগুলো অন্ধকার আর নির্জন রাস্তা ধরে চলে, কিন্তু সেই কেরাণী ভদ্রলোকের বাড়ী এগিয়ে আসার সাথে সাথে রাস্তাগুলো উজ্জ্বল এবং সজীব হ'য়ে উঠে। অনেক লোক চল্‌চে রাস্তায়—তাদের মধ্যে সুন্দর হাল ফ্যাসানের পোষাকপরা মেয়ে এবং লোমওয়ালা কলারতোলা জামাপরা অনেক ভদ্রলোক রয়েছে। একজনও ওছা লোক নেই আসে পাশে। লাল মখমলের টুপিপরা স্মার্ট ড্রাইভার ভালুকের কম্বলে গায়ে গা ঢেকে রংকরা স্লেজ নিয়ে ছুটছে বরফের উপর দিয়ে। চাকার কড় কড় শব্দ—সুন্দর গাড়ীর বসবার আসনগুলি। আকাকিভিচ সব জিনিসের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। অনেক বছর ধরে সে রাতে বাড়ীর বের হয়নি।

অবশেষে সে সেই বাড়ীতে এসে পৌঁছয়। কেরাণীটি বেশ জাকজমকের সাথেই থাকেন। সিঁড়ির উপর একটা আলো ছিল। ফ্ল্যাটটা দোতালায়। ঘরে ঢুকতেই সারি সারি চটির সম্মুখীন হয় আকাকিভিচ্‌। তাদের মধ্যে মেঝের মাঝখানটায় সামোভার (একরকম পানীয়) টগবগ করে ফুটছিল। পাশের ঘর থেকে মিলিত স্বরে চীৎকার উঠছে। দরজা খোলার সাথে সাথে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একজন ভৃত্য একটা ট্রে ভর্তি খালি গ্লাস নিয়ে বাইরে বেরোয়। নিমন্ত্রিতের দল তা হলে স্পষ্টই এসেছে, এবং প্রথম কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। জামাটা ঝুলিয়ে

রেখে আকাকিভিচ ঘরে ঢোকে। মানুষ, চুরুটের পাইপ, মোমবাতি, তাসখেলার টেবিল তার চোখে ঝলমল ক'রে উঠে, এবং চারিধারের চীৎকার আর চেয়ার টানার শব্দে তার কানে তালা লেগে যায়। কি ক'রবে ঠিক না পেয়ে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘরের মাঝখানে থেমে যায়—কিন্তু দলের নজরে তখন সে পড়ে গেছে। উচ্চস্বরে তাকে সম্বর্ধনা করা হয়—প্রত্যেকে হলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার ক্লোকটাকে দেখতে থাকে। তাসের টেবিলের অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণে শীগগিরই ওর এবং ওর ক্লোকের কথা সবাই ভুলে যায়। ওই গোলমাল, ওই জনতা, ওই কথাবার্তা সব ওর কাছে অপূর্ব মনে হয়। তার হাত, তার পা, সাধারণ ভাবে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বটাকে নিয়ে, সে কি করবে বুঝে ওঠে না। তাসের টেবিলে গিয়ে সে বসে, তাস আর খেলোয়ারদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, এবং শীগগিরই হাই তুলতে আরম্ভ করে। অবসাদ বোধ করতে থাকে সে, কারণ অন্যান্য দিন বহুক্ষণ আগেই সে শুয়ে পড়ে। গৃহকর্তার কাছ থেকে সে বিদায় নিতে চেয়েছিলো, কিন্তু অন্যান্যরা তাকে যেতে দেবে না, তারা বলে নতুন ক্লোকের উদ্দেশ্যে তারা শ্যাম্পেন পান না করে ছাড়বে না। এক ঘণ্টা বাদে খাবার দেওয়া হয়—ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস, পিঠে, শ্যাম্পেন। আকাকিভিচ দু'গ্লাশ টানতে বাধ্য হয়। এর পরে ঘরের সব কিছুই উজ্জ্বল বলে বোধ হতে আরম্ভ করে। তবু সে ভুলে নি যে, রাত বারোটা বেজে গেছে, এবং অনেক আগেই তার বাড়ী ফেরা উচিত ছিলো। গৃহস্বামী তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে এই আশঙ্কায় সে নিঃশব্দে ঘর থেকে সরে পড়ে এবং তার ক্লোকের খোঁজ করতে যায়—দুর্ভাগ্যক্রমে সেটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে সে দেখলে। সেটাকে ঝেড়ে প্রতিটি ধুলোর কণা ফেলে দিয়ে সে ওটা গায়ে দেয় এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। বাইরে তখনও আলো ছিলো। ছোট ছোট দু'একটা দোকান তখনও খোলা ছিলো—সেগুলো যত সব ছোট-

লোকের আড্ডা। যেগুলো বন্ধ ছিলো সেগুলো থেকেও আলো বেড়িয়ে আসছিলো। সেখানে চাকর এবং চাকরাণীরা নিঃসন্দেহে তাদের প্রভু অথবা কর্ত্রীদের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো—এদের স্থান বাস সম্বন্ধে প্রভুরা অজ্ঞ ছিলেন। বেশ প্রফুল্ল মনে আকাকিভিচ এগিয়ে চলে। সে তাড়াতাড়ি ছুটতে যাবে এমন সময় হঠাৎ একজন মেয়েলোক কোথা থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। ওর শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হঠাৎ সজীব বলে মনে হয়। আকাকিভিচ থেমে যায়, তারপর ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে—ভেবে অবাক বোধ করে যে কি করে সে এত দ্রুত চলেছিলো। শীগগিরই সে নির্জন বাসস্থানগুলোর কাছে পৌঁছয়—যেগুলো দিনের বেলায়ও জনশূণ্য থাকে। আরও অন্ধকার এবং নির্জন বলে মনে হয় ওগুলোকে। রাস্তার আলো বহু দূরে দূরে দু একটা করে। তেল স্পষ্টই নিঃশেষে পুড়ে গেছে। কাঠের ঘরগুলো এবং বেড়া দেখা যায়—কিন্তু জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। মাটীর ওপর বরফগুলো অন্ধকার নিস্তব্ধ ছোট ঘরগুলোর শান্তির ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চক্ চক্ করছিলো শুধু। বড় একটা পার্কের সামনে সে এসে উপস্থিত হয়—পার্কের ওধারের বাড়ীগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছিলো। স্থানটা ভয়ঙ্কর নির্জন এবং জনশূণ্য। দূরে সেন্ট্রী বক্সের (পাহাড়াওয়ালার ঘর) মধ্যে একটা আলো জ্বল জ্বল করছিলো—মনে হচ্ছিলো যেন দূরে বহুদূরে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে ওটা। আকাকিভিচের সাহস কমে আসে। আশঙ্কিত চিত্তে সে পার্কটা পাড়ি দিতে থাকে—মনের মধ্যে কেমন একটা বিপদের আভাস জেগে ওঠে। তার দৃষ্টি আশেপাশে ঘুরতে থাকে—যেন মহাসাগরের মধ্যে পড়েছে সে। "নাঃ, চোখ বন্ধ করে রাখাই ভালো", সে ভাবে এবং চোখ বুজে হাঁটতে থাকে। পার্কের অপর পারে এসেছে কিনা দেখবার জন্য যখন সে চোখ খুলে তখন দেখতে পায় যে সে একজন গোঁফওয়ালা লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট তাকে দেখা যায়

না—চোখের সামনে যেন কুয়াসা ভেসে ওঠে—বুক আকাকিভিচের ধক ধক্ করতে থাকে।

"ক্লোকটা আমার!"—বজ্রের মত গম্ভীর স্বরে সে বলে এবং ওর কলার চেপে ধরে। আকাকিভিচ সাহায্যের চীৎকার করতে গিয়ে যেমনি মুখ খুলতে যাবে অমনি প্রকাণ্ড একটা ঘুসি এসে সেখানে পড়ে। একজন ভয় দেখিয়ে তখন বলে "এতো সাহস তোমার!"

আকাকিভিচ বোঝে যে ক্লোকটা তার খুলে নেওয়া হচ্ছে—তারপর একটা লাথি খেয়ে পেছনে বরফের মধ্যে সে ছিটকে পড়ে, তারপর .....তারপর সে আর কিছু জানে না। কয়েক মিনিট বাদে জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তার শরীর এবং ক্লোকটাও উধাও হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সে সাহায্যের জন্যে খুব জোরে জোরে চীৎকার করতে থাকে—কিন্তু তার স্বর এত জোর হচ্ছিলো না যাতে পার্কের আর এক প্রান্ত থেকে শোনা যেতে পারে। বেপরোয়া হয়ে এবং উন্মত্তভাবে চীৎকার করতে করতে সে পার্কের ভেতর দিয়ে সোজা সেণ্ট্রী বক্সের দিকে ছোটে—সেখানে একজন পুলিশ বন্দুকের উপর ভর দিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলো কোন হতভাগা ওর দিকে ছুটে আসছে! আকাকিভিচ ওর দিকে ছুটে যায় এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ওকে গাল দিতে থাকে যে ও ডিউটী না করে সেণ্ট্রী বক্সের ভেতর ঘুমাচ্ছে। পাহারা-ওয়ালা বলে যে দু' জন লোক শুধু ওকে পার্কের মধ্যে থামিয়েছিলো, কিন্তু ওর বন্ধু ভেবে সে আর নজর দেয়নি। সে বলে যে ওকে শুধু শুধু না বকে যেন ও কাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যায়—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ক্লোকটা বের করতে ওকে সাহায্য করতে পারেন। শোচনীয় অবস্থায় আকাকিভিচ বাড়ী পৌছয়। তার চুল—যেটুকুও মাথা আর ঘাড়ের দিকে ছিলো—আলুথালু হয়ে গিয়েছিলো, আর কাপড় হয়েছিল বরফে মাখানো।

জোরে জোরে ধাক্কা দিলে গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে হুড়োহুড়িতে এক পাটি স্লিপার ফেলেই এবং কুণ্ঠিতভাবে নাইট ড্রেসটা বুকের ওপর ধরেই দোর খুলে দিতে আসে। আকাকিভিচকে দেখে আতঙ্কে সে এক পা পিছিয়ে যায়। ঘটনাটা তাকে বোঝালে সে হাত ছুঁড়ে ওর পরিচিত একজন ইন্‌স্পেক্টারের কাছে ওকে যেতে উপদেশ দেয় - সেণ্ট্রীবক্সের সেই পাহারাওয়ালাটা সম্ভবত কিছুই করবে না। তার পূর্বতন পাচিকা অ্যানা এখন ওই ইনস্পেক্টারের পরিবারের নার্স। বাড়ীটির পাশ দিয়ে যাবার সময় সে প্রায়ই ওকে দেখে থাকে— প্রতি রবিবারে চার্চেও ওকে দেখতে পায়। প্রার্থনা বলবার সময় তিনি সকলের উপরই সদয় দৃষ্টি বুলিয়ে থাকেন, এবং নিশ্চয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক তিনি। ওর কাছ থেকে সমস্যার মীমাংসার উপায় শুনে আকাকিভিচ বিমর্ষভাবে নিজের ঘরে যায়। শুধু যারা পরের দুঃখ বুঝতে পারে তারাই বুঝতে পারবে কি ভাবে ওর রাতটা কাটে। পরদিন ভোরে উঠেই সে ইন্‌স্পেক্টারের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়, এবং গিয়ে শুনতে পায়, তিনি তখনও শুয়ে। এগারোটার সময় আবার সেখানে গিয়ে শোনে যে তিনি বাড়ীতে নেই। দুপুরের খাবারের সময় ফের সে যায়, কিন্তু কি জন্যে সে এসেছে তা না জেনে কেরাণীরা তাকে ঢুকতে দেবে না। শেষে তার ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে যায়—আকাকিভিচ স্থিরভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করে এবং জীবনে সর্বপ্রথম তীব্রভাবে বলতে থাকে যে সে নিজেই ইন্‌স্পেক্টারের সাথে দেখা করতে চায়—গবর্ণমেণ্টের কোন কাজের জন্যই সে কোন 'ডিপার্টমেণ্ট' থেকে এসেছে এবং তাকে ঢুকতে নিষেধ করা চলবে না, এবং যে তার কাজে বাধা দেবে তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে, এবং এইরকম মর্মে সব কথাবার্তা সে বলে। এ কথার উপর কেরাণীদের বলবার আর কোন কথা থাকে না, এবং তাদের একজন ইন্‌স্পেক্টারের কাছে যায়। ইন্‌স্পেক্টার সন্দিগ্ধভাবে ক্লোক চুরির গল্পটা শোনেন। ঘটনাটার

আসল বিষয়টার উপর মনোযোগ না দিয়ে তিনি আকাকিভিচকে নানা রকম প্রশ্ন করেন—কেন সে অত দেরীতে বাড়ী ফিরেছিলো? সে কি কোন খারাপ জায়গায় গিয়েছিলো? আকাকিভিচ এমন বিব্রত হয়ে পড়ে যে, সে তার ক্লোকের ব্যাপারটা বলেছে কি বলে নি, এটা ঠিক না করেই সেদিন বিদায় নিয়ে নেয়। জীবনে সর্বপ্রথম সে আফিস যায় না। পরদিন পুরোনো ক্লোকটা পরে সাদা ভুতের মত বেশে সে আফিসে যায়—ওটা আগের চেয়ে আরও শোচনীয় এবং পুরোনো দেখায়।

ক্লোক চুরির ব্যাপারটা তার সহকর্মী বন্ধুদের প্রায় সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে—যদিও এ ব্যাপারেও রসিকতা করবার মত দু'একজনের অভাব ছিলো না। নতুন একটা ক্লোকের জন্য চাঁদা ওঠানো হবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু চাঁদা যা ওঠে তা সামান্যই, কারণ, কেরাণীদের পকেটের ওপর অনেক দাবী ছিলো। ডিরেক্টারের ছবির জন্য চাঁদা দিতে হবে, এবং ডিরেক্টারের এক বন্ধু একখানা বই লিখেছে তার জন্যও চাঁদা—এবং এই রকম আরও আরও। একজন লোক দয়াপরবশ হ'য়ে আকাকিভিচ্‌কে খুব ভালো একটা উপদেশ দেবে ব'লে ঠিক ক'রলে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে তাকে যেতে একেবারে নিষেধ করে দিলে কারণ শুধু ডিপার্টমেণ্টকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যদি পুলিশ জামাটা খুঁজে বের করেও, তা হ'লেও ওটা যে তার এমন অকাট্য কোন প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত সে দাবী ক'রতে পারবে না ওটাকে। তার বদলে সে ওকে কোন একজন বড়লোকের কাছে আবেদন জানাতে উপদেশ দিলে—যিনি ঠিক মত জায়গায় লিখবেন অথবা দেখা করে ব্যাপারটাকে তাড়াতাড়ি ক'রতে বলবেন। অন্য কোন উপায় না দেখে আকাকিভিচ তাঁর কাছে যাওয়াই ঠিক করলে। তিনি কে এবং তাঁর পদমর্যাদা কেমন আজ পর্যন্তও এটা রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে; কিন্তু এটা বলতেই হবে যে ওই বিশিষ্ট লোকটি সম্প্রতিই শুধু বিশিষ্ট হ'য়েছেন, আগে তিনি

নগণ্যই ছিলেন। যা হোক অন্য বড়লোকের সাথে তুলনায় আজও তাঁর প্রতিষ্ঠা অত বেশি নয়; কিন্তু কোন কোন লোক মনে করে, অন্যের চোখে বড় মনে হ'লেই বড় হ'লো। তাছাড়া, এই বিশেষ ব্যক্তিটি নানারকম ভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন—যেমন, আফিসে এলে তাঁর নিম্নপদস্থদের সিঁড়ির ওপর তাঁকে সেলাম ঠুকতে হয়, অথবা, সোজা তাঁর কাছে কোন রিপোর্ট দাখিল করার হুকুম নেই; তাঁর কাছে রিপোর্ট পৌঁছাবার আগ পর্যন্ত কঠিন সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন ক'রতে হয়। কলেজিয়েট্ রেজিষ্ট্রারকে ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীর কাছে রিপোর্ট ক'রতে হয়, ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীকে টাইটুলার সেক্রেটারীর কাছে সেটা পেশ ক'রতে হয়, এবং ঠিকভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অনেকবার এমনিভাবে চলে। এইভাবে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি রাশিয়ায় আজকাল অনুকরণের ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রত্যেক নিম্নপদস্থ ব্যক্তি তার বড় সাহেবকে অনুকরণ করে এবং তাঁর কার্যাবলী অনুসরণ করে।

শোনা যায়, একজন টাইটুলার কাউন্সিলার পদোন্নতি হওয়ার ফলে একটা ছোট বিভাগের কর্তা হন, তিনি অবিলম্বে তাঁর ঘরের একটা অংশ নিজের জন্য পার্টিসন ক'রে নিয়ে "দর্শকদের কক্ষ" নাম দেন। দুজন দারোয়ান উর্দি পরে সেখানে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং কেউ ওই ঘরে ঢুকতে চাইলে—ঘরটা অবশ্য এতটুকু যে একখানা সাধারণ লিখবার 'ডেস্ক'ও আঁটে কি না সন্দেহ—তারা তাকে সেখানে ঢুকাতো। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির আইন-কানুন এমনি রকম আড়ম্বরপূর্ণ—যদিও বলা চলে খানিকটা জটিল। মোটের উপর কঠোরতা হচ্ছে তাঁর ব্যবস্থার চাবিকাঠি।

—"কঠোরতা, কঠোরতা, কঠোরতা"—কোন লোককে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলার আগে, তার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে তিনি প্রথমেই এই কথা বলতেন—যদিও বাস্তবিকপক্ষে কঠোরতা বা কড়াকড়ির

প্রয়োজন খুব কমই ছিলো—তার অফিস ষ্টাফের জনদশেক কেরাণী অহর্নিশি তটস্থ অবস্থায় থাকতো, এবং দূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেলেই কাজ ফেলে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতো—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঘরের মাঝ দিয়ে চলে যেতেন ততক্ষণ তারা বসতোনা। অধস্তন কর্মচারীদের সাথে তার দৈনিক কথাবার্তার সময় একটা রুক্ষ কঠিন আবহাওয়া বিরাজ করতো—এবং সাধারণত তিনটে কথাই তিনি প্রয়োগ করতেন—কেমন করে সাহস ক'রছো? জান, কার সাথে কথা ব'লছো তুমি! বুঝছো, তোমার সামনে কে? অন্তরে তিনি সদাশয় লোক ছিলেন, বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলজনক কোন কাজ সব সময়ই করতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু জেনারেলের পদবী তাঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। একই স্তরের লোকের ভেতর তিনি বেশ অমায়িক ও বুদ্ধিমান্, কিন্তু তার স্তর থেকে এক ধাপ নিচু স্তরের কোনও দলে তিনি একটা কথাও ব'লতেন না এবং তার আচরণ অসঙ্গত হয়ে উঠতো। তাঁর অবস্থা দুঃখই জাগিয়ে তোলে—বিশেষত তিনি যখন বুঝতেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে বেশ আনন্দ পেতে পারেন (অবশ্য উক্ত দলে)। কোনরকম মজার কথাবার্তায় অথবা কোন আড্ডায় যোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা মাঝে মাঝে তাঁর চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠতো, কিন্তু তাঁর মর্যাদার হানি হবার চিন্তা তাঁকে অটল ভাবে সংযত ক'রতো—ফলে তিনি চিরকাল নীরব হ'য়ে থাকতেন, কখনও কখনও দু একটা ছোট কথা উচ্চারণ ক'রতেন। এইভাবে তিনি লোকের কাছে বিরক্তিকর ব্যক্তিরূপেই খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

এইরকম একজন বড়লোকের কাছে আমাদের আকাকিভিচ এক অশুভ এবং অসুবিধাজনক মুহূর্তে এসে হাজির হ'লো। বড়লোকটি তখন তাঁর প্রাইভেট রুমে তাঁর একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে গল্প ক'রছিলেন। বন্ধুটি সবেমাত্র গ্রাম থেকে এসেছেন এবং তাঁকে

তিনি বহুকাল দেখেন নি—এই সময় একজন বাশমাচ্‌কিনের আগমনের কথা ঘোষণা করা হলো।

—"কে সে?"—তিনি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন।

—"একজন সিভিল সার্ভিসের কেরাণী"—উত্তর এলো।

—"ও, তাকে অপেক্ষা করতে বল। এরকম সময় আমি লোকজনের সাথে দেখা করি না।"

এখন এটা বলা দরকার যে বড়লোকটি মিছে কথা বললেন। এই সময়েই তিনি লোকজনের সাথে দেখা করেন। বন্ধুকে বলার কথাও তিনি অনেক আগেই শেষ করেছেন.. এখন তার বন্ধুকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে পাশের ঘরে একজন লোককে বসিয়ে রাখার ক্ষমতা তার আছে। অবশেষে আরও অনেক কথাবার্তার পর আরামদায়ক আর্ম-চেয়ারে বসে চুরুটটা শেষ করে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন,—যে সেক্রেটারী কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো—

—"একজন কেরাণী অপেক্ষা করছে মনে হয়। তাকে আসতে বল।"

—নিরীহ আকাকিভিচ এবং তার পুরোণো পোষাক দেখে তিনি ওর দিকে একেবারে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি কাজ তোমার?" রুক্ষ কঠোর তাঁর গলার স্বর—ওটা তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হয়ে বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত হবার এক হপ্তা আগে বাড়ীতে নিজের প্রাইভেট রুমে একটা আয়নার সামনে অভ্যাস করেছিলেন। ভীরু আকাকিভিচ আরও ঘাবড়ে গেল। তার জিভের ক্ষমতানুযায়ী সে বললে যে, তার একটা নতুন ক্লোক রাহাজানি করে নেওয়া হয়েছে। সে এই আশা নিয়ে এসেছে যে জেনারেল তার জন্যে কিছু করবেন—পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা অন্য কারও কাছে লিখে প্রয়োজনানুসারে চেষ্টা করে

তার ক্লোকটা উদ্ধার করে দেবেন। জেনারেল কোন কারণে তার আচরণকে অমর্যাদাজনক বলে মনে করলেন।

—"মশায়," তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, "এ ব্যাপারে সাধারণ রীতিও কি জানেন না? আমার কাছে সোজা এসেছেন কেন? আপনার এই বিভাগে একটা দরখাস্ত করা উচিৎ ছিলো; সেই দরখাস্ত প্রথমে হেড ক্লার্কের কাছে, তারপরে এই বিভাগের বড় সাহেবের কাছে, তারপরে আমার সেক্রেটারির কাছে এবং শেষে আমার কাছে আসবে"।

—"কিন্তু, মহানুভব", যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিলো সেটুকু সঞ্চয় করে আকাকিভিচ বলে, "আমি স্বেচ্ছায় আপনার কাছেই সোজা এসেছি—কারণ, সেক্রেটারীরা .... ওরকম অপদার্থ সব লোক......"

—"কি, কি, কি?" তিনি জানতে চাইলেন। "এই মনোভাব নিয়ে আপনি এসেছেন? এরকম ধারণা কোত্থেকে জোগাড় করলেন? এইভাবে কি আপনারা—যুবকরা—বয়োজ্যেষ্ঠদেব এবং উৎকৃষ্ট লোকদের দেখেন?"

উনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা সন্দেহ যে আকাকিভিচের বয়স পঞ্চাশের ওপর এবং আশি বছর বয়সের লোকের তুলনায়ই ওকে যুবক বলা যেতে পারে।

—"জানেন কার সাথে কথা বলছেন? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কে জানেন? জানেন কি, আমি জিজ্ঞাসা করি।"

এই সময়ে তিনি রাগে পা ছুঁড়তে থাকেন এবং এমন সপ্তমে তাঁর গলার স্বর চড়ান যে আকাকিভিচের চেয়ে একটু কম সাহসী লোক হলেও ভয়ে কাঁপতে থাকতো। আকাকিভিচ কিন্তু একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে—তার শরীরটা সামনে এবং পিছনে দুলতে থাকে। একজন আর্দালি ধরে না ফেললে সে মেঝের ওপর পড়েই যেতো। অচেতন অবস্থায় আকাকিভিচকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহৎ ব্যক্তিটি তাঁর কাজের ফল দেখে সন্তুষ্ট হয়ে

এবং যা তার চরম প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একটা কথায় যে একটা লোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—এই চিন্তায় মাতাল হয়ে তার বন্ধুর মুখের দিকে চাইলেন—উদ্দেশ্য যে তার বন্ধু এই দৃশ্য কেমন উপভোগ করলেন লক্ষ্য করা। তিনি অবশ্য লক্ষ্য করলেন, এবং একটু আনন্দের সাথেই যে, তাঁর বন্ধুও তাঁকে প্রায় ভয় করছেন বলে মনে হচ্ছে।

আকাকিভিচ মনে করতে পারে না কি করে সে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলো। তার হাতপায়ে কোনো বোধশক্তি ছিলো না। কোন জেনারেলের কাছ থেকে জীবনে সে এমনি ভাবে তিরস্কৃত হয় নি, —এবং এরকম একজন অদ্ভুত রকম জেনারেল!! সে হু হু করা বাতাসের মাঝ দিয়ে হা করে তার পথ এগোবার চেষ্টা করছিলো। সেন্ট পিটার্সবার্গের পথে সাধারণত বাতাস সব দিক দিয়ে আসতে থাকে, সব রাস্তা সব গলি দিয়ে তীক্ষ্ণতমভাবে ওগুলো ছুটে আসে। ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগে আকাকিভিচের গলা ফুলে উঠে জ্বলতে থাকে, এবং বাড়ী পৌঁছনর পর তার গলা দিয়ে রা-ও বেরোয় না। সোজা বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়ে। তিরস্কার কখনও কখনও এমনই [illegible] ফল ফলিয়ে দেয়! পরদিন তার ভয়ানক জ্বর হয়। সেন্টপিটার্সবার্গের আবহাওয়ার কল্যাণে রোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত বেড়ে যায়। ডাক্তার এসে নাড়ী দেখার পর করবার আর কিছুই থাকে না। সুতরাং তিনি সেক দিতে বলেন—উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, যাতে কেউ না বলে যে রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ওসব সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার তার অবস্থা নিরাশ বলে প্রকাশ করেন, এবং গৃহকর্ত্রীর দিকে ফিরে বলেন, আপনি বরং যত শীগগির সম্ভব একটা পাইন কাঠের কফিন আনতে বলুন, ওকের কফিন ওর অবস্থায় কুলোবে না।"

এই সব ভয়ঙ্কর কথা কি আকাকিভিচ শুনতে পেয়েছিলো ? শুনলে তার মনের অবস্থা কি হতো ? তার হতভাগ্য জীবনের জন্য কি সে অনুতাপ করতো ? কেউই বলতে পারে না , কারণ আকাকিভিচ তখন ভুল বকছিলো। তার চোখেব সামনে প্রেতছায়া ক্রমেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ফুটে উঠছিলো। কখনও সে দেখছিলো পেট্রোভিচকে—তার কাছে সে অর্ডার দিচ্ছিলো একটা ক্লোকের...ক্লোকের মধ্যে চোরের জন্য কতকগুলো অদ্ভুত ফাঁদ থাকবে! চোবগুলো যেন বিছানার নিচে রয়েছে। আকাকিভিচ চীৎকার করে এসে গৃহকর্ত্রীকে বিছানার চাদরের মধ্য থেকেই একটা চোরকে টেনে বের করতে বলছিলো। কখনও সে জিজ্ঞাসা করছিলো তার নতুন ক্লোকটা থাকতে কেন পুরোনো ক্লোকটা ওখানে ঝুলছে। কখনও সে কল্পনা করছিলো যে সে সেই জেনারেলের সামনে থেকে তার গালি শুনছে, বিড় বিড ক'রে ব'লছিলো সে, "আমি দুঃখিত, ধর্মাবতার!" এবং পরে এমন সব শপথ ক'রছিলো যাতে সেই বুড়ী গৃহকর্ত্রীকে তাড়াতাড়ি ক্রুশ্ আঁকতে হচ্ছিলো। আকাকিভিচকে ও রকম ভাষা প্রয়োগ করতে সে কোনদিন শোনে নি—বিশেষ করে "মহানুভব" ইত্যাদি কথা। পরে যে সব কথা সে বলছিলো তার কোন অর্থই হয় না—শুধু এটুকু সুস্পষ্ট হয়েছিলো যে, তার প্রলাপ 'ক্লোক'কে কেন্দ্র ক'রেই চ'লছিলো। শীগ্‌গিরই হতভাগ্য আকাকিভিচের শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। তার ঘর কিংবা জিনিসপত্র কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা ছিলো না—কারণ, প্রথমত তার কোনই উত্তরাধিকারী ছিলো না, দ্বিতীয়ত রেখে খাবার মত জিনিস তার সামান্যই ছিলো। এই সমস্ত জিনিস নিয়েই তার সম্পত্তি—এক বাণ্ডিল কলম, এক দিস্তা গবর্ণমেণ্ট কাগজ, তিনজোড়া মোজা, তার ট্রাউজারের দুটো তিনটে বোতাম এবং সেই পরিচিত ড্রেসিংগাউন। ভগবান জানেন কে সে সবের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। স্বীকার করবো

যে, আমাকে যিনি গল্পটা ব'লেছিলেন ও প্রশ্নে তাঁর কোন কৌতূহল ছিলো না। আকাকিভিচকে কবর দেওয়া হলো। সেণ্টপিটার্সবার্গ আকাকিভিচ-শূন্য হয়ে পড়লো—যেন কোনদিনই তার অস্তিত্ব ছিলো না। এইভাবে একটা জীব অবাঞ্ছিত ও অনাদৃত অবস্থায় বিদায় নিয়ে গেলো। একজন প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞের কৌতূহলও সে জাগিয়ে তুলতে পারে নি—সাধারণ একটা মাছির ব্যবচ্ছেদেও ওরা এর চেয়ে বেশী কৌতূহল পোষণ করে থাকে। এমন একটি জীব সে, যে বিনীতভাবে তার সহকর্মীদের ঠাট্টা বিদ্রূপের কাছে নতি স্বীকার ক'রেছিলো—এবং জীবনের শেষ অবধি যার কাছে কোন রকমের গুরুতর ঘটনাই ঘটে নি—শুধু শেষে, সামান্য একটু সময়ের জন্য, একটা ক্লোকের আস্বাদে তার জীবনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো—এবং ক্লোকটা তার জীবনে এমন একটা বিরাট বিপর্যয় এনে দিলো যে, তাতে মনে হলো সে যেন পৃথিবীর বিরাট ব্যক্তিদেরই একজন।

চারদিন পরে অফিস থেকে একজন পিওন এসে হাজির। সে বললে, কর্তা তাকে বার বার করে কাজে যোগ দিতে বলেছেন, কিন্তু পিওন আকাকিভিচ ছাড়াই চলে গেলো, এবং ফিরে গিয়ে বললো, "তিনি আর কোনদিন আসবেন না"।

"কেন?" প্রশ্ন ক'রলে, সহজভাবে সে উত্তর দিলো—"কারণ, তিনি মারা গেছেন, চারদিন আগে তাঁর কবর দেওয়া হ'য়ে গেছে।"

এইভাবে আকাকিভিচের মৃত্যু সংবাদ অফিসে পৌঁছয়। পরদিন একজন নতুন কেরাণী তার জায়গায় বসে। লোকটা আকাকিভিচ থেকে লম্বা; তার লেখা ওর মত সোজা অথবা নির্দোষ নয়—হেলান এবং বাঁকা-ট্যারা।

কে বিশ্বাস ক'রতে চাইবে যে এ-ই আকাকিভিচের শেষ নয়, এবং তার ছায়াময় বর্ণহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য সে মৃত্যুর পর

কয়েকদিনের জন্য খ্যাতি অর্জন ক'রবে! কিন্তু সেটা সত্যিই ঘটেছিলো, এবং আমাদের সামান্য গল্পটা তাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা অদ্ভুত পরিণতি লাভ করল। সারা সেণ্টপিটার্সবার্গে হঠাৎ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কালিঙ্কিন ব্রিজ এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে সিভিল সার্ভিস কেরাণীর বেশে একটা ভূত রাত্রে একটা অপহৃত ক্লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই অছিলায় সে যে কোন পথিকের কাঁধ থেকে 'ক্লোক' ছিনিয়ে নেয়—তা' সে যে কোন পদবী বা মর্যাদার লোকই হ'ক না কেন। একজন কেরাণী স্বচক্ষে সেই ভূতটাকে দেখেছে এবং আকাকিভিচকে সে চিনতে পেরেছে। এত ভয় হয়েছিলো তার যে সে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে পালিয়েছে—ফলে, ভূতটাকে সে ভালো ক'রে দেখতে পায় নি। দূর থেকে শুধু দেখেছে যে ভূতটা তার দিকে আশঙ্কাজনকভাবে তর্জনী নাড়ছিলো। অসংখ্য অভিযোগ চারিদিক থেকে আসতে থাকে—শুধু টাইটুলার কাউন্সিলারদের কাছ থেকেই আসে না—ভূতের জন্য যাদের কাঁধ খালি হ'য়ে গিয়েছিলো, তাদের কাছ থেকেও আসে। পুলিশ তাকে যে কোন ভাবে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরবে বলে সাব্যস্ত করে, এবং তাকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হবে যাতে সেটা অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ'য়ে থাকে। তারা প্রায় কৃতকার্য হ'য়েছিলো। কিরুস্‌কিন্ ষ্ট্রীটে একটা কনষ্টেবল্ অপরাধে লিপ্ত অবস্থায় ভূতটার কলার ধরে ফেলল—যেমন সে আগে বৃদ্ধ গায়ক এবং ফ্লুটপ্লেয়ার'দের কাঁধ থেকে ক্লোক্ ছিনিয়ে নিতো। কনষ্টেবলের চীৎকারে আরও দুজন কনষ্টেবল্ এসে পড়ে। সে তাদের বন্দী ভূতটাকে ধরতে ব'লে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নাকটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলবার জন্য বুটের ভেতর থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নেয়। কিন্তু নস্যিটা এমনই কড়া যে ভূতের কাছেও সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। কনষ্টেবল্‌টা সবেমাত্র তার ডান নাকটা বন্ধ করেছে, অমনি ভূতটা এতো জোরে হেঁচে ওঠে যে তিনজন

কনষ্টেবলের চোখেই নস্যি ঢুকে যায়। হাত তুলে চোখ রগড়াতেই ভূতটা এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যে তাদের সন্দেহ হয়, তারা সত্যিই ওকে ধরেছিলো কি না। সেই রাত থেকে সমস্ত পুলিশ ভূতের ভয়ে এমন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে যে তারা জীবন্ত কোন লোককে ধরতেও ভয় পেয়ে যায় এবং কোন অপরাধীকে দেখলে দূর থেকেই বলতো, “শান্তভাবে চ'লে যাও!” তারপর সেই ভূতটা কালিঙ্কিন ব্রিজ থেকেও দূরে যেতে আরম্ভ ক'রে ভীতু লোকদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে।

কিন্তু যিনি আমাদের এই সম্পূর্ণ সত্য গল্পটাকে একটা আজগুবি রূপ দেওয়ার হেতু সেই বড়লোকটির কথা আমাদের ভুললে চলবে না। একটুখানি ন্যায়ের অনুভূতি আমাকে ব'লতে বাধ্য করে যে, সেই হতভাগ্য নিষ্পিষ্ট লোকটি চলে যাবার পর সেই মহান ব্যক্তিটি একটুখানি দুঃখ বোধ করেন। দুঃখটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। অন্তরে করুণার ভাবকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু তাঁর পদমর্যাদা তার প্রকাশে বাধা জন্মাতো। বন্ধু চলে গেলেও হতভাগ্য আকাকিভিচের কথা তাঁর মনে হ'লো—এবং তারপর থেকে প্রতিদিনই সেই দুর্ভাগ্য—যে তাঁর তিরস্কারের ফলেই অচেতন হ'য়ে গিয়েছিলো,—তার ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতো। তার চিন্তায় তিনি এতই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন যে, এক হপ্তা বাদে তার একজন কেরাণীকে ওর পরিচয় সংগ্রহ ক'রতে এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য কিছু করা যায় কিনা সেটা জানতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি হতভম্ব হ'য়ে যান, এবং সারাদিন ধরে গভীর অনুশোচনা করেন। একটু অন্যমনস্ক হবার জন্য এবং ওই অপ্রীতিকর চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি সেই দিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাড়ীতে যান।

বন্ধুর বাড়ীতে বেশ প্রীতিকর আড্ডা জমেছে জেনারেল দেখতে পেলেন। তার নিজে স্তরের লোকই ভরা—তাই, আনন্দ করবার আর কোন বাধা ছিলো না। অবস্থাটা তার মনের ওপর একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রলে। কথাবার্তায় তিনি সম্পূর্ণ অমায়িক এবং প্রীতিকর হ'য়ে উঠলেন, এবং বলতে কি বেশ একটা আনন্দদায়ক সন্ধ্যা তিনি কাটালেন।.... তিনি পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসায় সুখী হলেও সহরের আর একপ্রান্তে একজন বান্ধবী থাকা অন্যায় বলে মনে করেন নি। সেই বান্ধবী তার স্ত্রীর চেয়ে ছোটও নন, অথবা সুশ্রীও ন'ন। কিন্তু এই সমস্ত কিছু কিছু অসামঞ্জস্য পৃথিবীতে থাকবেই, যার কারণ কেউ খতিয়ে দেখাতে পারে না। এইরূপে আমাদের বিখ্যাত ব্যক্তিটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে শ্লেজে উঠে বসে কোচম্যান্‌কে ক্যারোলিন আইভ্যানোভনার বাড়ীতে যেতে বলে দিলেন। তাঁর গরম দামী ক্লোক দিয়ে তিনি গা ঢেকে নিলেন এবং রাশিয়ানদের আরামদায়ক একরকম বিশিষ্ট ভঙ্গিতে নিজকে এলিয়ে দিলেন। পূর্ণ সন্তোষে অতিবাহিত সুন্দর সন্ধ্যাটার কথা তিনি মনে করলেন—মনে পড়লো সেই হাসি ঠাট্টার কথা—যা সেই ছোট চক্রটিকে আমোদিত করেছিল...তার দু' একটা তিনি ফিস্ ফিস্ ক'রে আওড়ালেনও, এবং দেখতে পেলেন সেসব আগের মতই ভালো লাগছে। স্নিগ্ধ মধুর আনন্দে তিনি হাসিলেন।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে তাঁকে উদ্বাস্ত ক'রে তুলছিল—মনে হচ্ছিলো বাতাসের ফলা যেন তার মুখে কেটে কেটে বসছে—মুঠো মুঠো তুষার উড়িয়ে নিয়ে আসছে বাতাস কখনো ; কখনও তার ক্লোকটাকে পালের মতো উড়িয়ে দিচ্ছে অথবা সেটাকে ঝাপটা মেরে এনে ফেলছে ওর মাথার ওপর—ফলে তার হাত থেকে মুক্ত হ'তে তাঁকে ক'ম বেগ পেতে হচ্ছিলো না। ঠিক সেই সময়ে তাঁর মনে হলো যেন কে তাঁর কলার ধরে প্রচণ্ডভাবে টানছে, ফিরেই তিনি দেখলেন লোমওয়ালা

পুরনো ক্লোকপরা একটা অল্পবয়েসী লোক—আতঙ্কের মধ্যে আকাকাভিচ ব'লে ওকে চিনতে পারলেন তিনি। তাঁর মুখ বরফের মত সাদা হ'য়ে গেলো—তাঁকেও ভূত বলে মনে হচ্ছিলো। তাঁর আতঙ্ক চরমে পৌছয় যখন তিনি দেখলেন যে সে মুখ খুলছে। তিনি তার পৈশাচিক নিঃশ্বাস অনুভব ক'রলেন এবং তাকে এই কথাগুলো বলতে শুনলেন, হাঃ হাঃ শেষে তোমাকে আমি পেয়েছি! শেষ পর্যন্ত তোমার কলার ধরেছি! তোমার ক্লোকটাই আমি চাই! আমার ক্লোকটা উদ্ধার করবার জন্য তুমি সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলে—উপরন্তু গালও দিয়াছিলে। এখন তুমি তোমার ক্লোকটা দাও।" হতভাগ্য বিশিষ্ট লোকটি আতঙ্কে প্রায় মরার জোগাড়। অফিসে তিনি একজন শক্তিশালী লোক, শক্তিমান সাধারণ অধস্তন কর্মচারীদের তুলনায়। তার পুরুষোচিত আকারের দিকে চেয়ে যে কেউ বলতো, "কি সুন্দর বলিষ্ট লোকটা!" বর্তমানে অন্যান্য অনেক বাহ্যিক সাহসী লোকদের মত এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি যে হার্ট আক্রান্ত হবে বলে তাঁর আশঙ্কা হলো। কাঁধের ওপর থেকে ক্লোকটা ফেলে দিয়ে বিকৃতস্বরে কোচম্যানকে চীৎকার করে বললেন, "বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাও—যত শীগগির সম্ভব"।

কোচম্যান সেই কণ্ঠস্বর শুনে—যে কণ্ঠস্বর সাধারণ সময়েই আতঙ্কজনক—তার কোটের কলারের মধ্যে মাথা টেনে নিয়ে চাবুক ঘুরিয়ে বায়ুগতিতে ছুটে চলে। পাঁচ ছ মিনিটের মধ্যেই তিনি নিজের বাড়ীর দরজায় পৌছে যান। বিবর্ণ এবং বাকুল অবস্থায় টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢোকেন, এবং ক্যারোলিন স ইভ্যানোভনার বাড়ীর বদলে নিজের বাড়ীতে ভীষণ কষ্টে রাতটাকে কাটান। পরদিন সকালে চা খাবার সময় তাঁর মেয়ে বলে, তুমি কি ফ্যাকাসে হয়ে গেছো বাবা!" কিন্তু বাপ নীরব—সেই ঘটনা সম্বন্ধে, অথবা কোথায় গিয়েছিলেন,

কিংবা কোথায় যাবার ইচ্ছা ছিলো, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না। ঘটনাটা তার মনের ওপর গভীর রেখাপাত ক'রেছিলো। "তুমি কি ক'রে সাহস কর? তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছো?"—ইত্যাদি কথা তার অধস্তন কর্মচারীরা এখন একটু কমই শোনে।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যেটা হ'লো সেটা হচ্ছে সেই রাত থেকে ভূতও অদৃশ্য হয়ে গেলো। জেনারেলের ক্লোকটা তার গায়ে ঠিক ঠিক লেগেছিলো। যাই হ'ক, কোন লোকের কাঁধ থেকে আর ক্লোক ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। তবুও কতকগুলো ব্যস্তবাগীশ লোকের ভয় দূর হ'লো না—তারা বার বার বলতো, যে ভূতটা সহরের দূরপ্রান্তে এখনও হানা দেয়। একজন পুলিশ বলে যে সে নিজেব চোখে একটা ভূতকে কোন একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তাকে থামায়নি সে এজন্য যে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। ভূতটাকে থামাতে না পেরে সে অনুসরণ করে, তাতে ভূতটা ফিরে দাঁড়িয়ে ওর কি প্রয়োজন তা জানতে চায়—এবং ভয়ানক ঘুষি ওর দিকে উদ্যত করে,—জীবিত লোকদের মধ্যে এতবড় হাত কখনো দেখা যায় না। হতভাগ্য পুলিশটা পেছনে ফিরে প্রাণপণে সরে পড়ে। এই ভূতটা কিন্তু আগের চেয়ে লম্বা—এবং মস্ত লম্বা একটা গোঁফ আছে তার। সেই ঘটনার পর ভূতটা অবুকভ ব্রিজের দিকে দ্রুত হেঁটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

প্রান্তরে

ম্যাক্সিম্ গোর্কী

মনের চরম অবস্থায় আমরা পেরেকফ্ ছেড়ে আসি—নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত আমরা তখন এবং সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জমে উঠেছে। কিছু রোজগারের আশায় বৃথাই আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, চুরি করার সব কৌশল খাটালাম, এবং শেষ পর্যন্ত যখন বুঝলাম যে ওর কোনটাই সম্ভব নয়, তখন আমরা আরও এগিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম। কোথায়? শুধু আরও দূরে।

ওই সিদ্ধান্তে সকলেই একমত হ'লো এবং পরস্পরকে সেটা জানানো হ'লো। যে পথ আমরা দীর্ঘদিন ধরে মাড়িয়ে আসছি, সেই পথ ধরে আরও দূর এগিয়ে যেতে আমরা সর্বতোভাবে রাজী। নীরবতার ভেতর দিয়ে আমরা ওই ব্যবস্থায় পৌছুই। কারও কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই ওটা ফুটে ওঠেনি—কিন্তু আমাদের ক্ষুধার্ত চোখের ক্রুদ্ধ দীপ্তির মধ্য দিয়েই সেটা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছিলো।

আমরা তিনজন। কিছুদিন থেকেই আমরা পরস্পরকে জানি। নীপারের তীরে খারাসনের এক শুঁড়ির দোকানে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে ছিটকে গিয়ে পড়ি। আমাদের একজন রেলওয়ে ব্যাটালিয়নে সৈনিক ছিলো, পরে পোলাণ্ডের ভিশ্চুলা রেলপথে মজুরের কাজ করে। লালচুল পেশীসবল একজন লোক সে। সে জার্মান ভাষা বলতে পারতো, এবং বন্দীজীবনের সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলো তার।

আমাদের মত লোকেরা তাদের অতীতের কাহিনী বলতে ভালোবাসে না—ভালো না বাসার সত্যিকার কারণ সবসময়ই প্রায় দু'একটা থাকে। সেজন্যে আমাদের মধ্যে যে যা বলতো আমরা তাই বিশ্বাস

করতাম। অর্থাৎ, বিশ্বাস করতাম আমরা বাহ্যিক—কিন্তু অন্তরে আমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিলো সামান্যই।

যখন আমাদের সাথী—একজন নীরস অল্প বয়েসী লোক, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঠোঁটটা তার সঙ্কুচিত—আমাদের বলে যে সে মস্কো ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলো, সৈনিকটি এবং আমি নিঃসন্দেহে ধরে নিলাম যে সে সত্যিই ছিলো। অন্তরে আমাদের সে ছাত্রই থাকুক অথবা চোর কিংবা পুলিসের স্পাই হ'ক সে একই কথা। ধর্তব্যের মধ্যে শুধু এইটুকু ছিলো যে যখন তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সে আমাদের সাথে একই স্তরের—যেহেতু ক্ষুধার্ত, পুলিশের বিশেষ দৃষ্টির পাল্লায়, গ্রামে চাষীদের কাছে সন্দেহজনক ব্যবহার পেয়েছে, এবং ক্ষুধার্ত আহত পশুর অসহায় ঘৃণা নিয়ে প্রত্যেককে অশ্রদ্ধা করে, এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে—এক কথায়, প্রকৃতির ভাগ্যবান্দের মধ্যে এবং জীবনের মহাপ্রভুদের মধ্যে তার স্থান এবং তার মানসিক অবস্থা তাকে আমাদের সাথে একই পথের পথিক বানিয়েছিলো।

দুঃখ কষ্টই সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের লোকদের এক সাথে মিলিয়ে রাখবার সব চেয়ে ভালো সংযোগসূত্র; এবং আমরা সকলেই অনুভব করলাম যে নিজেদের হতভাগ্য মনে করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।

তৃতীয় জন হচ্ছি আমি নিজে। আমার স্বাভাবিক নম্রতার জন্য—যে নম্রতা আমি ছোট বেলা থেকেই দেখিয়ে আসছি—আমার গুণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না; আর অকপট হওয়ার ইচ্ছা না থাকায় আমার পাপ সম্বন্ধেও আমি নীরব থাকবো। এইটুকু বললেই আমার চরিত্রের সূত্র নির্দেশ যথেষ্ট হবে যে আমি বারবার নিজকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে করে এসেছি এবং আজ পর্যন্তও মনে করে থাকি।

এইভাবে আমরা পেরেকফ্ ছাড়িয়ে চলতে লাগলাম। সেইদিন আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো প্রান্তরে কোন একজন মেষপালককে প্রহার করা। একজন মেষপালকের কাছ থেকে যে-কেউ রুটি চাইতে পারে যখন-তখন। মেষপালকরা পথ-চলতি লোকদের কিছু দিতে অস্বীকার করে না বড় একটা।

আমি সৈনিকটির পাশে পাশে চলছিলাম—ছাত্রটি আসছিলো পেছনে। তার কাঁধে একটা জিনিস ঝুলছিলো—যাকে এক সময় জ্যাকেট বলে মনে করা চলতো। তার চোখাকোণবিশিষ্ট এবং ছোট ছোট ক'রে চুল-ছাঁটা মাথায় একটা চওড়া টুপির জীর্ণ অংশ ছিলো। অসংখ্য তালি দেওয়া ধূসর পায়জামায় তার কৃশ পা দুখানা ঢাকা। রাস্তা থেকে কুড়োনো এক জোড়া বুটের তলা তার জামা থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া খানিকটা সুতো দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা এবং সে-যন্ত্রটাকে সে বলতো স্যাণ্ডাল। অনেকটা ধুলো উড়িয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলছিলো সে—ছোট ছোট সবুজ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো। সৈনিকটি একটা লাল রংএর তুলোর সার্ট পরে ছিলো—যা তার নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সে খারসনে নিজের হাতে রোজগার করে। সার্টের ওপর একটা গরম তুলোর ওয়েষ্টকোট; একটা অস্পষ্ট রংএর মিলিটারি টুপি ডান ভ্রূর ওপর ঝুলে পড়ছিলো এবং সেটা সৈনিকদের নিয়মানুসারে। চওড়া রুক্ষ পায়জামাটা পায়ের ওপর পত্ পত্ করে উড়ছিলো। পা দুটো তার খালি। আমিও নগ্ন পা।

আমরা চলতে লাগলাম। আমাদের চারিদিকে জমকালো ভঙ্গিতে প্রান্তর প্রসারিত। নির্মেঘ গ্রীষ্মকালীন আকাশের অত্যুচ্চ নীল গম্বুজের তলে একটা বিরাট কালো থালার মত প্রান্তর। ধূসর ধূলিময় রাস্তা প্রান্তর ভেদ করে প্রশস্ত একটা রেখার মত চলে গেছে—প্রখর রোদে তেতে-উঠা পথ আমাদের পা ঝলসিয়ে দিচ্ছিলো বার বার। এখানে

সেখানে কাটা শস্যের গোঁজওয়ালা ক্ষেত—সৈনিকের খোঁচা খোঁচা দাড়িযুক্ত গালের সাথে ওর একটা অদ্ভুত মিল ছিলো।

আমাদের চলার সাথে সে কর্কশ খাদওয়ালা স্বরে গান ধরে দেয়—"তোমার উপাসনার দিনটিকে আমরা প্রশংসা করি—প্রভু, তাকে ক'রে তুলি আমরা মহিমাময়………"

পল্টনে কাজ করবার সময় সে ব্যাটালিয়ান চার্চে গায়ক হিসাবে কাজ করতো, ফলে স্তোত্র এবং চার্চের গান সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো—আমাদের কথাবার্তায় ঢিলে পড়লে সেই জ্ঞানটারই সে অপপ্রয়োগ করতো।

আমাদের সম্মুখভাগে দিগন্তরেখায় মৃদু একটা রেখা উঁচু হয়ে উঠে গেছে—স্নিগ্ধ রংটা তার বেগুনী থেকে ফ্যাকাসে লালে গিয়ে মিশেছে। "ওটা নিশ্চয়ই ক্রিমিয়ার পাহাড়"—ভাঙ্গাগলায় ছাত্রটি বলে।

"পাহাড়!" সৈনিক চীৎকার করে ওঠে। "এতো শীগগির ওটাকে দেখা যাবে না বন্ধু। ওটা মেঘ……শুধু একটা মেঘ। আর কি রকম মেঘটা! ক্র্যানবেরির মোরব্বা এবং দুধের মত"।

আমি ভাবলাম যে মেঘটা সত্যি সত্যি মোরব্বা হলে মন্দ হ'তো না—সে কথা মনে হতেই ক্ষিদে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—আমাদের বর্তমানের সেই যন্ত্রণা।

"নরকে যাক সব"—থুতু ফেলতে ফেলতে সৈনিক বন্ধুটি অভিশাপ দেয়। "একটা জীবন্ত প্রাণীরও দেখা পাওয়া গেলো না। কেউই……শীতে ভালুকদের মত থাবা চাটা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই দেখছি"।

—"বলেছিলাম তোমাকে যে আমাদের গাঁয়ে যাওয়া উচিৎ"—সময়টাকে একটু হাল্কা করবার জন্যে ছাত্রটি বলে।

—"তুমি আমাদের বলেছিলে!"—সৈনিকটি প্রত্যুত্তর দেয়ঃ "যেহেতু

তুমি শিক্ষিত সেইহেতু তোমারই বলা উচিত। কিন্তু লোকালয় কোথায়—শয়তান জানে!

ছাত্রটি কিছুই বলে না, শুধু ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। সূর্য ডুবে যায়। দিগন্তের মেঘ বিচিত্র বর্ণনাতীত রঙে রঙীন হয়ে নাচতে থাকে। মাটী ও নূনের গন্ধ পাওয়া যায়। এই শুকনো মিষ্টি গন্ধ আমাদের খিদে তীব্রতর করে তোলে। আমাদের তলপেট মুচড়ে বিখিয়ে ওঠে—একটা অদ্ভুত বিশ্রী অনুভূতি! শরীরের পেশীগুলো থেকে ধীরে ধীরে ঘাম ঝরে পড়ছে বলে বোধ হয়। সেটা শুকিয়ে যায় এবং পেশীর, কোমলতা দূর হতে থাকে। মুখের ভেতরটা গলা শুদ্ধ শুকিয়ে গেছে এবং হুলফুটানোর মত একটা যন্ত্রণা হ'চ্ছে। মাথাটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। ছোট ছোট কালো কালো কি সব চোখের সামনে নাচতে থাকে। কখনও কখনও সেগুলো ধূমায়িত মাংসের টুকরো বলে মনে হয়—আবার কখনো ওরা রুটির টুকরোর রূপ ধরে আসে। স্মৃতিতে এমনি সব অশরীরী. ছায়া বা বোবা প্রেত যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠে ......তারপর মনে হয় যেন একখানা ছুরি তলপেটে সত্যি সত্যি সেঁধিয়ে গেল!

তবুও আমরা চলতে থাকি। চলতে চলতে আমাদের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করি, এবং মেঘের কোন আকস্মিক চিহ্নের জন্য আশে পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকি, অথবা আর্মেনিয়ার বাজারে-নিয়ে-যাওয়া তাতারের কলের গাড়ীর তীক্ষ্ণ ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দের জন্য কান পেতে থাকি।

কিন্তু প্রান্তর নির্জন এবং নিস্তব্ধ। এই কঠোর দিনটার আগের দিন তিনজনে আমরা চার পাউণ্ড রাইএর রুটি আর পাঁচটা তরমুজ খেয়ে প্রায় চল্লিশ মাইল হেঁটেছিলাম—আয়ের সাথে ব্যয় সমান হয় নি, তাই

[illegible] বাজারে ঘুমানোর পর ক্ষিধের জ্বালায় আমাদের ঘুম ভেঙে যায়।

ন্যায্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ছাত্রটি আমাদের না ঘুমিয়ে রাত্রে কাজ করতেই বলেছিলো।... ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংসের পরিকল্পনা সভ্যসমাজে উল্লেখ করা হয় না বলে আর সে সম্বন্ধে কিছু বলবো না। আমার উদ্দেশ্য ছিলো ন্যায়পরায়ণ থাকা, নীচ হওয়াটা আমারই স্বার্থের বাইরে—আমি জানি, আমাদের উচ্চ সভ্যতার দিকে উঠে মানুষ ক্রমেই কোমলচিত্ত হচ্ছে, এবং যখন প্রতিবেশীকে দমবন্ধ করবার জন্য কেউ তার গলা টিপে ধরে, তখন সময়োপযোগী যতদূর সম্ভব দয়া এবং শিষ্টতার সাথেই সেটা করা হয়। আমার নিজের গলার অভিজ্ঞতা আমাকে নৈতিকতার ওই প্রগতিই লক্ষ্য করিয়েছে। ফলে সন্তোষজনক বিশ্বাসের সাথে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, এই দুনিয়ার সব কিছুরই বিকাশ এবং উন্নতি হয়ে চলেছে। কারাগার, শুঁড়িখানা এবং বেশ্যালয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধিতে এই প্রগতি বিশেষভাবেই ধরা পড়ে।

সুতরাং আমাদের ক্ষুধার্ত লালাকে গিলে এবং তলপেটের বেদনাকে শান্ত করবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে আমরা পরিত্যক্ত নিরালা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একটা অস্পষ্ট আশা নিয়ে সূর্যাস্তের রক্তাভার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের সামনে বিচিত্র অস্তরাগে রঙীন স্নিগ্ধ মেঘের মধ্যে সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলো, আর পেছনে আমাদের দুধারে নীল-অন্ধকার প্রান্তর থেকে আকাশে উঠে গিয়ে চারপাশের নিষ্করুণ দিগন্তরেখাকে সঙ্কীর্ণ করে দিচ্ছিলো।

একটুকরো কাঠ তুলে নিয়ে সৈনিকটি বলে, "ভাই, কিছু কাঠ-কুটো যোগাড় কর। প্রান্তরটাতে আমাদের রাত কাটাতে হবে, এবং শিশিরও পড়ছে। শুকনো গোবর, ডাল-পালা যা কিছু হ'ক ওতেই চলবে।"

রাস্তার দুপারে আমরা পৃথক হয়ে গিয়ে শুকনো ঘাস এবং যে-কোন দাহ্য জিনিষ কুড়াতে লাগলাম। যতবারই মাটিতে ঝোঁকার প্রয়োজন হচ্ছিলো ততবারই সমস্ত শরীরটার ভাব হচ্ছিলো মাটির উপর লুটিয়ে পড়ার, এবং শান্তভাবে শুয়ে ওই কালো এবং উর্বর মাটি মুঠো মুঠো খাবার—যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায় শুধু খেয়ে যাওয়া এবং তারপর শোওয়া। যদি চিরকালের জন্যই ঘুমাতে হয় তাতেই বা ক্ষতি কি—একজন যদি সত্যি খেতে পারে এবং গরম ঘন খাবারগুলো শুকনো গলা দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুধার্ত উদগ্রীব ব্যথাক্লিষ্ট পাকস্থলীতে নেমে যাবার অনুভূতি পেতে পারে!

“যদি আমরা শুধু একটা গাছের মূল বা সে-রকম কিছুও পেতাম,” সৈনিকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলে। “অনেক মূল আছে যা খাওয়া যায় . . ”

কিন্তু কালো চষা মাটিতে কোন মূল নেই। দক্ষিণের রাত তাড়াতাড়ি নেমে আসে। সূর্যের শেষ রশ্মি নিভে যেতেই গাঢ় নীল আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতে থাকে। আমাদের আশে পাশের ছায়া নিবিড়তর হ'য়ে উঠে প্রান্তরের সীমাহীন বিস্তৃতিকে মুছে দেয়।

“ভাই”, ছাত্রটি ফিস ফিস করে বলে, “আমাদের বাঁ পাশে একজন লোক শুয়ে আছে দেখো।’

—“লোক” ? সৈনিক সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে। ওখানে সে শুয়ে থাকবে কেন” ?

“গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। মাঠে যদি সে শুয়ে থাকতে পারে, তাহলে সম্ভবত ওর কাছে কিছু রুটী আছে”, ছাত্রটি সাহস করে বলে। সৈনিকটি সেদিকে তাকিয়ে সঙ্কল্পের সাথে থুতু ফেলে বলে, “চল আমরা ওর কাছে যাই।”

“ছাত্রটির তীক্ষ্ণ সবুজ চোখ দুটোই শুধু প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে কালো স্তূপটার পাশে একটা লোককে দেখতে পারলো। চষা ক্ষেতের ঢেলার

ওপর দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে আমরা ওর দিকে এগিয়ে চললাম। খাবারের জন্যে আমাদের নতুন-জাগা আশা আমাদের খিদের কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। আমরা তার একেবারে কাছে গিয়ে পড়লাম—কিন্তু লোকটা সাড়া দিলো না।

—"বোধ হয় ওটা মানুষ নয়।" সৈনিক বিষণ্ণভাবে সকলের মনোভাব ব্যক্ত করে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমাদের সংশয় ঘুচে যায়। মাটির ওপরকার স্তূপটা হঠাৎ নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমরা দেখলাম সেটা সত্যিকার জীবন্ত একটা মানুষ—হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিয়েছে।

"থেমে যাও, নইলে গুলি করবো!" কর্কশ-কম্পিত স্বরে সে বলে ওঠে। অস্ফুট একটা শব্দ নোংরা বাতাসে আলোড়ন তোলে।

আদেশ করা মাত্র আমরা থেমে যাই—সুমধুর সম্ভাষণের দ্বারা অভিভূত হয়ে আমরা কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থাকি।

—"আচ্ছা, আমি কখনও...পাষণ্ড!" সৈনিক তিরস্কারের স্বরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে।

"এ্যাঁ! রিভলভার নিয়ে বেড়ানো", চিন্তিত ভাবে ছাত্রটি বলে। "নিশ্চয়ই বড় দরের মাছ হবে"।

"এই"! সৈনিক চীৎকার করে ওঠে। সে নিশ্চয়ই কোন কিছু মতলব ঠিক ক'রেছে।

লোকটা তার ভঙ্গী বদলায় না, কথাও বলে না।

—"এই শুনছ!...আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না... আমাদের কিছু রুটি দাও......আমর না খেয়ে আছি। খ্রীষ্টের নামে কিছু রুটি দাও ভাই"! ....

শেষের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে বলা হয়।

লোকটা নীরব।

"তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না?" রাগ এবং নৈরাশ্যে কাঁপতে কাঁপতে সৈনিক জিজ্ঞাসা করে। "আমাদের কিছু রুটি দাও। আমরা তোমার কাছে যাব না। আমাদের কাছে ছুঁড়ে দাও।"

—"আচ্ছা বেশ", লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে।

সে যদি বলতো, 'আমার প্রিয় ভাইগণ," এবং ওই কথাগুলোর মধ্যে খুব পবিত্র ভাব ঢেলে দিতো, তা হলেও সেগুলো আমাদের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারতো না, অথবা আমাদের মানবোচিত গুণের অধিকারী করতে পারতো না, সেই কর্কশ এবং আচম্বিত "আচ্ছা বেশ" কথার দ্বারা যেমনটি করেছিলো।

"আমাদের দেখে ভয় পাবেন না," সদয়ভাবে সৈনিক বলে। ঠোঁটে তার অকৃতজ্ঞতার হাসি—আমাদের থেকে কুড়ি পা দূরে থাকার জন্যে যদিও লোকটা সেই হাসি দেখতে পেলে না।

"আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। আমরা রাশিয়া থেকে কুবানের পথে চলেছি। সব টাকা-পয়সা আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং সঙ্গে যা কিছু ছিলো সবই খেয়ে ফেলেছি। দুদিন আগে শুধু আমরা একবার খেয়েছি"।

আকাশে হাত ঘুরিয়ে সে বলে, "দাঁড়াও"। কালো একটা দলা উঁচু হয়ে এসে আমাদের কাছে চষা-ভূমির ওপর পড়ে। 'ছাত্রটি ওর ওপর লাফিয়ে গিয়ে পড়ে।

"দাঁড়াও, আরও আছে।...এই শেষ। আমার আর নেই"।

ছাত্রটি যখন প্রথমবারকার দেওয়া জিনিসগুলো কুড়িয়ে একত্র করে তখন দেখা যায় যে মাটি-মাখা প্রায় চার পাউণ্ড বাসি কালো রুটি। ওই অবস্থাটা আমাদের একটুও অসুবিধায় ফেললে না, বরং ওটা আমাদের খুবই আনন্দিত করলে, কারণ, বাসি রুটি নতুন রুটির চেয়ে বেশি প্রীতিকর, যেহেতু নতুন রুটিতে রস কম।

"তোমার.........এই তোমার..... আর এই তোমার," সৈনিক আমাদের প্রত্যেককে ভাগ করে দেয়। "ওগুলো সমান হয় নি। তোমার থেকে এক টুক্‌রো নিতে হবে পণ্ডিত লোক, নইলে ওর ঠিক ভাগ ঠিক হবে না।"

ছাত্রটি অনুগতভাবে রুটির একটুখানি ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। আমি এক গ্রাস তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে থাকি। আস্তে আস্তে চিবোই। আবার চোয়ালের চাঞ্চল্যকে দমন করে উঠতে পারি না,—চোয়াল তখন পাথর চিবোতে পর্যন্ত রাজী। গলায় খিচুনি অনুভব করে আমার তীব্র আনন্দ হয়, এবং ধীরে ধীরে একটু একটু করে ওকে সন্তুষ্ট করি। গরম অব্যক্ত অবর্ণনীয় মিষ্টি রুটি গ্রাসের পর গ্রাস গিয়ে জ্বলন্ত পাকস্থলীতে ঢোকে, এবং মনে হয় তৎক্ষণাৎ যেন ওটা রক্ত এবং ঘিলুতে পরিণত হয়ে যায়। যে পরিমাণে পাকস্থলী ভরতে থাকে সেই পরিমাণে আনন্দ—অপূর্ব শান্ত এবং সতেজ আনন্দ অন্তরের মধ্যে জ্বল জ্বল্ করে। অভিশপ্ত দিন রুটির সদাজাগ্রত ক্ষুধার কথা আমি ভুলে যাই, আমার কম্‌রেডদের কথাও আমি ভুলে যাই—যারা আমারই মত সুখানুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু যখন হাত দিয়ে শেষ রুটির টুকরো মুখে ফেলে দিলাম, তখন মারাত্মক রকম ক্ষিদে অনুভব করলাম।

"শয়তানটার কাছে বোধ হয় আরও রুটি আছে, এবং আমার মনে হয় কিছু মাংসও তার আছে,"—মাটির ওপর বসে পেট ডলতে ডলতে সৈনিক বিড় বিড় করে বলে।

—"নিশ্চয়ই তার আছে। রুটিতে মাংসের গন্ধ ছিলো। আমি নিশ্চিত যে তার আরও রুটি আছে"—ছাত্রটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে। "ওই রিভলভারটা না থাকলে" ...

—"লোকটা কে হে?"

"আমাদের ভাই আইভ্রাক্ নিশ্চয়ই।"

কুকুরটা" সৈনিক মন্তব্য করে।

আমরা পাশাপাশি ব'সে আমাদের উপকারক যেখানে রিভলভারটা নিয়ে বসে আছে সেইদিকেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম। কোন শব্দই তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আমাদের চারপাশে রাত্রি তার কালো সৈন্যদের জমিয়ে তোলে। একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা প্রান্তরে বিরাজ করে। পরস্পরের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে পাহাড়ে ইঁদুরের করুণ চীৎকার ভেসে আসে। আকাশের সজীব ফুল তারকাগুলো মাথার উপর আলো দিতে থাকে। ......আমরা ক্ষুধার্ত।

গর্বের সাথেই ব'লবো যে সেই অদ্ভুত রাতে আমার ক্ষণিক কম্‌রেড-দের আমি কোন অংশে খারাপ অথবা ভাল বোধ করিনি। আমি বললাম, যে চল আমরা ও লোকটার কাছে যাই। ওর কোন ক্ষতি ক'রবো না আমরা, কিন্তু তার সব খাবারটা খেয়ে নেবো। যদি গুলি করে সে, —করুক। তিনজনের ভেতর একজন হয়তো আহত হবো, তাও সম্ভবত নয়,—একজন আহত হ'লে তার আঘাতটা গুরুতর নাও হ'তে পারে।

"এসো", লাফিয়ে উঠে সৈনিকটি ব'লে—এবং আমরা প্রায় ছুটেই চ'ললাম—ছাত্রটি আমাদের পেছন পেছন আসে।

—"কম্‌রেড্!" সৈনিক ভৎ'সনার স্বরে বলে।

ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট একটা কথা আমাদের কানে আসে, কোন কিছু ধরার অস্ফুট শব্দ, একটুখানি আগুনের শিখা, তারপর, তীব্র একটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠে।

"লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছে!" সৈনিক আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠে; এবং এক লাফে গিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছয়। "এখন, শয়তান, এখন তুমিই এটা পাবে।"

ছাত্রটি লোকটার থলির উপর গিয়ে লাফিয়ে পড়ে; সেই "শয়তান" পিঠ্ গড়াগড়ি দিতে দিতে নিজকে হাত দিয়ে ঢেকে আর্তনাদ সুরু ক'রেছে।

"কি হে শয়তান!" উদভ্রান্তভাবে সৈনিক চীৎকার ক'রে বলে। সে ততক্ষণ লোকটাকে লাথি মারবার জন্যে পা তুলেছে। সে নিশ্চয়ই নিজের শরীরে গুলি ক'রে ফেলেছে। "এই! তুমি কি নিজেকেই গুলি ক'রেছো?"

"এই যে প্রচুর মাংস, পিঠে আরও রুটি রয়েছে রে ভাই', উৎফুল্লভাবে ছাত্রটি বলে।

"নিপাত যাও তুমি·· ···এসো বন্ধুরা খাওয়া যাক্!" সৈনিক চীৎকার ক'রে বলে।

লোকটার হাত থেকে আমি রিভলভারটা নিয়ে নিই। তার আর্তনাদ থেমে গিয়েছিলো। একেবারে স্থিরভাবে সে শুয়ে ছিলো। রিভলভারের খাঁজে আরও একটা বুলেট ছিলো।

আবার নিস্তব্ধভাবে আমরা খেয়ে চলি। লোকটাও চুপচাপ পড়ে থাকে—তার শরীরের কোন অংশই একটুও নড়াচড়া করে না। তারদিকে একটুও মন দিই না আমরা।

—"ভাই, তোমরা কি সত্যি রুটির জন্যেই এসব ক'রেছো?"—একটা কম্পিত কর্কশ কণ্ঠ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

সবাই আমরা চমকে উঠি। এমনকি ছাত্রটির দম বন্ধ হ'য়ে আসে, মাটির উপর ঝুঁকে সে কাসতে থাকে।

একমুঠো খাবার চিবোতে চিবোতে সৈনিক ওকে অভিশাপ দিতে থাকে—

"এই কুকুর, পচা কাঠের মতই কি তুমি ভেঙে পড়! তুমি কি মনে করেছিলে যে আমরা তোমার চামড়া তুলে ফেলতে চাই? তোমার চামড়া আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? মূর্খ, অপদার্থ কোথাকার!

নিজের কাছে অস্ত্র রেখে লোককে গুলি করা! শয়তান!"

সারা সময়টা সে খাচ্ছিলো ব'লে এই ভৎর্সনার তীব্রতা অনেকটা কমে যায়।

"দাঁড়াও, আগে আমরা খেয়ে নিই, তারপর তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছি!"—ছাত্রটি ভয় দেখিয়ে বলে।

এর ফলে একটা করুণ চীৎকার এবং কান্না রাতের নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের ভীত ক'রে তোলে।

"ভাই সব . ...কি ক'রে আমি জানবো? ভয় পেয়েছিলাম ব'লেই আমি গুলি করি। নিউ এথেন্স থেকে আমি স্মলেন্‌স্কে যাচ্ছি।......হায় ভগবান! জ্বরটা আমাকে ধরেছে...সূর্য অস্ত যাবার সময় ওটা আসে... আমি দারুণ হতভাগ্য ব'লেই.. জ্বরের জন্যে আমি এথেন্স ছেড়ে আসি ......সেখানে আমি মিস্ত্রীর কাজ করতাম... মিস্ত্রীগিরি আমার ব্যবসা ......বাড়ীতে আমার স্ত্রী আর দুটো মেয়ে আছে। চার বছর আমি তাদের দেখি নি'.. ...ভাই..... সবটাই তোমরা খেয়ে ফেল।"

তুমি না ব'ললেও আমরা সেটা ক'রবে।"—ছাত্রটি বলে।

"হা ভগবান, যদি শুধু জানতাম যে আপনারা দয়ালু, শান্তিপ্রিয় লোক ......আপনার মনে ক'রবেন না যে আমি গুলি ছুঁড়তাম। কিন্তু এই প্রান্তরে রাত্তির বেলা আপনারা কি করতেন ভাই?...আমি কি দোষী?"

কথা ব'লতে ব'লতে সে কাঁদছিলো, অথবা আরও শুদ্ধ করে বলা যায়, কম্পিতভীত এবং করুণ একটা শব্দ বের করছিলো।

"এখন আবার ঘ্যান্‌ঘ্যানানি লাগিয়ে দিয়েছে,"—ঘৃণার সাথে সৈনিক বলে।

"সম্ভবত কিছু টাকাকড়ি আছে ওর কাছে" ছাত্রটি ইঙ্গিত করে।

সৈনিক চোখটা অর্ধেক বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।

"অপমান করা সম্বন্ধে তুমি ওস্তাদ্ .. এসো একটা আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়া যাক"।

'আর ওর সম্বন্ধে ?" ছাত্রটি শুধোয়।

'জাহান্নমে যাক ও। তুমি ওকে সেদ্ধ ক'রতে চাও না নিশ্চয়ই ?"

"ওই ওর প্রাপ্য," ছাত্রটি তার চোখা মাথাটা নাড়ে।

যে জিনিসগুলো আমরা জড়ো করেছিলাম সেগুলো আনতে চল্‌লাম। মিস্ত্রীটার ভীষণ চীৎকারে থেমে গিয়ে আমরা ওসব ফেলে দিয়েছিলাম। ওগুলো নিয়ে এসে শীগ্‌গিরই আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে ব'সলাম। শান্ত রাত্রিতে ওটা ধীরে ধীরে জ্ব'লে যে ছোট্ট জায়গাটায় আমরা বসেছিলাম সে জায়গাটা আলোকিত করে তুলেছিলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন বোধ ক'রছিলাম আমরা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার খেতে লাগলাম।

"ভাই সব"; মিস্ত্রীটা বলে উঠে। আমাদের থেকে তিন পা দূরে সে শুয়েছিলো, এবং মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো আমার কাছে, যেন ও ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বলছে।

"কি"! সৈনিক জিজ্ঞাসা করে।

"আপনাদের কাছে কি আসতে পারি আমি .. ওই আগুনের কাছে? আমি মরতে বসেছি।......হাড়গুলো সব টন্ টন্ ক'রছে।......হায় ভগবান, আমি আর বাড়ী পৌঁছাতে পারতাম না"।

"এখানে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে থাক"—'ছাত্রটি বলে।

আস্তে আস্তে, যেন একখানা হাত অথবা পা হারাবার ভয়ে, মিস্ত্রীটা মাটির উপর দিয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে আসে। লোকটা ঢ্যাঙ্গা—ভয়ঙ্কর কৃশ। তার পোষাক ভয়ঙ্কর রকম ঢিলে হয়ে তার শরীরে ঝুলতে থাকে। বড়ো বড়ো ব্যথাভরা চোখ দুটোয় তার যন্ত্রণার ছাপ। তার বিকৃত মুখটা শীর্ণ আগুনের আভাতেও হলদে মৃন্ময় এবং প্রাণহীন ব'লে মনে হয়। সারা শরীরটা তার কাঁপছিলো। একটা ঘৃণামিশ্রিত দুঃখ

ওর জন্য আমাদের মনে জাগে। তার লম্বা, দুর্বল হাতটা আগুনের ওপর সোজা ক'রে ধরে সে হাড়-বের-করা আঙুলগুলো ভলতে থাকে। গিঁটগুলো ধীরে ধীরে এবং ক্ষীণভাবে বেঁকে যায়। সব কিছু বলা এবং করা হয়ে গেলে ওর দিকে চাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার বলে মনে হয়।

"তুমি এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে চলো কেন? এর মানে কি, অ্যাঁ!" সৈনিক গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করে।

"ওরা আমাকে আনতে নিষেধ করেছিলো......তারা বলেছিলো...... জলপথে......ক্রিমিয়া দিয়ে আসতে...... বাতাসের জন্যে . বলেছিলো তারা। আর . এখন ভাই সব..... আমি আর যেতে পারি না . .. মরতে বসেছি আমি। এই প্রান্তরের মধ্যে একা আমাকে মরতে হবে... পাখীগুলো আমাকে ঠোকরাবে এবং কেউই আমাকে চিনতে পারবে না আমার স্ত্রী......আমার ছোট ছোট মেয়েগুলো আমার প্রত্যাশায় আছে......তাদের কাছে আমি লিখেছিলাম......আর আমার হাড়গুলো প্রান্তরের জলে ধুয়ে যাবে......ভগবান, ভগবান।"

আহত নেকড়ের মত সে হাউ হাউ করে উঠে।

"আঃ নরক"! রেগে লাফ দিয়ে সৈনিকটি চীৎকার করে উঠে। "তোমার প্যানপ্যানানি থামাও! আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও। মরছো তুমি? বেশ মরতে থাকো—ও নিয়ে অত চীৎকার করো না। তুমি হারিয়ে যাবে না।"

"ওর মাথাটা ঢুকে দাও"—ছাত্রটি ইঙ্গিত করে।

"চল ঘুমানো যাক।" আমি বললাম। "আর তোমার সম্বন্ধে—যদি আগুনের ধারে থাকতে চাও তবে ঘ্যানর ঘ্যানর করো না"।

"শুনতে পাচ্ছো?" সৈনিক ক্রুদ্ধভাবে বলে। "ও যা বললো তা মনে রেখো। তুমি ভাবছো, তোমাকে দয়া করে সেবা করবো, যেহেতু তুমি এক টুকরো রুটি আমাদের ছুঁড়ে দিয়েছিলে এবং গুলি করেছিলে?

জাহান্নামে যাও তুমি! অন্তে হয়তো......কোঃ!”

সৈনিক চুপ করে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ে। ছাত্রটি আগেই শুয়ে পড়েছে। আমিও শুয়ে পড়লাম। সেই ভয়ঙ্কর মিস্ত্রীটা দলা পাকিয়ে আগুনের দিকে সরে যায় এবং ওর দিকে নিস্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে। আমি ওর ডান পাশে শুয়েছিলাম, তাই ওর দাঁতের ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাত্রটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বাঁ ধারে শুয়েছিলো এবং আপাতঃ-দৃষ্টিতে তাকে ঘুমিয়েছে বলে মনে হলো। মুখ উঁচু ক’রে সৈনিকটি শুয়েছিলো— হাত দুটো তার মাথার নীচে—দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ।

কি অদ্ভুত রাত্রি! কত অসংখ্য নক্ষত্র! গরম বলে মনে হয় ওগুলো! একটু পরে আমার দিকে সে ফেরে। কি অদ্ভুত আকাশটা! আকাশের চেয়ে কম্বলের মতই মনে হয়। এ রকম ভবঘুরে জীবনই আমি ভালোবাসি বন্ধু।..... কঠোর অথবা অনাহারী জীবন হ’তে পারে, কিন্তু এটা মুক্ত অবাধ।.. ...তোমার ওপর চোখ রাঙাবার কেউ নেই......তুমি নিজেই তোমার প্রভু..... যদি নিজের মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাও, কেউ নিষেধ করবে না......কেমন চমৎকার! খিদেটাই আজকাল আমাকে খারাপ পথে এনেছে। কিন্তু এখানে আমি এখন আকাশের দিকে চেয়ে আছি...· তারাগুলো আমাকে ইশারা করছে। তা’রা বোধ হয় ব’লছে, “কিছু মনে করো না ল্যাকাটিন, পৃথিবীর ওপর ঘুরে বেড়াও, কিন্তু কারও কাছে নতি স্বীকার ক’রো না .....আঃ! .. অন্তরে কেমন আরাম বোধ করা যাচ্ছে। আর, তুমি কেমন আছো মিস্ত্রী? আমার ওপর রাগ করো না, এবং কোন কিছুকে ভয় করবার প্রয়োজন নেই।... তোমার রুটি খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে? তোমার রুটি ছিলো, আমাদের ছিলো না, সেজন্যেই তোমারটা খেয়েছি.. ...আর তুমি অসভ্যের মত আমাদের উপর বুলেট্ ছোঁড়! আমাকে ভয়ঙ্কর চটিয়ে দিয়েছিলে তুমি, তুমি পড়ে না গেলে, তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি তোমাকেই দিতাম ..

ও, আর রুটির সম্বন্ধে, কালই তুমি পেরেকপ্‌এ গিয়ে কিনতে পারবে......তোমার টাকাকড়ি আছে আমি জানি...কত দিন থেকে তোমার জ্বর ?...

অনেক্ষণ ধরে আমি সৈনিকের গভীর নাকডাকা এবং মিস্ত্রীর কম্পিত স্বর শুনতে পাই। অন্ধকার কালো রাত পৃথিবীর ওপর ক্রমে ক্রমে নেমে আসে; বুকটা সুগন্ধ সজল বাতাসে ভরে উঠেছে আমার। আগুনটা স্থির আলো বিকীরণ করছিলো এবং বেশ উত্তাপ দিচ্ছিলো। চোখ বুঁজে এলো তন্দ্রার মধ্য দিয়ে একটা আরামদায়ক পবিত্রভাব বয়ে গেল যেন।

*　　　*　　　*

"উঠে পড়! তাড়াতাড়ি! চল রওনা হয়ে পড়া যাক্!"

"একটা আতঙ্কের ভাব নিয়ে সৈনিকের সাহায্যে লাফিয়ে উঠলাম—সে জামার প্রান্ত ধরে মাটী থেকে ওপরের দিকে টানছিলো।

"চলো, জোরে এগিয়ে চলো!"

"তার মুখটা গম্ভীর এবং উদ্বেগে ভরা। আমি চারপাশে চাইলাম। সূর্য উঠ্‌ছিলো। ওর গোলাপী আলো গিয়ে পড়েছিলো মিস্ত্রীটার শান্ত নীল মুখখানার ওপর। তার মুখটা হাঁ করা। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিলো—উজ্জ্বল আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো চোখ দুটো। জামাটা বুকের কাছে ছেঁড়া, তার ভঙ্গী অস্বাভাবিক এবং আক্ষিপ্ত।

"ভাল করে দেখলে? চলে এসো, আমি বলছি।" সৈনিক আমার হাত ধরে টানতে লাগলো।

"ও কি মারা গেছে?" প্রভাতী হাওয়ার তীব্রতায় আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম।

"হাঁ, তাই বলতে হয় বৈ কি? তোমার গলা টিপে ধরলে তুমি মরবেই, মরবে না?" সৈনিক পরিষ্কার করে বললে।

"ছাত্রটা কি...?" আমি চীৎকার ক'রে বল'লাম।

"আর কে? তুমি? না আমি? তোমাদের একজন বিদ্বান লোক খুব সুন্দরভাবেই কাজ শেষ ক'রেছে এবং কমরেডদের অসহায়ভাবে ফেলে রেখে গেছে। শুধু যদি কাল জানতাম, তবে আমি "ওটাকেই" নিজ হাতে শেষ ক'রতাম। এক ঘায় ব্যাটাকে মেরে ফেলতাম। শুধু মাথায় একটা, ফলে. দুনিয়ায় একটা শয়তান কমত। বুঝ্ছো সে কি ক'রেছে? আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, যাতে কোন লোক আমাদের এই প্রান্তরে দেখতে না পায়। বুঝেছো? তারা আজকেই মিস্ত্রীটাকে দেখতে পাবে; বুঝবে ওটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে—ওর জিনিসপত্র রাহাজানি করে নেয়া হয়েছে। আমাদের মত লোকদের খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দেবে। আমরা কোথেকে আসছি, কোথায় আমরা ঘুমিয়েছি ওরা জিজ্ঞাসা ক'রবে ..তারপর আমাদের গ্রেপ্তার ক'রবে। যদিও আমাদের কাছে কিছুই নেই। কিন্তু .. এই যে আমার বুকের মধ্যে তার রিভলভারটা আছে!"

—"ওটা ফেলে দাও," আমি তাকে সাবধান ক'রে দিলাম।

"কেন?" চিন্তিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করে। "এটা মূল্যবান্ জিনিস। তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের না-ধরতেও তো পারে...না, এটা ফেলে দেবো না। এটার দাম তিন রুবল্। আর এটাতে আরও একটা বুলেট আছে। বুঝছি না, কত টাকা সে ওই নোংরা শয়তানটার কাছ থেকে লুট ক'রেছে!"

'মিস্ত্রীটার ছোট মেয়েগুলোর জন্যে যা' ছিলো, ' আমি ব'ললাম।

'মেয়েদের? কোন্ মেয়েদের? ও, তার ..আচ্ছা তারা বড় হবে, আর আমাদের তারা বিয়েও করবে না, সে জন্যে আমাদের ভেবে চিন্তে লাভ কি কোথায় আমরা যাবো? জানি না, ওতো একই কথা।"

"আমি জানি না ও আমি জানি—ও'তে কোন তফাৎ নেই। চল

ডান্ দিকে যাওয়া যাক্। ওদিকে নিশ্চয়ই সমুদ্র আছে।"

আমি ফিরলাম। আমাদের থেকে অনেক দূরে প্রান্তরে একটা কালো পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথায় সূর্য জ্বলছিলো।

"তাকিয়ে দেখছো ও বেঁচে উঠেছে কিনা? ভয় পেওনা, ওরা আমাদের ধরতে পারবেনা। আমাদের ওই ছাত্রটি চালাক ছোক্‌রা। বেশ, গুছিয়ে নিয়েছে। চমৎকার কম্‌রেড, নিশ্চয়ই. ব্যাপারটার মধ্যে দিব্বি আমাদের ছেড়ে গেল। হ্যাঁ ভাই, লোক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বছরের পর বছর তারা আরও অধঃপাতে যাচ্ছে—" সৈনিক দুঃখের সাথে বলতে থাকে।

নিস্তব্ধ নিরালা প্রান্তরটা সকাল বেলার উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় আমাদের সামনে অবারিত হয়ে আছে এবং দিগন্তের শেষে আকাশের সাথে মিশে গিয়ে একেবারে এক হয়ে গেছে। আলোটা কেমন স্নিগ্ধ এবং উদার। নীল আকাশের তলে বহুবিস্তৃত অবাধ প্রান্তরের মাঝে সমস্ত খারাপ এবং অন্যায় কাজ অসম্ভব ব'লেই মনে হয়।

আমার ক্ষিধে পেয়েছে, ভাই," সস্তা তামাক দিয়ে সিগারেট বানাতে বানাতে আমার কম্‌রেড বলে।

আমরা খাবো কি। কোথায়ই বা খাবো?"

"এটা একটা সমস্যা।"

* * *

এই কথা বলে গল্পকারক—একটা হাসপাতালে আমার পাশের সিটের শায়িত একজন লোক—উপসংহারে এই সব কথা বললেন এবং এইখানেই গল্পও শেষ হল। "সৈনিকটি এবং আমি দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলাম। 'কারা' দেশ পর্যন্ত আমি আর ও একসাথে যাই। সে একজন দয়ালু অভিজ্ঞ এবং খাঁটি ভবঘুরে। তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা ছিলো। এশিয়া মাইনর অবধি আমরা একসাথে ছিলাম, তারপর দুজনে..."

“সেই মিস্ত্রীটার কথা মনে আছে”? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“যেমন আপনি দেখেছেন, অথবা, শুনেছেন।”

“আর কিছু না?”

তিনি হাসলেন।

“তার সম্বন্ধে কি রকম ভাব আপনি আশা করেন? আমার ভাগ্যের জন্য আপনি যেমন দোষী নন, তার দুর্ভাগ্যের জন্য আমিও তেমনই দোষী ছিলাম না। কোন কিছুর জন্য কেউ-ই দোষী নয়—কারণ আমরা সকলে একই রকম কতকগুলো পশু।”

জলাভূমি

আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ফিকে হ'য়ে আসছিলো। নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ছিলো বন। একটা থম্‌থমে গভীর নিস্তব্ধতা চারিধারে। বড় বড় পাইন গাছগুলোর মাথায় সূর্যাস্তের গোলাপী আভা তখনও রং মাখিয়ে রেখেছে—নীচে অন্ধকার, স্যাঁত স্যাঁতে। ধূপের নীরস উগ্রগন্ধ মিলিয়ে গিয়ে তার স্থানে ধোঁয়ার দুর্বহ গন্ধ দূরের দাবানল থেকে কর্মমুখর দিনটির কথা ভাসিয়ে নিয়ে আসছিলো। নিস্তব্ধ দ্রুততায় পৃথিবীর ওপর নেমে আসছিলো দক্ষিণের রাত্রি। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পাখীরা গান থামিয়েছে, শুধু কাঠঠোকরার ঘুমজড়িত অবসাদগ্রস্ত চীৎকার ঝোপে ঝোপে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছিলো তখনো।

জামাকিন নামে একজন সার্ভেয়ার এবং একটা ছোট এষ্টেটের মালিক ম্যাডাম্ সার্দুকভ নামে একজন বিধবার ছেলে ছাত্র নিকোলাই নিকলিভিচ তাদের কাজ থেকে ফিরছিলেন। সার্দুকোভা বহুদূর এবং বহু সময় লাগবে ওখানে যেতে—সে জন্যে তারা প্রহরী ষ্টেপনএর সাথে বনের মধ্যে রাতটা কাটাবে ব'লে ঠিক করেন। ছোট পথটা গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বের হ'য়ে দু-এক পা দূরেই একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কৃশ এবং ঢ্যাঙ্গা সার্ভেয়ার মাথা ঝুলিয়ে কুঁজো হ'য়ে হেঁটে চলেছিলেন—বহুদূর-হাঁটায়-অভ্যস্ত লোকের মত তাঁর চলনের ভঙ্গী। মোটা সোটা বেঁটে ছোট ছাত্রটি ওর সাথে তাল রেখে হাঁটতে পারছিলো না। সাদা টুপিটা তার ঘাড়ের গোড়ায় এসে প'ড়েছিলো। লালচে এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর এসে ঝুঁকে প'ড়েছে—ভিজে নাকের উপর তার বাঁকানো নাকী চশমা। গেলো বারের ঝরা-পাতার কার্পেটের উপর কখনও তার পা ফস্কিয়ে যাচ্ছিলো, কখনও বা পথের ওপরকার গাছের বের-করা

শিকড়ের সাথে তার পা গুতো খাচ্ছিলো। সার্ভেয়ার তার কষ্ট দেখছিলেন, কিন্তু চলার গতি কমাতে তিনি রাজী নন্। তিনি ক্লান্ত, বিরক্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, এবং ছাত্রটার কষ্ট তাঁকে একটুখানি হিংসুটে আনন্দ দিচ্ছিলো।

আমাকিনকে নিয়োগ করেছিলেন ম্যাডাম সার্ডুকভ তার টুকরো টুকরো বনওয়ালা জমির একটা সোজা প্ল্যান করবার জন্যে। জমিটা গরুতে মাড়িয়ে নষ্ট ক'রছিলো, আর চাষীরা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর ছেলে নিকোলাই নিকোলিভিচ স্বেচ্ছায় তাঁকে সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলো। সহকারী হিসাবে যুবকটি মনোযোগী এবং পরিশ্রমী, আর স্বভাবের দিক দিয়ে মিশুক, উজ্জ্বল, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষপাতী, অকপট এবং সদয়—যদিও স্বভাব তখন পর্যন্ত একটু ছেলেমি ধরনের, যেটা লক্ষ্য করা যেতো তার সরল হঠকারিতা এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে। সার্ভেয়ার একজন বয়সভারী লোক, নির্জনতাপ্রিয়, রুক্ষ এবং সন্দেহাতুর। সারাটা জেলায় সে মাতাল ব'লে পরিচিত ছিলো—ফলে, কাজ যোগাড় করতে তার অসুবিধা হ'তো এবং পেলেও মাইনে পেতো অল্প।

দিনের বেলায় তিনি যুবক সার্ডুকভের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তার ভড়ং বজায় রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলা দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে ক্লান্ত হওয়ায়, আর সারাদিন চীৎকার করে গলা ভেঙ্গে যাওয়ায়, বড্ড খিটখিটে হ'য়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো যে যুবক ছাত্রটির কাজের ওপর অনুরাগ এবং বিশ্রাম নেবার জায়গাগুলোতে চাষীদের সাথে তার খোশগল্প নিছক ভণ্ডামি—তার মা তাকে গোপন আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছে যাতে সার্ভেয়ার কাজের সময় মদ না খায় সেটা দেখতে। আর ছাত্রটা যে ভয়ানক বুদ্ধিমান যাতে করে সে এক সপ্তাহের ভেতরই সার্ভের জটিল সূত্রকে দখলে এনেছে এটা ওঁর প্রাণে (যিনি তিন তিনটা পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন) একটা হিংসা এবং ঈর্ষার ভাব সৃষ্টি ক'রেছিলো।

এবং নিকোলিভিচের অদম্য বাচালতাও বুড়ো লোকটিকে খুব বিরক্ত ক'রে তুলেছিল। আরও বিরক্ত করেছিল তার তাজা সতেজ যৌবন, তার পরিচ্ছন্নতা, তার চিত্তাকর্ষক সম্মান প্রদর্শনোপযোগী শিষ্টাচার বুড়োকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ব্যথা বোধ করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের শোচনীয় বার্ধক্য, তাঁর রুগ্নতা, তাঁর পিষ্ট-অন্তর আর নির্জীব অনুচিত ঈর্ষার অনুভূতির দ্বারা।

দিনের সার্ভে যতই শেষ হ'য়ে আসছিল ততই রুক্ষ এবং বদমেজাজী হ'য়ে উঠছিলেন তিনি। নিকোলিভিচের এতে কোটি কোটি ভুল তিনি ইচ্ছা করেই বাড়িয়ে ব'লছিলেন এবং প্রতি পদে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছাত্রটির যৌবনের পুঁজি এত বেশী এবং এত অফুরন্ত তার সৎপ্রকৃতি যে মনে হচ্ছিল, কোন রকম দোষ ধরতেই সে অপারগ। সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুলের জন্ত ক্ষমা চাচ্ছিল সে, এবং জামাকিনের কঠোর তিরস্কারের জবাব দিচ্ছিল সে ঝন্‌ঝনিয়ে হেসে—যে হাসি অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাছে গাছে। অনেকটা যেন সার্ভেয়ারের বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেতে অসমর্থ হয়েই সে ওঁর উপর নানা প্রশ্ন এবং রহস্য বর্ষণ ক'রছিলো তার আনোন্দাৎফুল্ল, আনাড়ি অসঙ্গত সৎপ্রকৃতির দ্বারা; যেমন করে একটা চঞ্চল কুকুরের বাচ্চা বুড়ো একটা কুকুরকে বিরক্ত করে।

সার্ভেয়ার নত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। নিকোলিভিচ তাঁর পাশে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু গাছের সাথে গুঁতো খেয়ে এবং শিকড়ের সাথে হচোট্ খাওয়াতে প্রায়ই পিছিয়ে পড়ে সে এবং দৌড়ে গিয়ে পরে তার সঙ্গীকে ধরতে হয়। হাঁপিয়ে গেলেও জোরে জোরে উত্তেজিত ভাবে উদ্দীপ্ত অঙ্গভঙ্গী এবং অপ্রত্যাশিত চীৎক্যারের সাথে কথা বলে সে—তার কণ্ঠস্বর তন্দ্রাচ্ছন্ন অরণ্যের ভেতর প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

"আমি বেশী দিন গাঁয়ে বাস করিনি স্যার আইভ্যানোভিচ,"

কণ্ঠস্বরে তীব্রতা ঢালতে চেষ্টা করে সে, এবং স্থির বিশ্বাসের সাথে বুকের ওপর হাত রেখে সে বলে, "আমি স্বীকার করি, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আমি দেশটাকে চিনি না—কিন্তু এ পর্যন্ত যা' কিছু দেখেছি তা' এমন প্রাণস্পর্শী, গভীর এবং সুন্দর ... অবশ্য, আপনি বলবেন যে আমি তরুণ এবং উগ্রস্বভাবের... ... আমি সেকথা মেনে নিতে রাজী আছি, কিন্তু সুবিবেচক এবং বাস্তব লোক হিসাবে আমি চাই যে আপনি মানুষের জীবনটাকে দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখুন ...."

সার্ভেয়ার অবজ্ঞার সাথে ঘাড়টা একটু উঁচু করে এবং একটুখানি বাঁকা শ্লেষাত্মক হাসি হাসেন, কিন্তু তিনি শান্তভাব বজায় রাখেন।

"শুধু ভাবুন, প্রিয় এগর আইভ্যানোভিচ, গ্রাম্য জীবনের সব রীতিনীতির পেছনে কি ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব রয়েছে। একখানা নভেল, একটা বই, একটা কুটীর, একখানা গাড়ী, কে এসব আবিষ্কার ক'রেছিল, কেউই না। সমগ্র মনুষ্যজাত অর্জন করেছিলো এসব। এগুলো এখনযেমন, দু হাজার বছর আগেও ঠিক এমনি ছিলো। একইভাবে মানুষ বীজ বুনেছে, লাঙ্গল চষেছে এবং বাড়ী বানিয়েছে। দু হাজার বছর আগে—কিন্তু কবে কোন সুদূর যুগে এই বিরাট কৃষিকর্মের উদ্ভব হ'য়েছিলো? আমরা এটা ভাবতেই সাহস পাইনে, প্রিয় আইভ্যানোভিচ্। এখানে আমরা সীমাহীন অসংখ্য শতাব্দীর দুয়ারে হুঁচোট খাচ্ছি। আমরা কিছুই জানি না কেমন করে এবং কখন মানুষ প্রথম গাড়ী বানায়? কত শত সহস্র বছর লেগেছিলো এই গঠনশীল কাজ শেষ করতে? শয়তান জানে!" ছাত্রটি চোখের ওপর তাড়াতাড়ি তার টুপিটা টেনে দিয়ে হঠাৎ প্রাণপণে চীৎকার করে ব'লে ওঠে, "আমি জানি না, এবং কেহই জানে না .. ..যেটাই ধরুন না কেন,—কাপড় চোপড়, বাসন কোসন, জুতো, কোদাল, চরকা, ঝুরি—লক্ষ লক্ষ লোক যুগের পর যুগ সেগুলো পাবার

জন্য মস্তিষ্ক চালনা ক'রেছে। মানুষের নিজের ওষুধ আছে, তার কবিতা, সাংসারিক জ্ঞান, নিজের সুন্দর ভাষা—সবই আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে দেখাবো যে একটা নামও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি—একজন লেখকের নামও না! যুদ্ধ-জাহাজ এবং টেলিফোনের তুলনায় এটা হয়তো নগণ্য, কিন্তু বিশ্বাস করুন, একখানা পিচ্‌ফর্কও আমাদের ওর চেয়ে বহুগুণ অভিভূত এবং অনুপ্রাণিত করে।

“টা-রাঁ-রা, টা-লা-লা’, জামাকিন্ কৃত্রিম উঁচুস্বরে গান ক'রতে থাকে। হাতের এমন ভঙ্গী করে যেন মনে হয় ব্যারেন অর্গ্যান চালাচ্ছে। “কল চলতে আরম্ভ ক'রলো। আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই ভেবে যে আপনি ওতে ক্লান্ত হন না! দিনের পর দিন একই ব্যাপার।”

“না, এগর আইভ্যানোভিচ্ শুনুন,” ছাত্রটি তাড়াতাড়ি বলতে থাকে। “কৃষক যে দিকেই মন দিক্ না কেন, যাই সে দেখুক না কেন তার চারপাশে সব জায়গায় সেই পুরাণো সত্য—বয়োশুভ্র এবং প্রবুদ্ধ সত্য। তার পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতায় উজ্জ্বল—সবই সরল, স্বচ্ছ এবং বাস্তব। আরও মূল্যবান এইজন্য যে তার পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আদৌ কোন প্রশ্ন নেই। একজন ডাক্তার, একজন বিচারক, অথবা একজন লেখকের কথাই ধরুন, এই সব উপজীবিকার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আপত্তিকর এবং অলীক। ধরুন একজন জ্ঞানাভিমানী লোক, একজন জেনারেল, একজন সিভিল সারভ্যাণ্ট; একজন পুরুত........”

“দয়া ক'রে ধর্মে হস্তক্ষেপ ক'রবেন না—গম্ভীর ভাবে জামাকিন্ বলে।

“আমি ওই অর্থে বলিনি, এগর আইভ্যানোভিচ্।” অধীরভাবে হাত নেড়ে সার্ভকভ বলে। “আপনার পছন্দ হ'লে, একজন ব্যারিষ্টার, একজন আর্টিষ্ট, একজন গায়কের কথাই ধরুন। ওই সমস্ত মূল্যবান লোকের বিরুদ্ধে বলবার আমার কিছুই নেই। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই জীবনে একবার অন্তত প্রশ্ন ক'রে থাকবে, তার উপজীবিকাটা

মনুষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য ছিলো কিনা। একজন কৃষকের জীবন অপূর্ব সঙ্গতিশীল এবং সুস্পষ্ট। বসন্তে যদি তুমি বোন, শীতে তুমি খেতে পাবে। ঘোড়াকে খাওয়ালে, প্রতিদিন সে তোমাকে সাহায্য ক'রবে। এর চেয়ে সোজা! অথবা নিশ্চিত আর কি হ'তে পারে? কিন্তু এই বাস্তবমানুষকে তার সুস্পষ্ট জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘাড় ধরে ওই সভ্যতার আলিঙ্গনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। অমুক অমুক আর্টিকল'এর ক্ষমতা দ্বারা, এবং কোর্ট অব এ্যাপীলের অমুক অমুক সংখ্যার অনুসন্ধানের ফলে কৃষক সাইভোরোভ অমুক অমুক জমির মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি করার জন্য জমির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইনের বিরুদ্ধে দোষ ক'রেছে এবং এজন্য এই এই শাস্তি তাকে দেওয়া হ'লো। আইভ্যান্ সাইভোবোভ হয়ত সঙ্গতভাবেই উত্তর দেয়, "হুজুর, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা এই উইলো গাছের ধারে চাষ ক'রতেন যার ওখানে শুধু একটা খুঁটী আছে। কিন্তু তখন সাভেয়ার এগর আইভানোভিচ্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।"

"দয়া করে আমাকে এর মধ্যে টানবেন না, জামাকিন্ বিরক্তির সাথে বাধা দিয়ে বলে।

"আচ্ছা, আমরা সার্ভেয়ার সার্ডুকভই বলবো, যদি আপনারা ওতে বেশী সন্তুষ্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন, কম্পাস অনুযায়ী আইভ্যান্ সাইভোরোভের সম্পত্তির সীমানা দক্ষিণপূর্ব দিকে চল্লিশ ডিগ্রী বা ওরকম এর পাড় ঘেসে গেছে। অর্থাৎ আইভ্যান্ সাইভোরোভ্ আর তার ঠাকুর্দা এবং ঠাকুর্দার বাবা যে-জমিটা তাদের নয় সেটা, চাষ ক'রেছে। আইভ্যান সাইভোরোভকে জেলে দেওয়া হয়, পেন্যাল কোডের সবগুলো ধারা অনুযায়ী; কিন্তু বেচারা কিছুই বোঝে না, ব'সে ব'সে শুধু চোখ মিট্ মিট্ করে। সে তোমার কম্পাসের চল্লিশ ডিগ্রীর কথা কি করেই বা বোঝে যখন মায়ের দুধ খাবার

সাথেই বেচারা ভেবেছে যে জমিটা কারও নয়, ভগবানের!"

জামাকিন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, "আমার গায়ে কেন এসব নিক্ষেপ করছেন?

"অথবা আর একটা কথা ধরুন—আইভ্যান্ সাইভোরোতকে সৈন্যদলে ঢোকান হয়, "সার্ভেয়ারের মন্তব্য লক্ষ না করে উৎসাহের সাথে সাড়ুর্কভ ব'লতে থাকে—"এ্যাটেনশান! আইজ্ রাইট্! ড্রেস বাই দি রাইট্! এ্যাটেনশান্! সার্জেণ্ট তাকে শেখায়। আমিও কয়েক মাস দেশের কাজ ক'রেছি এবং বিশ্বাস করতে রাজী আছি যে সামরিক কাজের জন্য এসব কলা-কৌশল প্রয়োজনীয়; কিন্তু একজন কৃষকের কাছে এটা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। যাই বলুন না কেন, আশা ক'রতে পারেন না একজন লোক তার সহজ প্রাঞ্জল জীবন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবে আপনার কথানুযায়ী কাজ করবার জন্য এবং বিশ্বাস ক'রবে যে ওসব ভেস্কীর সত্যিই কোন মূল্য আছে অথবা ওর পেছনে কোন অর্থ আছে। আগু ভেড়া যেমন ক'রে নতুন দরজার দিকে তাকায়, তেমনই করে সেও আপনার দিকে চাইবে।"

"আজকের মত এই কি যথেষ্ট হয় নি, নিকোলাই নিকোলিভিচ্?" সার্ভেয়ার জিজ্ঞাসা করে। সত্যি কথা ব'লতে কি, আমি এই সব কথাবার্তায় হাঁপিয়ে উঠেছি। আপনি নিজকে একটা কিছু করে খাড়া করতে চান, কিন্তু আপনার কথায় কোনরকম অর্থ বা যুক্তি নেই। আপনি কি ডন্ জুয়ানের মতো আপনাকে দেখাতে চান? এসব কথাবার্তা কেন? সত্যিই আমি বুঝতে পারি না।"

একটা ঝোপের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে ছাত্রটি এক দৌড়ে গিয়ে সার্ভেয়ারকে ধরে।

"আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, যদি আপনার মনে থাকে: যে চাষারা হচ্ছে নির্বোধ, আলসে, নিষ্ঠুর। একটু ঘৃণার সাথে আপনি

কথাগুলো বলেছিলেন, ফলে আপনার যতটা ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিত ছিলো ততটা হতে পারেন নি। কিন্তু প্রিয় এগর আইভ্যানোভিচ, আপনি কি বোঝেন না যে কৃষক আমাদের থেকে আলাদা ক্ষেত্রে বাস করে। কষ্টেসৃষ্টে সে তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছেছে, যখন আমরা চতুর্থ স্তরের কথা ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছি। কেমন করে আপনি বলেন যে কৃষক নির্বোধ? আবহাওয়া সম্বন্ধে, তার ঘোড়াটার সম্পর্কে, খড়কাটার বিষয়ে ওর কথাবার্তা আপনাকে শুনতেই হবে। ওসব কথা অপূর্ব। প্রত্যেকটি কথাই সরল তাৎপর্যমূলক, অর্থব্যঞ্জক এবং উপযুক্ত...কিন্তু সেই কৃষককেই আপনাকে একটা গল্প বলতে বলুন, কি ভাবে সে থিয়েটার দেখতে সহরে গিয়েছিলো, শুঁড়িখানায় কি চমৎকার সময় কাটিয়েছে—যেখানে একটা 'ব্যারেল-অর্গ্যান' বাজানো হচ্ছিলো, দেখবেন কি জঘন্য উক্তি, কি হাস্যকর-কুৎসিত কথা সে ব্যবহার করে। সেটা শুনতে ভয়ঙ্কর।

"ছাত্রটি একটু থেমে হঠাৎ যেন আবেদন জানিয়ে চীৎকার করতে থাকে—যেন বনটা লোক পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে এবং সকলে তার কথাবার্তা শুনছে! আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে কৃষক দরিদ্র, রুগ্ন, নোংরা—কিন্তু তা'কে বিশ্রামের সময় দাও। অবিরল পেষণ তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সে বিদীর্ণ। তাকে খেতে দাও, তা'কে রক্ষা কর, লেখাপড়া শেখাও তাকে, কিন্তু তোমার চতুর্থ স্তর দিয়ে তাকে চূর্ণ ক'রো না। আমি স্থিরভাবে বুঝেছি, যে জনসাধারণকে জ্ঞানের আলো না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আপীল-কোর্টের সব গবেষণা, তোমার কম্পাস, সব দলিলপত্র, সব গোলামি তার কাছে নির্জীব শব্দরাশিতেই পরিণত হবে।"

জামাকিন্ হঠাৎ থেমে গিয়ে ছাত্রটির দিকে ফিরে দাঁড়ায়। "নিকোলাই "নিকোলিভিচ, আমি তোমাকে চুপ করতে ব'লছি!" একজন বুড়ো মেয়েলোকের মত দুঃখাত্মক স্বরে সে বলে ওঠে। "তুমি

এতো ব'কেছো যে আমার ধৈর্য শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমি আর শুনতে পারি না—আর শুনতে চাইও না! যতদূর মনে হয়, তোমার সাধারণ-বুদ্ধি আছে, অথচ তুমি এতো সোজা ব্যাপারটা বুঝতে পারো না। বাড়ীতে, অথবা বন্ধু-বান্ধবের ভেতর তোমার মত প্রচারের সুযোগ আছে। আমি তোমার বন্ধু নই। তুমি যা' তুমি তাই—আর আমি যা আমিও তাই। আমি এসব কথাবার্তা পছন্দ করি না। আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে..... "

নিকোলিভিচ্ তাই নাকী চশমার উপর দিয়ে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে জামাবিনের দিকে চায়। সার্ভেয়ারের মুখটা অস্বাভাবিক, সামনের দিকটা সংকীর্ণ, লম্বা এবং ছুচ্‌লো, কিন্তু পাশ থেকে চওড়া এবং চ্যাপ্টা দেখা যায়—অর্থাৎ মুখখানায় সামনের দিকটা নেই ব'ললেই চলে আর তার নাকটা বিমর্ষ এবং বিষণ্ণ। স্বচ্ছ নম্র গোধূলির আলোয় ছাত্রটি ওই মুখে এমন একটা অবসাদ এবং জীবনের ওপর বিতৃষ্ণার ছাপ দেখলে যে তার ভেতরটা দুঃখে বিদীর্ণ হতে লাগলো এবং আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টির ফলে কঠোর স্পষ্টতায় সব তুচ্ছতা, বাধা এবং অর্থহীন কদর্য স্বভাব—যা হতভাগ্য লোকটার নিরালা আত্মাকে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছে তা সে অনুভব করতে পারল।

"রাগ করবেন না এগর আইভ্যানোভিচ্", নরম প্রীতিপূর্ণ ভাষায় সে বললে। "আমি কোন রকম আঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে বলি নি। আপনিই একটু খিট্‌খিটে।

"খিট্‌খিটে, খিট্‌খিটে", অর্থহীন ঈর্ষাপ্রসূত স্বরে জামাকিন সেই কথার পুনরুক্তি করে। "এক সময় আমি খিট্‌খিটে ছিলাম না। কিন্তু আমি এসব কথাবার্তা পছন্দ করি না, ব'লছি তোমাকে ·· তোমার কাছে কি রকম সাথী আমি হতে পারি? তুমি একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক—আর আমি কি? আমি? ধূসর ছায়াময় একটা জীব বইতো নয়।"

ভ্রমমুক্ত হ'য়ে ছাত্রটি চুপ ক'রে যায়। রুক্ষতা এবং অবিচারের সম্মুখীন হলে সে সব সময়ই বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ে। সার্ভেয়ারের পেছনে পড়ে সে ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাঁটতে থাকে। লোকটার বাঁকা, সঙ্কীর্ণ এবং শক্ত পিঠটাও তার অর্থহীন হতভাগ্য জীবন, নিয়তির রূঢ় আঘাত, তার একরোখা জঘন্য আত্মশ্লাঘার কথা নীরবে প্রকাশ করে।

বনের মধ্যে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো আলো থেকে অন্ধকারের ধীর রূপান্তরের মধ্যে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়ে, গাছগুলোর অদ্ভুত চেহারা নির্ণয় করতে পারছিল। একটা শব্দ অথবা গতিবিধির কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দূর প্রান্তর থেকে বয়ে-আসা বাতাস ঘাসের স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর।

পথ নীচুর দিকে নেমে গেছে। একটা বাঁকে ভিজে ঠাণ্ডার একটা ঝলক যেন মাটির গভীর তলের কোন গর্ত থেকে আসছিল—সেটা ছাত্রটির মুখে এসে লাগে।

"সাবধানে চল। এখানে একটা জলা আছে" জামাকিন্ না ফিরেই হঠাৎ বলে ওঠে। নিকোলিভিচ্ লক্ষ্য করে যে তার পায়ের কোন শব্দ হচ্ছে না যেন একটা নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে সে মাড়িয়ে যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট ঝোপের সার। তার চার পাশে ডালপালা আঁকড়ে আছে। মাঝে মাঝে কম্পিত, সাদা, ভাঙা ভাঙা কুয়াশার মেঘের ঢেউ। একটা অদ্ভুত শব্দ হঠাৎ বনের ভেতর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষীণ এবং ছন্দোবদ্ধ করুণ স্বরে ওটা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। ছাত্রটি আতঙ্কে থেমে যায়।

“ওটা কি?” কম্পিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে!

“একটা বক,” সার্ভেয়ার সংক্ষেপে উত্তর দেয়। "চল তাড়াতাড়ি হাঁটা যাক, এখানে একটা বাঁধ আছে।"

কিছুই দেখা যায় না তারপর। ডাইনে এবং বাঁয়ে কুয়াশা একটা ভারী সাদা পর্দার মত ঝুলছিল। ছাত্রটি অনুভব করলে যে ওর জলকণা তার মুখে এসে লাগছে। ওর সামনে একটা কালো চঞ্চল বিন্দু—সার্ভেয়ারের পিঠ—এগিয়ে চলেছে সে। পথ অদৃশ্য. কিন্তু তাব দু'পাশেই যে জলাভূমি আছে সেটা বোঝা যায়, এবং ও থেকে শুকনো শাপলা আর ভিজে ব্যাঙের ছাতার উগ্র গন্ধ ওঠে। বাঁধটা নরম এবং পায়ের নীচে দুলতে থাকে—আর প্রতি পদে চট্‌চটে কাদা ওখেকে বেড়োতে থাকে।

সার্ভেয়ার থেমে যায়। তার পিঠে গিয়ে গুতো খায় সাভু্‌কভ।

"দেখো, পা পিছলে যাবে কিন্তু!" জামাকিন্‌ গজ্‌ গজ্‌ করতে থাকে। "তুমি বরং অপেক্ষা করো, আমি পাহারাদারকে ডাকি। দম নিলেই ওই অভিশপ্ত কাদার ভেতর পুঁতে যাবে।"

মুখের ওপর হাত রেখে সে একটানা একটা চীৎকার দেয় "ষ্টেপা-ন্‌"!

নরম কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়ে গলার স্বর অস্ফুট এবং ছন্দোহীন হয়ে যায়—যেন জলাভূমির ভিজে বাষ্পে সেটা লেপ্টে গেছে।

"দুত্তোর! তুমি জানোই না কোথায় পা দিতে হয়!" সার্ভেয়ার গর্‌ গর্‌ ক'রতে থাকে, দাঁত ভীষণভাবে কড় মড়্‌ করতে থাকে। 'আমার' মনে হয় আমাদের একই ভাবে গুটিসুটি মেরে থাক্‌তে হবে। ষ্টেপান্‌!' বিরক্তিতে এবং খেদে সে চীৎকার করতে থাকে।

"ষ্টেপা-ন্‌!" ফাঁকা এবং খাদ স্বরে ছাত্রটি একবার ডাকে।

পর্যায়ক্রমে তারা বহুক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর কিছু দূরে আকার-বিহীন এক ঝলক হলদে আলো কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। সেই উজ্জ্বল জায়গাটায় বিরাট একটা ছায়া পড়েছে। একজন বেঁটে লোক টিনের একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসে।

"এই যে," প্রহরী লণ্ঠনটা উঁচুতে তুলে ধরে বললে, "আর আপনার সাথে উনি কে? মাষ্টার সার্ভুকভ, না?

"নমস্কার, নিকোলাই নিকোলিভিচ্। মনে হয়, রাত্তিরে থাকবেন, না? একেবারে অবারিত দ্বার। আমি ভাবছিলাম, কে ডাকতে পারে, কিন্তু দরকার যদি হয়, এই ভেবে বন্দুকটা সাথে নিয়েছি।" লণ্ঠনটার হল্‌দে আলো ষ্টেপানের মুখে পড়ায় অন্ধকারের পাশে সেটাকে বেশ তৃপ্তিকর মনে হচ্ছিলো। মুখটা সুন্দর, কোঁকড়ানো নরম চুলে ভর্তি— দাড়ি গোঁফ আর ভ্রুর চুলে। তার নীল ছোট ছোট চোখ দুটো ঘন জঙ্গলের মাঝ থেকে উঁকি মারছে এবং চারপাশে ছোট ছোট রেখার বৃত্ত তার মুখে ক্লান্ত এবং হাস্যময় শিশুর মত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলো।

"চলুন আমরা যাই," ব'লে ফিরে দাঁড়িয়ে সে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। তার লণ্ঠনের বড হলদে আলোর ছোপ্‌টা নীচে মাটীর ওপরে কাঁপতে থাকে—পথের ছোট একটা অংশকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।

"এখনও কাঁপ্‌ছো, ষ্টেপান?" জামাকিন্ ওর পেছনে চ'লতে চ'লতে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, এগর আইভ্যানোভিচ্," দূর থেকে ষ্টেপান উত্তর করে। দিনের বেলা তত মন্দ নয়, কিন্তু রাত এলে কাঁপুনি আসে। কিন্তু আমরা এতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি এগর আইভ্যানোভিচ্।"

"মেরিয়া কি একটু ভালো?"

"না, আমি 'না' বলতে দুঃখিত। স্ত্রী-ছেলেমেয়েগুলো সবাই খারাপ। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ছোট্ট শিশুটা ভালো আছে, অবশ্য সময়মত সেও এটা পাবে। আর তোমার ছোট ধর্মছেলেকে আমরা গত সপ্তাহে নিকোলস্কির কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম.. .. এই নিয়ে আমরা তিনটা কবর দিলাম.. ...দেখি আপনার পথে আলো ধরি এগর আইভ্যানোভিচ। খুব সাবধানে চলবেন এখানে।"

নিকোলিভিচ লক্ষ্য করলে, পাহারাদারের ঘর খুঁটির ওপর তৈরী—মেঝে আর মাটির মধ্যে পাঁচ ফিট জায়গা রয়েছে। কয়েকটা ট্যারা বাঁকা সিঁড়ি দরজা অবধি গিয়েছে। পথটা আলো করবার জন্য ষ্টেপান মাথার ওপর লণ্ঠনটা উঠায়। ছাত্রটি ওর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করে যে সে আগাগোড়া কাঁপছে এবং তার ধূসর ইউনিফর্মটার কলারের নীচে নিজকে সে জড়োসড়ো করে রেখেছে।

খোলা দরজা দিয়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে—কৃষাণ পল্লীতে যেটা সাধারণ ব্যাপার—ট্যান্ করা চামড়ার কোট আর সেঁকা রুটির টকগন্ধ ওর সাথে মেশান। সার্ভেয়ারই প্রথম ঢোকে দরজার কবাটের তল দিয়ে নীচু হয়ে।

"নমস্কার মিষ্ট্রেস্!" অকপট সদাশয়তায় সে ষ্টেপানের স্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানায়।

খোলা ষ্টোভটার পাশে-দাঁড়ানো ঢ্যাঙ্গা একজন স্ত্রীলোক ওর দিকে সামান্য একটু ফিরে ওর দিকে না চেয়েই ম্লান ম্রিয়মানতায় নীরবে অভিবাদন জানায়—তারপর চুল্লীর পাশে গিয়ে তন্ন তন্ন করে জিনিসপত্র ওল্টাতে-পালটাতে থাকে। ষ্টেপানের ঘরখানা বড় কিন্তু নোংরা, ঠাণ্ডা এবং উন্মুক্ত আর একটা পরিত্যক্ত মনুষ্যাবাসের মত ওটাকে মনে হয়। কাঠের প্রাচীর বরাবর দরজার সামনের কোণটায় কতকগুলো সরু লম্বা বেঞ্চ রয়েছে—বসা বা শোয়া দু'য়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। কোণটায় অনেকগুলো কালো কালো ছবি টাঙানো এবং তার ডাইনে-বাঁয়ে কতকগুলো পরিচিত কাঠে খোদাই ছবি, যেমন "শেষ বিচার" যাতে অসংখ্য সবুজ দৈত্য দানব আর ভেড়া-মুখো দেবদূতের ছবি, "বড়লোক এবং ল্যাজারাসের উপদেশাত্মক গল্প", তা ছাড়া "মনুষ্য জীবনের সিড়ি," "একটা রুশীয় আমোদ স্ফুর্তির দৃশ্য," এবং ওর বিপরীত দিকের কোণটায় একটা ষ্টোভ—যেটা ঘরের এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল

করে আছে। ওর ওপর থেকে দুটা ছোট ছেলের মাথা ঝুলছে; চুল তাঁদের রোদ্রস্নাত; সাদা ধবধবে—গাঁয়ে-বেড়ে-ওঠা ছেলেদের মধ্যেই শুধু যা' দেখা যায়। পেছনের দিককার দেওয়ালটার পাশে একখানা ডবল বিছানা, তাতে লাল ছাপাই চাদর। ছোট দশ বছরের একটা মেয়ে বসে পা দোলাচ্ছিলো—তার বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ দুটো আগন্তুকদের দিকে আশঙ্কায় স্থির হয়ে আছে।.

ছবিগুলোর নীচে কোণটায় মস্ত একটা খালি টেবিল। ওর ওপরে সিলিং এর উপর থেকে একটা হুকে-ঝুলানো জরাজীর্ণ একটা লণ্ঠন, তাতে মলিন চিমনী। ছাত্রটি টেবিলের ধারে বসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা অবসাদ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। মনে হচ্ছিলো তার সে যেন ওই জায়গায় কৃত্রিম আলস্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে আছে। লণ্ঠনের প্যারাফিনের গন্ধ তার মনে কোন অতীত অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিয়ে তোলে! এটা কি স্বপ্ন অথবা পূর্বস্মৃতি? কখন এবং কোথায় এটা ঘটেছিল? মনে হচ্ছিলো একটা ফাকা বাঁকা এবং প্রতিধ্বনিত কক্ষে সে ব'সে আছে—কক্ষটা দরদালানের মত। একটা বাতি থেকে উগ্র প্যারাফিনের গন্ধ আসছে, আর দেওয়াল থেকে চুল্লীর উপরকার কড়াটার উপর টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে প'ড়ছে। একটা প্রচণ্ড অবসাদে সার্জকভের মন পূর্ণ হ'য়ে যায়।

"আমাদের জন্ত কি সামোভারটা ঠিক করতে পারবে ষ্টেপান, আর একটা ডিমের তৈরী কিছু?" জামাকিন শুধায়।

"এক্ষুনি, এগর আইভ্যানেভিচ, এক্ষুনি," ষ্টেপান্ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

"মেরিয়া"—অনিশ্চিতভাবে সে তার স্ত্রীর দিকে চায়, তুমি কি সামোভার ঠিক ক'রে ফেলতে পারবে না! ভদ্রলোকরা একটু চা খেতে চান্।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁরা যা বলেছেন আমি শুনেছি,"—মেরিয়া রুক্ষভাবে উত্তর করে। সে দরদালানে চ'লে যায়। পার্ভেয়ার সেই মূর্তিটার সামনে গিয়ে ক্রুশ এঁকে টেবিলের উপরে গিয়ে বসে। ষ্টেপান্ তাদের থেকে ঘুরে দরজার কাছে, যেখানে জলের একটা বাসতি আছে, সেখানে একখানা বেঞ্চের একধারে গিয়ে বসে।

"আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম ভেবে, কে ডাকতে পারে, "নম্রভাবে সে আরম্ভ করে, "আমাদের ফরেষ্টার বাবু কি? আমি ভাবলাম। কিন্তু রাত্তির বেলা তাঁর কি দরকার? তিনি এখানে চিনে আসতে পারবেন না। তিনি নিশ্চয়ই একজন অদ্ভুত ভদ্রলোক। আমাদের সকলের কাছে তিনি সৈন্যদের মত চালচলন প্রত্যাশা করেন। এটা তাঁকে ভারী আনন্দ দেয়। বন্দুক নিয়ে গিয়ে তুমি রিপোর্ট কর, "কর্তা, আমার প্রহরার বেলায় বনের মধ্যেকার চেরনাটনস্কীর বাড়ীতে সব ঠিক ঠাক ছিলো... ..ওসব সত্ত্বেও তিনি একজন খাঁটি লোক। মেয়েদের যে তিনি সর্বনাশ করেন, অবশ্য, সেটা আমাদের ব্যাপার নয় ......"

চুপ করে সে। দরদালানে মেরিয়াকে সামোভারে সশব্দে কয়লা ফেলতে শোনা যায়। ষ্টোভের ওপর থেকে ছেলেমেয়েগুলোর গভীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিলো। দোলনাটা একঘেয়ে আর্তনাদ ক'রেই চ'লেছে। স্যাভূর্কভ একটু মনোযোগ দিয়ে বিছানার ওপরকার ছোট্ট মেয়েটার মুখের দিকে চায়। ওর চপল সৌন্দর্যের দুর্লভ বিকাশে ও বিস্মিতই হয়। গাল দুটো একটু ফোলা হলেও বেশ নরম এবং কমনীয়—সুন্দর স্বচ্ছ চীনামাটির ওপরকার ছবির মত। সুন্দর বড়ো বড়ো চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। স্বপ্নময় অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে—র‍্যাফেলের আগেকার ছবির মেয়েদের চোখের মত।

"তোমার নাম কি খুকি?" ছাত্রটি মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করে। হাস্ত

দিয়ে মুখটা সে ঢেকে ফেলে, এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যায়।

"ও লাজুক," স্টেপান চীৎকার ক'রে বলে। "ভয় কী তোমার্ বোকা মেয়ে? সে একটু অদ্ভুত শিষ্ট হাসি হাসে, ফলে তার সবটা মুখ দাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে তাকে একটা সজারুর মত দেখায়। ওর নাম ভেরিয়া। ভয় পেওনা বোকা মেয়ে। ভদ্রলোকটি তোমাকে মারবেন না," মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার মত চেষ্টায় সে বলে।

"ওর কি ব্যারাম?" নিকোলিভিচ জিজ্ঞেস করে।

"কি?" স্টেপান প্রশ্ন করে। ঝোপের মত তার মাথার চুলগুলো দু'ভাগ হয়ে যায়, এবং আর একবার তার স্নিগ্ধ ক্লান্ত দৃষ্টি দুই দিকে চেয়ে থাকে। আপনি কি জিজ্ঞেস করছিলেন সে রোগী কিনা? আমাদেব সবাই রোগী! স্ত্রী, স্টোভের ওপরকার ছেলেগুলো, সবাই। তৃতীয় জনকে আমরা মঙ্গলবারে কবর দিয়েছি। আপনি তো জানেন জায়গাটা স্যাতসেতে—ওটাই আসল কারণ। আমরা কাঁপি আর কাঁপি এবং ঠিক সময় আবার ছেড়ে যায়।"

"আপনাবা কিছু খাননা কেন ওর জন্যে?" একটু মাথা নেড়ে ছাত্রটি প্রশ্ন করে। 'আমাদেব ওখানে যাবেন কিছু কুইনাইন দেবো আমি।"

"ধন্যবাদ আপনাকে নিকোলিভিচ্—ভগবান আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আমরা বহুবার অনেক কিছু খেয়েছি, কিন্তু তার ফল কিছুই হয় না" নিরাশভরে হাত দুটো ছোঁড়ে স্টেপান। আমরা তিনজনের কবর দিয়েছি .. .. ওই জলাটার জন্যে এখানে স্যাঁতসেঁতে, এবং বাতাসটাও ভারী আর বদ্ধ।"

"অন্য জায়গায় যাও না কেন?"

"কি?' অন্য জায়গার কথা বলছেন? প্রশ্নটার পুনরুক্তি করে স্টেপান। মনে হচ্ছিলো, তাকে যা' বলা হচ্ছিলো সেদিকে মন দেবাব

জন্য তাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছে। প্রত্যেকটি কথার সাথে তাকে তন্দ্রা ঝেড়ে ফেলে দিতে হচ্ছিলো।

এখান থেকে নড়া অবশ্য ভাল মশাই, কিন্তু তবু একজনকে তো এখানে থাকতেই হবে। বাড়ীটা বড়ো আর একজন পাহারাদার না রাখলেও ওদের চলে না; আমরা না হলে অন্য কেউ একজন নিশ্চয়ই……
আমার আসার আগে গালাকশান্ পাহারাদার এখানে থাকতো। বেশ বুদ্ধিমান লোক সে, বেজায় স্বাধীনচেতা……প্রথম সে, তার দুইটি ছেলেকে কবর দেয়, তারপর স্ত্রীকে, শেষে নিজে মরে। কোথায় তুমি বাস কর, সেটা বোধ হয় প্রশ্ন নয়। আমাদের স্বর্গের পিতা জ্ঞানী। আমরা কোথায় থাকবো এবং কি ক'রবো, সেটা তিনিই ভাল বোঝেন।"

মেরিয়া দরজা খুলে আবার হাতের কনুই দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে সামোভার নিয়ে আসে।

"ওভাবে বসে থাকা বেশ চমৎকার।" ষ্টেপানের উপর সে চটে উঠে। অন্তত কাপগুলো তো ঠিক করতে পারতে।

সে প্রচণ্ডভাবে টেবিলের উপর সামোভারটা রাখে। তার অকাল-বার্ধক্যের ছাপপড়া মুখটা শীর্ণ এবং ক্যাকাসে। তার গালে ছোট ছোট ব্রণের জালির নীচে দুটো রাঙা দাগ। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম ঝকঝক করে। ঠিক ওই রকম রুষ্ট ভঙ্গীতে সে কাপ, রেকাবী এবং রুটি টেবিলের উপর ছুঁড়ে দেয়।

সার্জকভ চা খায় না। সেদিন সে যা কিছু দেখেছে বা শুনেছে তাতে হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে সে। সার্ভেয়ারের অর্থহীন নীচহিংসা, নিষ্ঠুর রহস্যময় ভাগ্যের সামনে ষ্টেপানের শান্ত বিনয় তার স্ত্রীর নীরব রোষ, জলাভূমির জ্বরে ছেলেগুলোর অবসর একটার পর একটা মরে যাবার দৃশ্য সব মিলে তাকে একেবারে অবসন্ন ক'রে ফেলে। ঠিক যেরকম তীব্র অসহায় অবস্থা আমরা বোধ করি যখন আমরা একটা রুগ্ন

কুকুরের বুদ্ধি উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাই, অথবা একটা নির্বোধের করুণ চোখ দেখি কিংবা যখন আমরা নিরীহ নরনারীর দুঃখকষ্ট অত্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনি অথবা পড়ি।

সার্ভেয়ার কাপের পর কাপ চা খায়। বিরাট এক চাকলা রুটি থেকে একটা বড় গ্রাস রুটি ছিড়ে নিয়ে সে লুব্ধভাবে খেতে থাকে। খাবার সময় তার গালের হাড়ের উপর মাংসপেশীগুলো দড়ির মত নড়াচড়া ক'রতে থাকে। তার স্তিমিত উদাসীন্ চোখ দুটো জানোয়ারের মত সোজা চেয়ে থাকে। অনেক বলা কওয়ার পর সমস্ত পরিবারের মধ্যে ষ্টেপান এক কাপ চা খেতে রাজী হয়।

ধীরে ধীরে এবং বহুকষ্টে সময় গড়িয়ে চলে। সার্ড্কিভ বিস্মিত হয়ে ভাবে আরও কত দীর্ঘ স্তিমিত সন্ধ্যা দেখা যাবে এই ঘরটায় যার সিক্ততা এবং বিষাক্ত কুয়াশা সমুদ্রের ছোট একটা নিরালা দ্বীপের মতই অসহায়। নিভে আসা সামোভার হঠাৎ সূক্ষ্ম করুণ সুরে গুণগুনিয়ে উঠে—ব্যাপক নৈরাশ্য এবং হতাশারই প্রতিধ্বনি ওঠা। দোলনাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বন্ধ করেছে। মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শুধু একটা ঝিঁঝি পোকা তার একঘেয়ে-তন্দ্রাজড়ানো সুরে গান ক'রতে থাকে। বিছানার ওপরকার ছোট মেয়েটা তার হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে চিন্তিত ভাবে আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে—যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। তার বড়ো বড়ো অপার্থিব দৃষ্টিওয়ালা চোখ দুটো আরও বিস্ফারিত, মাথাটা তার নিস্পৃহ এবং অনুভূতিহীন ভঙ্গীতে একপাশে নোয়ানো। এভাবে আলোর দিকে তাকিয়ে কি সে ভাবছে, কি সে অনুভব করছে, মাঝে মাঝে তার পাতলা হাত দুখানা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্তভাবে এলিয়ে পড়ে, এবং এই সময় তার চোখ দুটো অদ্ভুত, অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম, স্মিত এবং প্রত্যাশী হাসিতে জ্বলে উঠে—রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার যেন তার জন্যে মধুর একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসে—যা অন্যের কাছে

অজানা। এবং একটা গোলমেলে অন্ধ চিন্তা যেন ছাত্রটির মাথায় ঢোকে। তার কাছে মনে হয় পরিবারটা রোগের রহস্যময়ী শক্তির মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মেয়েটার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে ভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অস্তিত্ব তার সঙ্গে কিনা। ধীরে ধীরে উদাসীনতার ভিতর দিয়ে হয়তো দিনগুলো তাদের স্বাভাবিক উদ্বেগ, বিশৃঙ্খল গোলমাল, হুড়োহুড়ি এবং ক্লান্তিকর আলো নিয়ে এগিয়ে আসে। সন্ধ্যা আসে আর সে তার চোখ দুটোকে বাতির ওপর স্থির রেখে ক্লান্ত অধৈর্যে রাতের প্রতীক্ষা করে—যখন সেই দুরারোগ্য ব্যাধির তীব্রতা তার ছোট দেহটাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়, তার ছোট্ট মস্তিষ্কটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং দুরন্ত মধুর এবং বেদনাকর স্বপ্নে ওকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়।

বহুদিন আগে সাভূর্কভ কোন এক জায়গায় একজন প্রসিদ্ধ আর্টিস্টের "ম্যালেরিয়া" নামক ছবি দেখেছিলো। জলজ লিলি ফুলে ছাওয়া একটা জলার ধারে ছোট্ট একটা মেয়ে শুয়ে ছিলো এবং ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে দুলছিলো। জলাটার ভেতর থেকে একটা মেয়ে বড়ো বড়ো অশান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে ধীরে ধীরে মেয়েটার কাছে আসছিলো। তার জামা কাপড় কুয়াসায় মিলিয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ঠিক প্রেতের মত দেখাচ্ছিল। সাভূর্কভ হঠাৎ সেই বিস্মৃত ছবিটার কথা মনে করে একটা চকিত রহস্যময় আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, যেন তার পিঠের ওপর দিয়ে আচমকা একটা ঠাণ্ডা বুরুশ চলে গেল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে সার্ভেয়ার জিজ্ঞেস করে, "আমাদের বিছানাটা একটু ঠিক ক'রে দেবে মেরিয়া?

প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়ায়। ছোট মেয়েটা মাথাটা হাত দিয়ে ধরে সটান্ শুয়ে পড়ে। চোখটাকে আধ বোজা ক'রে রাখে সে; এবং একটা খুশীভরা স্বপ্নময় হাসি তার ঠোঁটে খেলা' করতে থাকে। হাই তুলে

এবং মোড়ামোড়ি ছেড়ে মেরিয়া বাইরে গিয়ে দু'বোঝা খড় নিয়ে আসে। মুখের রুক্ষতা তার মিলিয়ে গিয়ে চোখ দু'টো স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিলো। ক্লান্ত অধীর প্রত্যাশার একটা অদ্ভুত ভাব প্রতিচ্ছায়া ফেলেছিলো ওর ওপর।

যখন সে বেঞ্চগুলো টেনে সরিয়ে ঘর সাজাচ্ছিলো, তখন নিকোলিভিচ বাইরে দরজার চৌকাঠের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। তার চারদিকে কিছুই দেখা যায় না, শুধু ঘন ধূসর সজল কুয়াসা এবং যে ধাপটার ওপর সে দাঁড়িয়েছিলো—মনে হচ্ছিলো সমুদ্রে নৌকার মত সেটা ওর ওপর ভাসছিলো। ঘরের মধ্যে ঢুকলে ওই জলাভূমির শুভ্র কুয়াসায় তার মুখ, চুল, কাপড় চোপড় সব স্যাঁৎসেতে এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ছাত্র এবং সার্ভেয়ার দু'জন বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ে। ষ্টোভের ধারে মেঝের ওপর একটা বিছ্না পেতে ফেলে টৈপান। ল্যাম্পটা সে নিভিয়ে দেয় এবং অনেকক্ষণ ধরে তার ফিস ফিস প্রার্থনা শোনা যায়। তারপর সে শুয়ে পড়ে; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মেরিয়া বিছানার কাছে যায়। ঘরটা নিঝুম মেরে পড়ে থাকে। একঘেয়ে ঝিমিয়ে-পড়া স্বরে ঝিঁ ঝিঁ গান গেয়ে চলে, পোকাগুলো বিচ্ছেদহীন ক্লান্তিকর অভিযোগের মৃদু গুঞ্জন তুলে জানালার সার্সীতে এসে মাথা ঠুকতে থাকে।

ক্লান্তি সত্ত্বেও সাড়ুর্কভ ঘুমাতে পারে না। খোলা দৃষ্টি মেলে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে সে সতর্ক আওয়াজ শুনতে থাকে—বিনিদ্র তিমির রাতে যা অদ্ভুত আকার ধারণ করে। সার্ভেয়ার অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ে। হাঁ করে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চালায়। তার নিঃশ্বাস গলার একটা পাতলা আবরণ ভেদ করে ঘর ঘর শব্দে বেরিয়ে আসে বলে বোধ হয়। বিছানায় মায়ের পাশে শোওয়া ছোট্ট মেয়েটা কতকগুলো অস্ফুট শব্দ করে। ষ্টোভের ওপরকার ছেলেমেয়েগুলো খুব ঘন ঘন এবং গভীর শ্বাস প্রশ্বাস নেয়—যেন তাদের ঠোঁট থেকে তীব্র জ্বরের উত্তাপ উড়িয়ে দিতে চায়। প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে টৈপান শান্ত করুণ একটা শব্দ করে।

'মা, একটু জল।" একটা ঘুমন্ত ছেলে আবদারের স্বরে জল চায়। মেরিয়া বিনা প্রতিবাদে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে খালি পায়ে ফট ফট শব্দ করে ঘরের মাঝ দিয়ে বালতির দিকে যায়। লোহার জগে জল ঢালার ঢক ঢক শব্দ ছাত্রটি শুনতে পায়। ছেলেটা মাঝে মাঝে দম নিয়ে আকুল আগ্রহে বড় বড় ঢোকে জল পান করে তাও সে শোনে। আবার সব চুপচাপ, সার্ভেয়ারের গলা থেকে একটানা ঘর ঘর আওয়াজ বেরোয় এবং বাতাস ভরা ছোট ছোট ষ্টীম এঞ্জিনের মত ছেলেমেয়েগুলোর দম ঘন ঘন এবং জোরে জোরে পড়তে থাকে। বড়ো মেয়েটা জেগে গিয়ে বিছানার ওপর ওঠে বসে। কিছু বলতে চেষ্টা পায় সে কিন্তু তার ঠোঁটে শব্দ উচ্চারণ হয় না। তার দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর রকম কড়মড় করতে থাকে, "ঠা-ঠাণ্ডা" শেষ পর্যন্ত সে বলতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে দু'একটা মিষ্টি কথা ফিস ফিস করে বলে মেরিয়া, একটা কোট দিয়ে ওর চারিপাশ ঢেকে দেয়। তবুও ছাত্রটি অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের মধ্যে ওর ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পায়। বৃথাই সে ঘুমোবার জন্য তার পরিচিত পন্থা প্রয়োগ করে। একশো এবং তার বেশী গোণে সে, কবিতাগুলো আবৃত্তি করে, একটা উজ্জ্বল বিন্দু বা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কল্পনা আঁকতে চেষ্টা করে, কিন্তু সব বৃথা। তার চারিপাশের রোগ-পীড়িত বুকগুলোর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ, আর নিবিড় জমাট অন্ধকারে অশুভ রক্তপিপাসু অশরীরী রহস্যজনক অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে সে।

বিছানার পাশের শিশুটি কান্না জুড়ে দেয়। মা দোলনাটা ধরে ঘুমের সাথে লড়াই ক'রতে ক'রতে ওর দড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দের তালে-তালে করুণ ঘুমপাড়ানি গান আরম্ভ করে—

"হায়, হায়, হায়, হায়!
ভালো লোক সব ঘুমুচ্ছে,
পশুরাও ..

সেই অন্ধকারে অর্ধোচ্চারিত বিষণ্ণ-করুণ তন্দ্রাচ্ছন্ন গানের শব্দ অস্পষ্ট সুদূর কালের রুক্ষ উদাস সুরের মতই শোনা যায়। ঠিক ঐ ভাবেই গুহাবাসী মানুষ মনুষ্যজীবনের উদয় লগ্নে ইতিহাসের সীমার বাইরে একদিন গান গেয়েছিলো। রাতের বিভীষিকা আর নিজেদের অসহায় অবস্থায় মুহ্যমান হ'য়েই তারা সাগর পারে তাদের গুহায় আগুনের চার পাশে ব'সেছিলে—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলো ওরা ঐ রহস্যভরা আগুনের শিখার দিকে—ক্ষীণ হাঁটুর ওপর হাত দুটো পেঁচিয়ে বিষণ্ণ করুণ গানের সুরের সাথে সাথে দুলেছিলো।

তার মাথার ওপরকার জানালায় একটা অপ্রত্যাশিত ধাকায় ছাত্রটি চমকে ওঠে। ষ্টেপান্ মেঝে থেকে ওঠে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে যেন তার ঘুমটা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়েছে। সে একই জায়গায় খাড়া হ'য়ে থকে। তার ঠোঁট নাড়াতে নাড়াতে বুক আর মাথা আঁচড়াতে থাকে। তার পর নিজকে ঠিক ক'রে নিযে সে জানালার কাছে যায়। এবং কাঁচের ওপর মুখটা চেপে চ্যাপটা করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'কে ওখানে?'

জানালার ওপাশ থেকে একটা চাপা শব্দ আসে।

"কিস্‌লিনস্কি নাকি?" অদৃশ্য লোকটাকে ষ্টেপান্ প্রশ্ন করে। "হাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা বেশ তুমি যেতে পারো। ঈশ্বর তোমার সহায় হ'ন। আমি এক্ষুনি আসছি।"

'ব্যাপার কি ষ্টেপান্?' উদ্বিগ্নভাবে ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করে।

ম্যাচ্ খুঁজতে গিয়ে ষ্টেপান্ হোঁচট খায়।

"হায়, হায়,.. আমাকে যেতেই হবে। আমি যাবোই".. দুঃখিত-ভাবে সে বলে। "কিছুই করা যাবে না, কিস্‌লিনস্কির বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং ফরেষ্টার সব পাহারাদারদের ডাকবার হুকুম দিয়েছেন।... এজেণ্ট সবে মাত্র এখানে এসেছেন।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাই তুলে এবং

কাশির শব্দ ক'রে ষ্টেপান আলো জেলে পোষাক পরে। সে দরদালানে গিয়ে পৌঁছালে মেরিয়া নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে যায়—তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে। দুর্গন্ধ বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মত একটা হাওয়া গরম ঘরটাতে ছুটে আসে।

"একটা লণ্ঠন নিয়ে যাও সাথে", দরজার পেছন থেকে মেরিয়াকে বলতে শোনা যায়।

"দরকার কি? লণ্ঠন নিয়েও তো পথ হারায়।" শান্ত ফাঁকা স্বরে ষ্টেপান উত্তর করে। মনে হচ্ছিলো, স্বরটা মেঝের নীচ থেকে আসছে। দরজার চৌকাঠের ওপর চিবুকটা রেখে সাডুর্কভ্ জানালার দিকে চেয়ে থাকে। বাইরে অন্ধকার রাত আর ধূসর কুহেলি। জানলার ফাটল দিয়ে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসে। জানালার নীচে ষ্টেপানের দ্রুত পদক্ষেপ শোনা যায়। কিন্তু লোকটাকে আর দেখা যায় না—কুয়াসা আর রাত্রির বুকে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কোন রকম প্রশ্ন না তুলে, কোন অভিযোগ না ক'রে, জ্বর গা নিয়ে রাতের শেষে ওঠে সে ভিজে কুয়াসার ভেতর দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর রহস্যময় নিস্তব্ধতার মধ্যে চলে গেলো। ছাত্রটির কাছে ওর কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিলো। গত সন্ধ্যার সেই পথটার কথা সে মনে করে—বাঁধের দু'পাশে সাদা কুয়াসার পর্দা, পায়ের তলে নরম চট্‌চটে কাদা, বকের একটানা ক্ষীণ শব্দ—ছোট ছেলের মত একটা আতঙ্কের ভাব ওকে আচ্ছন্ন ক'রে। রাতে ওই বিরাট গহন অতলস্পর্শী জলায় কি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব প্রাণী জীবন্ত হয়ে ওঠে! ওইতো গাছের ডাল-পালার ভেতর কি ভীষণ সাপের মত সব জিনিস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। আর একা, শান্ত ভাবে, ভাগ্যের পায়ে মাথা নীচু ক'রে, অন্তরে একটুখানিও ভয়ের চিহ্ন না নিয়ে ষ্টেপান এখন সেই জলার ওপর দিয়ে ঠাণ্ডায় ভিজের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে পথ চ'লছে—জ্বর গায়ে—সেই জ্বর, যে জ্বর তার তিন ছেলেমেয়েকে কবরে পাঠিয়েছে এবং সম্ভবতঃ অন্য

গুলোকেও পাঠাবে। সজারু-দাড়ীওয়ালা এবং স্নিগ্ধ ক্লান্ত দৃষ্টি সম্পন্ন এই সরল লোকটা সাড়ুর্কভের কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বিশেষ।

পাতলা একটা ঘুম আসে ওর! ম্লান ছায়াময় আকৃতি এবং মুখগুলো ওর সামনে যাওয়া আসা করে। "এটা শুধু স্বপ্ন। এগুলো শুধু প্রেতাত্মা," সে নিজে নিজেই বলে—যদিও সে জানে যে সে ঘুমিয়ে। করুণ অস্পষ্ট কল্পনায় সে দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে যায়—জলন্ত সূর্যের নীচে পাইনবনের গন্ধের মধ্যে সার্ভে করা...সঙ্কীর্ণ পথটা, বাঁধের দু'ধারে কুয়াসা, ষ্টেপাণের কুটির . ষ্টেপাণ নিজে, তার স্ত্রী এবং তার ছেলে মেয়ে। সাড়ুর্কভ স্বপ্নও দেখে—অন্তরে দুঃখ নিয়ে সে আবেগভরে সার্ভেয়ারকে ব'লছে: "এ জীবনের লক্ষ্য কি?' —উষ্ণ অশ্রু তার চোখে জমে ওঠে। "এই করুণ আগাছার দল মানুষের কোন কাজে লাগে? এই হতভাগ্য নিরীহ ছেলেমেয়ের রোগ এবং মৃত্যুর কি অর্থ হতে পারে—যাদের রক্ত এই রক্তশোষক জলাভূমি শুষে নিচ্ছে? ওদের দুঃখকষ্টের কি যুক্তি ওদের ভাগ্য দিতে পারে?" কিন্তু সার্ভেয়ার ক্রোধে ললাট কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনেক দিন থেকেই সে এই দার্শনিক চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।...ষ্টেপাণ পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে তার স্নিগ্ধ নম্র হাসি। ধীরে ধীরে সে তার মাথা নাড়ে উদ্ধত যুবকদের উপর করুণা দেখাবার জন্যে বোধ হয়—যারা বোঝে না যে মানুষের জীবন হীনতায় নিঃস্ব আর ওর ঠিক বিপরীতও; আর এটাও তেমন চিন্তার বিষয় নয় কোথায় সে মলো—যুদ্ধক্ষেত্রে, বিদেশে, নিজের ঘরের বিছানায় অথবা জলাশয়ের জ্বরে।

যখন সে জেগে ওঠে তখন সাড়ুর্কভের মনে হয় যে সে আদৌ ঘুমায়নি—একান্ত ভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে এসব কথা চিন্তা করেছে শুধু। বাইরে ভোর হয়ে আসছিলো। কুয়াসা তখনো পুরু এবং ভারী হয়ে ঝুলছে রাতের মত, কিন্তু ওটা ধূসর থেকে তুষারধবল হয়ে গেছে এবং ভারী একটা পর্দা ওঠার মুখে যেমন কাঁপে স্থানে স্থানে তেমনই কাঁপছে।

সূর্যকে দেখবার জন্তে এবং গ্রীষ্মের প্রভাতের টাটকা নিষ্কলঙ্ক বাতাস সেবন করবার দুরন্ত এবং দুর্বার আকাঙ্ক্ষা সাডূর্কতকে পেয়ে বসে। তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিয়ে ও বেরিয়ে যায়। ভিজে কুয়াসার গাঢ় একটা ঢেউ ওর মুখে এসে লেগে ওকে কাঁপিয়ে তোলে। পথ ঠিক করবার জন্য সাডূর্কত বাঁধের ওপর দিয়ে জোরে দৌড়াতে থাকে এবং উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করে। কুয়াসা মুখের উপর ব'সে তার গোঁফ এবং চোখের তারায় জড়িয়ে যায়। সে ঠোঁটের ওপর ওটাকে অনুভব করে, কিন্তু প্রতি পদে দম নিতে ক'ম কষ্ট হয়। অবশেষে, যেন গভীর সঁ্যাতসেতে একটা অতলস্পর্শী খাদের ভেতর থেকে সে একটা বালুময় পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ওঠে। পায়ের নীচে সীমাহীন চিকিমিকি সাদা প্রান্তর জুড়ে কুয়াসা ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু মাথার উপর নীল আকাশ। সুগন্ধি সবুজ গাছের ডালগুলো ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে এবং সূর্যের সোনালী রশ্মি বিস্ময়ের নেশায় উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

মানিক জোড়

রোমানফ

ছত্রিশ বছর বয়সে, গুরুতর পরিশ্রমের ফলে, তাকে টিউবারকুলোসিসে ধরে। পাঠানো হয় তাকে ক্রিমিয়ায়। সাগরের ধারের একজন বুড়ির কাছ থেকে সে একখানা ঘর নেয়। কোন কাজ না ক'রতে সাবধান করা সত্বেও সবসময়ই একখানা নোটবুক আর একটা পেন্সিল সাথে নিয়ে বেড়ায় সে।

স্বাস্থ্যনিবাসে থাকবার সুবিধে থাকলেও সে যাবে না। গোলমাল এবং বেশী লোকজন সে পছন্দ করে না। লোকজনের সঙ্গ ওকে ব্যাকুল ক'রে তোলে, অথবা এও ধরা চলে যে, ওদের সাথে মেলামেশা করার অক্ষমতাটাই এর জন্য দায়ী। যশ অথবা স্ফুটন্ত মর্যাদা ওকে একটুও বদলাতে পারে নি। জনতার মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করে। সর্বদা তার মনে হয় যে আনন্দ এবং রসিকতা তার কাছে কেউ দাবী ক'রছে; অথচ সারাজীবন ধ'রেও সে কোনদিন কৌতুক অথবা রসিকতাপূর্ণ কোন কথা বলে নি।

প্রথম আলাপে যে সমস্ত মেয়ে তার দিকে সজীব এবং উৎসুক কটাক্ষ হেনেছে, তারা আস্তে আস্তে আগ্রহশূন্য হ'য়ে গিয়ে নীরব ঔদাস্যে ওর কাছ থেকে স'রে গেছে। আর ফিরে তাকায় নি তারা। কথার ঐশ্বর্য তার নেই এবং সে বুঝতো যে এই শক্তি ছাড়া, রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলার অক্ষমতা থাকলে, মেয়েদের কাছে ঘেঁষা যায় না।

অসংখ্য মেয়ে যারা এই সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাসে অথবা স্বাস্থ্যকর স্থানে আসে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মেয়েরাও পুরুষের সাথে কৌতূহলজনক এবং সজীব কথাবার্তায় মেতে থাকতে চায়।

সে প্রায়ই ক্লিক্লির সাথে লক্ষ্য ক'রেছে, কেমন ক'রে সম্পূর্ণ সাধারণ নীচ স্বভাবের ছেলেগুলোও সুন্দরী মেয়েদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছে—শুধু তাদের এই বক্বকানি এবং প্রত্যেকটি কথায় হাসাবার ক্ষমতা দ্বারা।

সে প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন ক'রেছে এটা কি সম্ভব যে, যে সমস্ত মেয়ে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে, তৃপ্তি জাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী চটুল এবং সুন্দর, তারা এতই মূর্খ যে ওরা শুধু আমোদ আর তামাসা ভালোবাসে।

প্রথমটা ওদের মধ্যে অনেকে এমন উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতো ওর দিকে অর্থাৎ ওই ভাস্কর শিল্পী এবং ওই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কবির দিকে। শেষে একদিনেই ওদের উৎসুক্য জুড়িয়ে গিয়ে ওরা পূর্ণ ঔদাস্তে ওকে ছেড়ে যায়। যদি সে সুন্দব হ'তো, যদি তার কপালের উপর ছড়িয়ে পড়া কোঁকড়ানো চুল থাকতো এবং তীক্ষ্ণ, নিখুঁত, একটু ফ্যাকাসে এবং প্রতিভা-উজ্জ্বল একখানা মুখ থাকতো, তা'হলে এরা একটু মনোযোগ দিয়েই ওকে দেখতো, এবং ওর স্ফূর্তিযুক্ত চমৎকার কথাবার্তার অক্ষমতাকে আংশিক ক্ষমা করতে পারতো।

কিন্তু তার বাইরের চেহারাটা নেহাৎ সাধারণ। পাণ্ডুর এবং লাজুক মুখের ওপব ছোট পাতলা একটুখানি দাড়ি, রোগপাণ্ডুর নগণ্য নিরীহ গোছেব চলাফেরা। কাপড় চোপড় কি ক'রে গুছিয়ে প'রে যেতে হয়, সে জানতো না। আজকাল সে ধূসর রংএর একটা কোট পড়েছে—তাতে সাদাসিধে একটা টাই। সে ঠিক ক'রতে পারেনি, কোটের বোতাম আলগাই রাখবে কিংবা বন্ধ ক'রে রাখবে। এক সময় তার মনে হয়, বোতাম এঁটে বেরোনটা ঠিক নয়, আবার এর উলটো ভাবে, অর্থাৎ বোতাম খুলে রাখলে শার্টটার অনেকটা দেখা যায়।

রোজ সকালে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে দেখে—

সমুদ্রের উজ্জ্বল বিস্তৃতি, যেখানে দিগন্তরেখা স্পষ্টভাবে আকাশের কোলে মিলিয়ে গেছে সেখানে, অথবা সমুদ্র পারের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে যেদিকে মেয়েরা হেঁটে বেড়াচ্ছে সেদিকে। ওদের পরণে খুব পাতলা পোষাক—দক্ষিণের সূর্যের দিকে ওরা ওদের হাত পা ঘাড় এবং কাঁধ উন্মুক্ত ক'রে রেখেছিলো।

ওরা ওর দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কোন মেয়ে, যে উচ্ছ্বসিত মুহূর্ত এবং হৃদয়গ্রাহী লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তার কাছে ওর সন্ন্যাসী পরিচয়টাই বেশী—ওইরকম কোন পরিচয়ের চেয়ে।

এই ধরণের মেয়েদের ভাষায়, একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ব'লতে বোঝায় সুপুষ্ট মাংসপেশীযুক্ত একজন মানুষ, যে ওদের দিকে স্থির-দৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবং যে প্রাণস্পর্শী এবং উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাবার্তা আরম্ভ করতে পারবে, সেই।

কি দুঃখের ব্যাপার যে, প্রকৃতি তার শ্রেণী নির্বাচনে মানুষের ভেতরকার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর ওপর এত বেশী জোর দেয়, আর আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং সৃষ্টি প্রতিভাকে অবহেলা করে।

প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখতো যে হঠাৎ একদিন অদ্ভুতভাবে একজন মেয়ের সাথে তার দেখা হ'য়ে যায়, সে বলিষ্ঠ মাংসপেশী অথবা সঙ্কীর্ণ এবং বাহ্যিক চাক্‌চিকাময় কথোপকথনের দক্ষতার দিকে চাইছে না।

এই চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সমুদ্রের ধারে গিয়ে একবারে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে থেকে সে কল্পনা ক'রতো কেমন ক'রে তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই আকস্মিক ঘটনা ঘটবে। যেন একদিন সমুদ্রের তীরে তার সাথে দেখা হ'য়ে যাবে, এবং তার পরিচয় পেয়ে সে ওর ওপর আসক্ত হ'য়ে পড়বে। তার সৃজনী শক্তিই ওর কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'বে। তার চেহারা যে খারাপ, অথবা সে যে দক্ষ, কৌশলী অথবা বাহাদুর নয় এ সবের ওপর ও দৃকপাতও ক'রবে না। তা'হলে চিরন্তন

নিঃসঙ্গতার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে নিঃসঙ্গতা তার ভাগ্যের সাথে জড়িত হয়ে আছে।

মেয়েদের চিরকালই সে সুন্দর এবং মহিমান্বিত ব'লে মনে ক'রে এসেছে। পাছে সে তাদের কোন সামান্য নির্বোধ এবং রুক্ষ উক্তির দ্বারা অপমানিত ক'রে বসে, এই তার ভয় ছিলো। অথচ স্পষ্টত এই সমস্ত উক্তিই মেয়েরা চায়।

আলাপ সুরু হ'বার পথে তাদের শিষ্ট অথবা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মনোভাব সম্পন্ন মনে হ'লেও, এ ধারণা স্থায়ী হয় না। নিজের চোখে সে দেখেছে কি ক'রে সেই সমস্ত মেয়েকে হালকা আমোদে মাতানো যায়; কেউ তাদের হাসাক, নিছক এটাই যেন তাদের কাছে প্রীতিকর।

তাদের আধ্যাত্মিকতায় ভুলে যদি কেউ ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে মেশে, তবে মাস খানেকের ভেতরই হয়তো তার মুখের ওপর, যে আর্ট এবং সৌন্দর্যের পেছনে আর্টিষ্টরা ছুটে বেড়ায়, তারই বিষয়ে অত্যাধিক আলোচনার ফল স্বরূপ ক্লান্তি ও অবসাদের একটা রেখা ফুটে উঠতে দেখতে পারে।

যে অচঞ্চল অধ্যবসায়ের দ্বারা আর্টিষ্ট তার লক্ষ্যের মুখে এগিয়ে চলে, সেটা তাদের কল্পনার বাইরে। উচ্চ মূল্যের জন্য সে শীগগিরই ক্লান্ত হ'য়ে উঠে, সম্ভবত যারা ওর সাথে অচ্ছেদ্য সংস্পর্শ রেখে চ'লেছে, অথবা যাদের জীবিকাই ওই, তারাই শুধু ওই আর্ট এবং সৌন্দর্যের মূল্যের মর্যাদা দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কি অস্বাচ্ছন্দ্যকর এবং দুঃখদায়ক মনে হয় যখন কোন লোকের কাছে কেউ তার প্রাণের সমস্ত কথা উজার করে দিয়ে দেখতে পায়, সেটার একঘেয়েমির জন্য সেই লোকটার মুখের ওপর ক্লান্তি ও অবসাদ ফুটে উঠেছে—ধীশক্তি সম্পন্ন লোকের কাছে যে একঘেয়েমির অর্থই অসীম ধৈর্য।...তা হ'লে কি চিরন্তন নির্জনতাই তার পাওনা?

হয়তো তাই .....

সেদিন সকালে পিওন আর্টিষ্টের নামে একখানা চিঠি দিয়ে যায়, খামের ওপরে চমৎকার নরম হাতের লেখা। মেয়েলি লেখা—দেখলেই বোঝা যায়। মৃদু অস্পষ্ট একটা গন্ধ—গন্ধওয়ালা কোন বাক্সে কাগজ থাকলে যেমনি গন্ধ পাওয়া যায় তেমনই।

বিস্মিত এবং উত্তেজিত হ'যে ওঠে ও। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে সূক্ষ্ম সরল লাইনগুলো পরীক্ষা ক'রতে থাকে—লাইনগুলো শেষের দিকে বাঁকা, যেখানে একটা ক'রে শব্দ বসানো হ'য়েছে, না হ'লে অন্য লাইনে সেটাকে ঢোকাতে হয়।

"তুমি হয়তো চিঠিটা পেয়ে বিস্মিতই হবে—যাকে চেনো না সেই রকম একজন মেয়ের কাছ থেকে চিঠি, এবং যে তোমার মার্জিত এবং কোমল সুন্দর হৃদয়কে ভালবাসে। বুঝি না কি ক'রে এটা হ'লো! কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে তোমাকে দেখেই আমি তোমার পরিচয় পেয়েছিলাম। তোমাকে লিখবার জন্য আমার অদম্য ইচ্ছা হ'চ্ছিলো।

"তোমাকে আমি লক্ষ্য না ক'রে পারি নি। বুঝেছিলাম যে তুমিও আমার মতই একা। কিন্তু এ থেকেই কোন সিদ্ধান্ত ক'রে বোসোনা যেন—কোন নীচ লোক এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত ক'রে সাধারণত।

"আমাদের পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়া যে আমার একটুও ইচ্ছা নয়, এ ক্ষেত্রে যা সাধারণত হয়ে থাকে, এটা প্রমাণ করবার জন্য আমি একটা অপরিহার্য সর্ত আরোপ করতে চাই, সেটা এই যে আমি লিখতে থাকলেও তুমি আমাকে দেখবার জন্য কোন রকম চেষ্টা ক'রবে না। এতেই তুমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারবে যে আমার স্বার্থমূলক কোন মতলব নেই কিছুমাত্র।

তোমাকে পাহাড়ের উপর ব'সে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার মনে হ'য়েছিলো যে আমাদের অন্তরের মিল আছে। আমারও ওই মস্তিষ্কহীন নির্বোধ জনতার উপর ঘৃণা আছে—যারা জীবনে মূল্যবান কিছু গ্রহণ ক'রতে অনিচ্ছুক এবং যারা কখনও সামাজিক সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারে না। ওটা ওদের বিরাট শূণ্যতা ঢেকে রাখার আবরণ মাত্র। এখানে হয়তো তুমি আর আমিই শুধু সেই রকম প্রাণী—যারা নিজেদের অন্তরের দীপ্তিতে বেচে থাকতে পারে এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জীবনকে উপভোগ ক'রতে পারে। আমাদের বোধশক্তি এত মার্জিত যে, আমরা স্থূল জগতের সাহায্য ছাড়াই খুব সূক্ষ্ম এবং পরম আনন্দ উপভোগ ক'রতে পারি। আমি সেই সমস্ত লোককে খুবই চিনতে পারি, যাদের অন্তরে এই শক্তি আছে এবং বিজনতাকে উপভোগ ক'রবার সামর্থ্য আছে। ওই সমস্ত দুর্লভ লোকই আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু দূর থেকেই তাদের বিষয় চিন্তা ক'রতে আমার ভাল লাগে। জীবনে সর্বপ্রথম সেইরকম একজন লোককে আমি চিঠি লিখছি, সে হচ্ছো তুমি। অন্তরের সম্পদ যার যত প্রচুর আমার কাছে সে তত মনোহর এবং প্রিয় এবং ততই আমি তার থেকে দূরে থাকতে চাই, যাতে জড়জগৎ আমাদের অন্তরের মিলনের ওপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। যৌন আকাঙ্খা আধ্যাত্মিক চাহিদার বিরোধী। এবং গোড়া থেকেই প্রথম দৃষ্টিতেই সেটা সব 'কিছু' পণ্ড করে দিতে পারে। মেয়ে-পুরুষ, আধ্যাত্মিক দীপ্তি যাদের প্রাণসম্পদ, তাদের জীবনের ওটাই হয় শোচনীয় ব্যর্থতা।

"তাহ'লে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হ'ক। আমি তোমাকে চিঠি লিখতে থাকবো, কিন্তু তুমি আমাদের সম্বন্ধটাকে আধ্যাত্মিক থেকে দৈহিক ভিত্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবে না। আমাকে দেখতেও চেষ্টা করবে না অবশ্যই। মানবজাতির উপরে আস্থা আমার নেই, যতই আধ্যাত্মিক

সম্পদ তার থাকুক না কেন। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দৈহিক দিকটা স্থায়ী হ'য়ে উঠবে না। ওতে হয়তো জীবনের সবচেয়ে অপূর্ব অভিজ্ঞতাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

"স্থূল জগতের শক্তিটা যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসবে, তখনই শুধু আমরা দেখা ক'রতে পারব।"

৩

চিঠিটা আর্টিষ্টকে অবাক ক'রে তুললো। সে একটা উত্তর দিলে—ঠিকানার জায়গায় "তলব না পাওয়া পর্যন্ত ডাকঘরে পড়ে থাকবে" এই রকম লেখা, আর সংক্ষেপে এ, আর, বসানো তার পাশে। বিজনে ব'সে সে যেরকম মেয়ের কথা ভেবেছে এ ঠিক সেই রকম। নিজের কাছে জীবনের সবচেয়ে বেশী যেটা মূল্যবান ব'লে মনে ক'রেছে, মেয়েটা ঠিক তাকেই মর্যাদা দিয়েছে। প্রতিটি কথায় ওর প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে, যেন ওরা দুজনে যমজ আত্মা—যেন পরস্পরকে বহুদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই মেয়েটার সাথেই একসঙ্গে অন্তরের কথা উচ্চকণ্ঠে ভাবা চলে। তার মহান্ চিন্তা সে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করবে না, আর এই অখণ্ড নিরাশা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে দিতে পারে সে-ই।

সে তার চমৎকার, ঝরঝরে হাতের লেখার দিকে চেয়ে থাকে, আবার কাগজে মাখানো মৃদুগন্ধ শোঁকে, আর তার মনে হয়, যেন তার সূক্ষ্ম হৃদয়ের গন্ধও সে অনুভব ক'রছে।

কেন সে ভাবে, যে মেয়েলি মাধুর্য এবং সৌন্দর্য ওকে অভিভূত ক'রে ওই রকম অপূর্ব এবং অদ্ভুত মিলন নষ্ট ক'রবে? না, না, সে এমন কোন ভাব দেখাবে ন', যাতে ওর এই অকপটতার জন্য মনে কোন আঘাত লাগতে পারে।

যদি সে ওর সাথে হাত ধরাধরি করে ওই সমস্ত আকাট মূর্খ উৎসব-

মুখর এবং নির্লজ্জ মেয়ে, যারা নিজেদের অজেয় বলে মনে করে থাকে, তাদের মধ্যে বেড়াতে পারে—তবে তাই যথেষ্ট হ'তো। কি ঈর্ষাই না ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারতো। শুধু সে-ই সবসময়টা একসাথে ওর কাছে থাকবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা এমনসব কথাবার্তা ব'লবে যা তারা বুঝতেই পারবে না। অথবা বেলাভূমির ওপর নিস্তব্ধভাবে ব'সে ওদের দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখবে—ওই দূর দিগন্তে কুয়াসা-ঘন সন্ধ্যায় যা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

একটা উপকথা হয়তো ওদের কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে, আর বুঝতে না পেরে হয়তো অনেকে অবাক হয়ে যাবে, যে ওই শান্ত-মৌন লোকটি কি করে ওরকম একটা মেয়েকে আকৃষ্ট করলে।

যেখানেই সে যায়, সেখানেই ওকে খোঁজে। একটা যেন মোহ জন্মে গেলো তার। উৎসুকভাবে পরের চিঠিটার আশায় থাকে। পার্কে প্রত্যেকটি তরুণীর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে—কে সে!

প্রথম চিঠিটায় যেটুকু ব্যবধান ছিলো, পরের চিঠিগুলোতে তা ঘুচে যায়। প্রতিটি নতুন লাইনের মধ্যে মেয়েটির অন্তরের পরিচয় আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বয়সে স্পষ্টই সে তরুণী এবং দৈহিক প্রেম সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। জড় জগতের সংস্পর্শে আসতে তার আশঙ্কা।

একখানা চিঠিতে তার লেখা ছিলো :

“বন্ধু। তোমাকে বন্ধু বলছি, কারণ যে নীরস মরুভূকে আমরা পৃথিবী বলি, সেখানে আমার একমাত্র বন্ধুই তুমি। গতকাল পাহাড়ের ওপরে পাইন গাছের তলায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, সেদিন কি আনন্দেরই না হবে, যেদিন তোমার আত্মজয়ী হবার পর আমরা একসাথে শান্তভাবে ঘুরে বেড়াবো, এবং যে সমস্ত ধারণা আমরা আজ শুধু লিখেই জানাতে পারি, সেদিন পরস্পর আলোচনা

করতে পারব। যে দুঃখ আমাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, কোন দিন কি সে দুঃখকে তোমার কাছে প্রাণ খুলে বলতে পারবো, এবং তোমার মত বন্ধুর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবো? উঃ, বন্ধু, কি মর্মান্তিক সে চিন্তা! তুমি হয়তো কোন কথাই কইবে না, শুধু শান্ত সংযত স্নেহে আমার দীর্ঘ ঘন চুলের ভেতর হাত বুলাতে থাকবে।

"কখনও কখনও তোমাকে দেখি......তুমি চিন্তিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চলেছো, লোকের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইছো। তোমার প্রতিভা সর্বদা সক্রিয়। কি দুঃখ যে আমি পাই, যখন ভাবি যে তুমি ওই সমস্ত মোটা এবং আত্মসন্তুষ্ট জীবদের মাঝে ঘুরছো। প্রকৃতিকে ওরকম প্রতিভা সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে ওরা তোমাকে উপেক্ষা করে।"

৪

একদিন সন্ধ্যায় মুক্তোর মত ঝলমলে সমুদ্রের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আর্টিষ্ট একজন স্ত্রীলোককে পাহাড় বেয়ে উঠ্‌তে দেখলে। সে একা। লম্বা এবং কৃশ তার গডন। তার সাদা স্কার্ফের প্রান্তভাগ প্রায় মাটিতে ছুঁয়ে পাতলা রেশমী জালের মত মৃদু হাওয়ায় উড়ছিলো।

অস্পষ্ট আভাসে তার বুক ভয়ঙ্কর ধুক্ ধুক্ ক'রছিলো। ও যাতে না দেখতে পায় এমনিভাবে লুব্ধ দৃষ্টিতে সে ওকে দেখে, যদিও বুঝছিলো সে যে ওটা তার করা উচিত নয়, কারণ তার সর্ত ভঙ্গ হচ্ছিলো।

পাহাড়ের চূড়ায় সে থেমে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে নিস্তব্ধ ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইলো। নীল কুয়াশা-স্তিমিত দূর তীরে—যেখানে ইয়ালটার মিট্‌মিটে আলো জ্বলছিলো—সেদিকে তার দৃষ্টি বিসর্পিত।

তার মুখখানা স্থির, দৃষ্টি দূরবিলম্বী; স্খলিত 'স্কার্ফে' জড়ানো ওকে দেখে একটা অপরূপ অশরীরী-আত্মা ব'লে মনে হয়। আর্টিষ্ট মুগ্ধ

বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে রইলো। অপ্রত্যাশিত অপূর্ব সুর শুনলে যেমন চোখের কোনে জল জমে ওঠে, তেমনি আর্টিস্টও বুঝছিলো তার চোখেও জল জমে আসছে।

চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো যে, "আমি এখানে! আমি পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হবো না। আমাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রেখো না। আমি তোমার সঙ্গই শুধু চাই। আর কিছু নয়।"

ধীরে ধীরে সে পথ বেয়ে নামতে থাকে। ওর পাশ দিয়েই তাকে যেতে হবে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে ওর চলে যাবার প্রতীক্ষায় থাকে। মাথা নীচু করে যাবার সময় পাশ থেকে ওকে দেখে। মুহূর্তের জন্য ওর চোখ দুটো সে দেখতে পায়—অদম্য যন্ত্রণাভরা চোখ দুটো। কোথায় সে যায় সেটা সে দেখতে চেষ্টা ক'রলে—কিন্তু পার্কে ভীড়ের মধ্যে ও হারিয়ে যায়।

সে-রাত্রে একটুও ঘুমাতে পারে না সে।

ওর চিঠিগুলো আরও উৎসাহপূর্ণ হ'তে থাকে। ওরা এখন দু'জনেই দুজনকে দেখে—প্রেমবিহ্বল দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, বহুদিনের গভীর স্নেহের বন্ধনে মিশ্রিত মানবাত্মা হিসেবে।

একখানা চিঠি সে নিজে লিখেছিলো মেয়েটির কাছে:

"বন্ধু, সারারাত ধরে তোমার কথা এবং আমাদের প্রেমের কথা ভেবেছি। আমার ভাগ্যকে তার সৌভাগ্যের জন্য ধন্যবাদ দিই। আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো; কারণ, আমাদের আত্মা গহীন গহ্বর থেকে ঐশ্বর্য বের করেছে—যা' সমস্ত কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে। গতকাল জানলার ধারে 'ফ্লাওয়ার ভেসে' এক তোড়া ফুল পেয়েছি। বুঝেছিলাম যে তুমিই সেটা গোপনে রেখে গেছো। এই মনোভাবই মানুষকে মিলাতে পারে—এই সুশ্রী এবং সুন্দর লোকগুলো,

যাদের নির্বোধ মেয়েদের মুগ্ধ করবার ক্ষমতা আছে, তাদের দেখে যে ঈর্ষার ভাব আমার মনের মধ্যে জেগে উঠতো—সেটা এমনি মিলন ঘটাতে অক্ষম। যখন তোমার লম্বা, সুন্দর এবং গভীর চিন্তাকুল বিমর্ষ মুখখানার কথা কল্পনা করি, তখন আশ্চর্য হ'য়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি, 'অতটা সুখ আমি কেমন করে পেতে পারি' ?

সে ইচ্ছে ক'রেই চেহারার বর্ণনা দেয়—কল্পনার চমকে ওকে বিস্মিত করতে চেয়ে ছিলো ও।

"কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে ছায়ার মত বেঁচে থাকার সার্থকতা কি! তুমি আমাকে এখন বিশ্বাস ক'রতে পার যে, আমার দৈহিক আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হ'য়ে সমস্ত নষ্ট ক'রবে না, আমাদের মিলনের গ্রন্থিও ছিঁড়তে পারবে না—যে মিলন আমার মনের পক্ষেই প্রয়োজন, শরীরের পক্ষে নয়। আমি তোমার সাথে বেড়িয়ে বেড়াতে চাই বন্ধু, সর্বদা তোমার পাশে পাশে থাকতে চাই। এত দেরীতে তোমার চিঠি আসছে! ওর জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসহ্য।"

প্রত্যুত্তরে সে একখানা চিঠি পায়—খানিকটা আশঙ্কার ছাপ তাতে। লিখেছে, সে সব বিষয়েই রাজী, কিন্তু তার সাথে দেখা করার জন্য যেন সে তাড়াতাড়ি না করে। জীবনের একমাত্র আনন্দ থেকে যেন সে বঞ্চিত না করে—যদিও তা'তে একটা ছায়া নিয়েই সুখী থাকতে হবে, কিন্তু আগে তো কোন ছায়াও তার জীবনে ছিলো না।"

সে আরও লিখেছে, "বন্ধু জান না, আমার কষ্ট কি। তুমি বোঝনা যে, তুমি আমাকে এমন জিনিস দিয়েছো, যা কোন দিন পাই নি'। আমার কি ভয় নেই, যে কুটিল জগৎ আমাকে এমন দুঃখের মধ্যে এনে ফেলেছে, আমার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র আনন্দকে সে নিঃশেষে মুছে নিয়ে যাবে।

"তুমি লিখেছো যে তুমি আমার পাশে বেড়াতে চাও—ওতে আমার

ভয় হ'চ্ছে .....ওঃ কি আনন্দই ওতে হ'তো! কিন্তু আগে আমি তোমার ওপর আরও বিশ্বাস আনতে চাই, আমাদের হৃদয়ের নৈকট্য সম্বন্ধে আরও বিশ্বাস জাগাতে চাই। তখনই শুধু এটা সম্ভব।

"অভিযোগ ক'রেছো তুমি চিঠি আসতে অনেক দেরী লাগে। আচ্ছা এরকম বন্দোবস্ত করা যাক্। পাহাড়ে উঠবার পথের ওপর যেখানে পাইন গাছটা দাঁড়িয়ে, তার পাশে যে বড় পাথরটা আছে, তার নীচে তোমায় চিঠি রেখো, আমি এসে নিয়ে যাবো। অদ্ভুত মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।"

আর্টিষ্ট তার চিঠি নিয়ে পাথরটার কাছে যায়। এক এক দিন এক এক সময় যায়, তা'কে দেখতে পাবে আশায়, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসে। একবার সে তাকে দেখেছিলো—সাদা 'স্কাফ" পরা লম্বা তরুণীটিকে। বেঞ্চে ব'সে সে একখানা চিঠি পড়ছিলো ; মাঝে মাঝে চোখ তুলে দূর সাগরের নীল বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রছিলো। চিন্তায় এতো আচ্ছন্ন ছিলো সে যে তার পাশ কাটিয়ে গেলেও সে ফেরে নি। সে ডাকালে থেমে গিয়ে সব কথাই ও তা'কে ব'লতো। নিঃসন্দেহ হবার প্রয়োজন ছিলো যে ওটা তার চিঠি। যেতে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ও ওর দৃষ্টিটাকে একবার বুলিয়ে নিয়েছিলো, কিন্তু হাতের লেখা তার নয়। সে যে অন্যের চিঠি প'ড়ছে, এটা ভেবে ও নিরাশা ও আহত বোধ ক'রলে। হ'তে পারে যে, সে মা অথবা কোন বান্ধবীর কাছ থেকে চিঠিটা পেয়েছে। এই চিন্তা তার আহত অভিমানে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারলে না—

কিন্তু তার চোখে প্রবোধহীন দুঃখের ছাপ কেন?

তিন দিন পর, একজন তরুণী পাহাড় থেকে লাফিয়ে প'ড়ে চূর্ণ হ'য়ে গেছে, এই খবরটা তাকে আচমকা বজ্রের মত আঘাত ক'রলে।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে ছুটলে—কোথায়,—সে জানেনা। বোধ হ'লো,

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাকেই যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। কেন সে তার ওপর বিশ্বাস রাখে নি? কেন সে এরকম একটা গুরুতর ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস ক'রে সান্ত্বনার জন্য আসে নি? এত নিষ্ঠুর! এতো অমানুষিক নির্মম! হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসে। পাথরটার কাছে ছুটে গিয়ে সেটাকে তুলে একখানা চিঠি সে পায়। সে দিনের তারিখ দেওয়া ওতে...

একটা অভূতপূর্ব দুরন্ত আনন্দ তা'কে অভিভূত ক'রে ফেলে। বেঁচে আছে সে! ... তার দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলে, কারণ, সে এখন সঠিক বুঝতে পারলে ওই তরুণী তার কাছে কত প্রিয়, কত অপবিহার্য।

কম্পিত হাতে সে ওকে একখানা চিঠি লেখে—ওতে প্রেমের তারে যে ঝঙ্কার সে তুলেছে, এমন কখনও তোলে নি। কোন কিছুই আর তাদেব সম্পর্ককে বিকৃত ক'রতে পারবে না, সে বললে এবং তার কাছে আসবার জন্য ওকে অনুরোধ জানালে।

উত্তরে ভাবের আবেগে ও জানাল যে, যে তার অত ঘনিষ্ঠ তার বিচ্ছেদ সেও আর সহ্য ক'রতে পারছে না। এবং প্রতিজ্ঞা ক'বছে যে শীগগিরই ওকে সে দেখতে পাবে।

কিন্তু লোভ তার উদগ্র হ'য়ে ওঠলো। সে পাথবের পাশে একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে রইলো তার জন্য অপেক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়ে, যদি সারা দিনরাত অপেক্ষা ক'রতে হয় তাও।

হঠাৎ ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড় দেখতে পেলে। একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে ঝলকে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে এসে সে তার হাত ধরবে যা'তে সে পালাতে না পারে। তারপর বোনের মত কপালে একটি চুম্বন এঁকে দেবে সে। তার পাতলা সুন্দর দেহলতা ওর দেহের ওপর ঝুঁকে প'ড়বে—অসীম বিশ্বাসে ওই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের

ভেতর—যেখানে সে সমস্ত দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো সে। হঠাৎ সেই সময়ে, যখন সে নিজকে প্রকাশ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠবে .. আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে সে দেখতে পেলে, পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে যে মেয়েটা তার পিঠে কুঁজ, হাত গুলো বাঁদরের মত লম্বা লম্বা। তার গায় লম্বা চুল এবং গভীর দুঃখভরা ধূসর চোখ দুটো—প্রকৃতির নিষ্ঠুর অবিচার যার ওপর হয়েছে তাতেই শুধু ওরকম দেখা যায় তার পোষাকের নীচে ভয়ঙ্কর কুঁজটা একটা পিরামিডের মত—তার প্রতিকূল ভাগ্য যেন চিরজীবনের জন্য একটা অভিশপ্ত বোঝার মত শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো ওটা ওর জীবনের সঙ্গে।

মেয়েটী চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে—চোখে তার জল চক্‌চক্ ক'রছে—আস্তে আস্তে পথ বেয়ে নেবে যায়ও—যেন একটা অমূল্য সম্পদ সে ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে। দুঃখে ও আতঙ্কে আর্টিষ্ট ওর অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রলে, পরে উল্টো মুখে ছুটতে আরম্ভ ক'রলে। তাকে আর সে দেখতে চায় না।

ঘৃণা

শোলোকভ

যুদ্ধের সময় ঠিক মানুষের মতই গাছপালাও তার চরম পরিণতি লাভ করে। একটা প্রকাণ্ড অরণ্যভূমিকে আমি আমাদের কামানের গোলায় নির্মূল হ'তে দেখেছি। খুবই সম্প্রতি জার্মানরা একটা অজানা গ্রাম থেকে বিতারিত হ'য়ে এখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে থেকে গেছলো—দীর্ঘকাল এখানে থাকবে ভেবেছিলো—কিন্তু, মৃত্যু গাছের সাথেই তাদেরও ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। ভূপাতিত পাইনের গুড়ির আড়ালে জার্মানরা ম'রে পড়ে ছিলো—তাদের বিকৃত দেহ ফার্ণ আর ব্র্যাকেনের সজীব টাট্‌কা সবুজের মাঝে প'চছে। শেল-বিদীর্ণ পাইনেব ধূপগন্ধী সুগন্ধও সেই গলিত শবের শ্বাসরোধকারী তীব্র দুর্গন্ধ ঢাকতে পারছিলো না। পৃথিবীও তার ধূসর পাটকেলী রঙের গভীর শেলক্ষতগুলো থেকে যেন কবরের গন্ধ ছাড়ছে .. .

শেল-চূর্ণিত সেই ফাঁকা জায়গায় ধীর এবং জমকালো ভঙ্গীতে মৃত্যু তার ছায়া বিস্তার ক'রেছে। ঠিক ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উপায়ে রক্ষাপ্রাপ্ত এক নিঃসঙ্গ রূপালী বার্চগাছ। বাতাস তার স্প্লিন্টার-বিক্ষত শাখায় দোলা দিয়ে ঝকঝকে শিরিষের মত কিশলয়ের ভেতর দিয়ে ফিস্ ফিসিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা ফাঁকা জায়গাটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সামনের তরুণ সিগন্যালারটি গাছের গুড়িটায় আঙুল বুলালো। অকপট-স্নেহার্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে সে: হে বন্ধু, কি ভাবে টিকে ছিলে তুমি এর ভেতর?

কিন্তু, সেল-আহত একটা পাইনগাছ যদি এভাবে মারা যায়—যেন একটা কুড়োল দিয়ে কেউ তাকে শেষ ক'রেছে—শুধু পাইন-নির্যাস তার

গা বেয়ে চুইয়ে প'ড়ছে—তাহলে একটা ওকগাছের মৃত্যুর ধরণটা হ'বে আলাদা।

একটা অনামী নদীর পাড়ে এক বুড়ো পাইন গাছের কাণ্ডে একটা জার্মান শেল পড়ে। সেই গভীর আঘাতের ফলে গাছটার অর্ধেকটা নির্জীব হ'য়ে যায়—কিন্তু, বাকী অর্ধেকটা বিস্ফোরণের ফলে জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বসন্তে অপূর্ব সজীবতায় সে ঘন পাতায় সজ্জিত হ'য়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত, নিঃসন্দেহে, সেই আহত গাছের নীচু শাখা প্রশাখা নদীর স্রোতে স্নান ক'রে যাচ্ছে, আর উপরের শাখায় দল আগ্রহভরে তাদের ধারালো অনিচ্ছুক অবিকশিত পাতাগুলোকে সূর্যালোকের দিকে তুলে ধরে আছে।

* * *

লম্বা, ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া, উঁচু, চওড়া কাঁধওয়ালা লেফটেন্যাণ্ট জেরাসিমভ ডাগ আউটের প্রবেশ দ্বারে ব'সে ছিলেন। আজকের লড়াইএ তার ব্যাটেলিয়ান শত্রুর ট্যাঙ্ক আক্রমণ কি করে প্রতিহত করে—তারই বিবরণ দিচ্ছিলেন।

তাঁর শীর্ণ মুখ স্থির অচঞ্চল ছিলো—প্রায় উদাসীন ব'ললেও চলে। উজ্জ্বল চোখ দুটো তাঁর ক্লান্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিলো। গভীর এবং কর্কশস্বরে কথা ব'লছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর বড় বড় গিঁটওয়ালা আঙ্গুল পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি ক'রছিলো। তাঁর বলিষ্ঠ কাঠামো, তাঁর পুরুষোচিত বলিষ্ঠ মুখের সাথে সেটা যেন একেবারে বেমানান। হাবভাবে অব্যক্ত দুঃখ এবং গভীর বেদনাদায়ক চিন্তার পরিচয় দিচ্ছিলেন তিনি।

হঠাৎ তিনি কথা থামিয়ে ফেললেন—তাঁর মুখের উপর একটা পরিবর্তনের ছায়া নেমে এলো। জলপাইয়ের মত গাল দুটো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো—গণ্ডের হাড়ের নীচেকার গর্তের মাংসপেশী কুঁকড়িয়ে

গেলো—সম্মুখের দিকে প্রসারিত স্থির দৃষ্টি এমন ভয়ঙ্কর রকম. অপ্রতিরোধ্য ঘৃণায় ঝলকে উঠলো যে, আমি অনিচ্ছার সাথেও তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ ক'রতে লাগলাম। আমাদের নিকটস্থ ডিফেন্স লাইন থেকে তিনজন জার্মান বন্দী বনের মাঝ দিয়ে চ'লেছিলো। তাদের পেছনে একজন লালসেনা। গায়ে একটা সামার টিউনিক রোদে রোদে প্রায় সাদা হ'য়ে গেছে—মাথার পেছনে একটা ট্রেঞ্চ ক্যাপ।

লালসেনাটি অলসগতিতে এগিয়ে চলেছে—তার পায়ের তালের সাথে তাল মিলিয়ে হাতের রাইফেল দুলছে—ছুরির ফলার মত বেয়নেট সূর্যালোকে ঝকমক করছে। হ'লদে কাদায় দাগ-ধরা ছোট বুট পায়ে জার্মানরাও শিথিল গতিতে এগিয়ে চলিছে।

পুরোবর্তী জার্মানটি (একজন বয়স-ভারী লোক, ভাঙ্গা গাল দুটো শুয়োরের কুঁচির মত পাটকেলী রংএর দাড়ীতে আচ্ছন্ন) যেতে যেতে ডাগ আউটের দিকে এক ঝলক নেকড়ের দৃষ্টি হানলো, তারপর ঝট্ ক'রে মুখ ফিরিয়ে বেণ্ট-এর সাথে সংযুক্ত উষ্ণীষটিকে ঠিকমত বসালো। লেফটেনাণ্ট জেরাসিমভ লাফিয়ে উঠে লালসেনাটিকে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন:

"ক'রছো কী তুমি? ওদের কি হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছো না কি? যাও, চট্‌পট্ হেঁটে চলে যাও।"

তিনি আরও কিছু ব'লতে চাইছিলেন ঠিকই—কিন্তু উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠলেন। চট্ ক'রে ফিরে তিনি সিঁড়ি বেয়ে 'ডাগ আউটের' মধ্যে নেমে গেলেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টা ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন যিনি—আমার সপ্রশ্ন বিস্মিত চাহনির জবাব দিতে এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছায়।

"উপায় নাই"—ফিস্ ফিস্, করে ব'ললেন তিনি। ওঁর স্নায়ুর বিকার। জার্মানদের বন্দী ছিলেন উনি—জানেন না? ওঁর সাথে মাঝে মাঝে কথা ব'লবেন। ভয়ঙ্কর রকম দুর্ভোগের মধ্যে ছিলেন উনি সেখানে—

তাই, স্বভাবতঃই একজন জীবন্ত জার্মানকে সহ্য ক'রতে পারেন না তারপর থেকে— হ্যা, বিশেষ করে একজন তাজা জার্মান। মৃতদের দেখলে তিনি নির্বিকারই থাকেন—ব'লতে কি, তিনি কিছুটা আনন্দই পান তা'তে—কিন্তু, যেই বন্দীরা চোখে প'ড়লো, অমনি, হয় তিনি চোখ বন্ধ ক'রে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, মৃতের মত বিবর্ণ হ'য়ে যাবে তাঁর মুখ —নয়তো, সেখান থেকে সরে পড়বেন।"

রাজনৈতিক উপদেষ্টা আরও কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁর গলার স্বর আরও খাদে নেমে এলো। "আমি ওর সাথে দুবার লড়াইয়ে গিয়েছি। ঘোড়ার মত বলিষ্ঠ লোকটা। উনি কি কবেন আপনার একবার দেখা উচিত। আমার সময়ে একবার কি দুবার চোখে পড়েছে—রাইফেলের কুঁদো আর বেয়নেট নিয়ে উনি যা করেন—আপনাকে বলছি আমি, সে একটা ভীষণ ব্যাপার।

* * *

সেই রাত্রে জার্মান বড কামানগুলো আগুন ঢালতে লাগলো। মাঝে মাঝে একটানা ভাবে দুব দুর শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে—কয়েক মিনিট পরেই নক্ষত্রখচিত আকাশে শেলের টুকরোর হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যায়। দুর দুর শব্দ ক্রমে জোর গর্জনে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেছনে ওই বড় রাস্তাটার দিকে (যে রাস্তাটা দিনের বেলায় যুদ্ধ সীমান্তে অস্ত্র শস্ত্র বহনকারী ট্রাক প্রভৃতিতে ভর্তি হয়ে থাকে) এক ঝলক হলুদ আগুনের শিখা দেখা দেয় আর তারই সাথে বজ্রের আওয়াজের মত বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণের মাঝে মাঝে যখন বনের মাথায় নিস্তব্ধতা আবার নেমে আসে, তখন মশার গুণ গুণ আর কাছের জলাভূমি থেকে ব্যাঙের গাঁ গাঁ শব্দ শোনা যায়।

একটা হাজেল ঝোপের নীচে আমরা শুয়ে আছি। লেফট্যানাণ্ট

জেরাসিমভ গাছের ডাল দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে তাঁর গল্প শোনাচ্ছিলেন। যতদূর মনে আছে তাঁর গল্পটা আমি এখানে বলছি :

"যুদ্ধের আগে পশ্চিম সাইবেরিয়ার এক মিলে আমি একজন মেকানিক ছিলাম। গতবছর ঠিক ৯ই জুলাই আমাকে তলব করা হয়। স্ত্রী আর দুটো শিশু নিয়ে আমার পরিবার—বাবাও আছেন, তবে তিনি পঙ্গু। বিদায় দেবার সময় স্ত্রী স্বভাবতই একটু কেঁদেছিলো। বিদায়কালীন উপদেশ দিতে দিতে পথের উপর ছুটে এসে বলেছিলো, "তোমার দেশ এবং দেশবাসীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করো। দরকার হলে জীবন বিসর্জন দিও, তবু জয়লাভ আমাদের করতে হবে।" বললাম তাকে, "তোমাকে কি ভাবো তুমি—আমার স্ত্রী, না একজন পারিবারিক প্রচারক? আমাকে কি করতে হবে না হবে সে সম্বন্ধে ভাববার মত আমার বয়স হয়েছে। আর যুদ্ধ জয় করা সম্বন্ধে? ফ্যাসিষ্টদের গলা টিপে সেটা আদায় করবো—সেজন্য তুমি ভেবো না।

"আমার বাবা অবশ্য খুব শক্ত লোক; তবু তার কাছ থেকে বিদায় উপদেশ না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। 'মনে রেখো ভিক্টর,' তিনি বললেন, 'জেরাসিমভ নামটা বড় যে সে নাম না—মজুর বংশের উত্তরাধিকার তুমি—তোমার ঠাকুর্দাদার ঠাকুর্দাদা স্ট্রোগানভে কাজ করতো। শত বছর ধরে দেশের প্রয়োজনে আমাদের বংশ লোহা উৎপাদন করে আসছে—তোমাকে লোহার মতই হতে হবে এ যুদ্ধে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদেরই গড়া। যুদ্ধ বাঁধার আগেই তোমাকে রিজার্ভের কমাণ্ডার করা হয়েছে—শত্রুকে ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে সেটা।'

"আমরা তাই বুঝাবো" বললাম আমি।

"ষ্টেশানের পথে ডিষ্ট্রিক্ট পার্টি হেডকোয়ার্টারে একবার গেলাম। আমাদের সেক্রেটারী একজন কাটখোট্টা বাস্তববাদী লোক। উচ্ছ্বাস নেই তাঁর। ভাবলাম আমার স্ত্রী আর বাবাই যদি বিদায়ী উপদেশ কিছু না দিয়ে

ছাড়েন নি, তখন এ ভদ্রলোক অন্তত আধঘণ্টা ধরে উপদেশ-বাণী শোনাবেন। হলো ঠিক তার উল্টো। 'বসো জেরাসিমোভ,' বললেন তিনি, সেকালে কোনখানে যাবার আগে অন্তত দু এক মিনিট বসে যেতে হতো।'

"একটু বসলাম আমরা। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর চশমাটা কেমন ঝাপসা দেখালো……ভাবলাম, কত অদ্ভুত ব্যাপারই না আজ ঘটছে। এর পর তিনি ব'ললেন, 'বলবার বেশি কিছু নেই কমরেড্ জেরাসিমভ। যখন তুমি পাইওনিয়ারের (একটা বয়েস পর্যন্ত ছোট ছোট কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন ছেলে মেয়েরা পাইওনিয়ার দলের অন্তর্ভুক্ত থাকে—তখন তারা কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হ'তে পারে না) লাল রুমাল বেঁধে বেড়াতে, সেই এতটুকু কাল থেকে তোমাকে চিনি। পরে লীগ মেম্বার (আর একটু বেশি বয়েসী ছেলেদের প্রতিষ্ঠান) হিসেবেও তোমার কথা মনে আছে—তারপর, পার্টি মেম্বার হিসাবেও আজ দশ বছর থেকে তোমাকে জেনে আসছি। ওই জার্মান শূয়ারদের কোনরকম দয়া দেখিও না। তোমার ওপর পার্টির বিশ্বাস আছে।' জীবনে এই প্রথম আমরা পুরণো রুশ প্রথানুযায়ী পরস্পরকে চুমু দিলাম। যাই হোক সেক্রেটারীকে ঠিক সেই শুকনো লাকড়ির মত মনে হ'লো না অন্তত।

"তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে এতই উচ্ছ্বসিত হ'লাম যে, ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির অফিসের বাইরে এসে বেশ আনন্দ ও ভাবান্তর বোধ করলাম। স্ত্রীও আমার মনের প্রফুল্লতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলো। বেশ বুঝতে পারেন যে, স্বামীকে ফ্রণ্টে বিদায় দেওয়া কোনও স্ত্রীর পক্ষেই আনন্দের কাজ নয়। সেও একটু ভেঙ্গে প'ড়েছিলো বৈকি? কোন জরুরী একটা কথা সে বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু তার মাথা থেকে সেটা একেবারেই উধাও হ'য়ে যায়। ট্রেন সবেমাত্র চ'লতে আরম্ভ ক'রেছে—পাশে পাশে সে ছুটছে। আমার হাত ছাড়তে চায় না—কেবলই সেই কথার পুনরাবৃত্তি।

"নিজের দিকে একটু নজর রেখো তিসিয়া—ফ্রন্টে গিয়ে সর্দি লাগিও না যেন!' 'ভাল, নাদিয়া! তুমি আমাকে ভেবো কী বলতো? সর্দি লাগার কথা আমি ভাবিই না। জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর—আর, বেশ মাঝামাঝি আবহাওয়া তো ওখানকার।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার কষ্টই হচ্ছিলো; তার অর্থহীন মধুর কথায় আমি চমৎকার বোধ করছিলাম। তারপরে, জার্মানদের ওপরে একটা স্থির ক্রোধের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করলো।"......

......কয়েক মিনিট তিনি নীরব রইলেন—সামনের দিকে মেসিন-গানের গুলি বিনিময় লক্ষ্য করছিলেন তিনি। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা আরম্ভ হ'য়েছিলো, ঠিক তেমনি ভাবেই সেটা থেমে গেলো।

"যুদ্ধের আগে জার্মান থেকে কলকব্জা আনতাম আমরা। মনে আছে যখন তার টুক্‌রোগুলো আমি জড়ো করতাম, তখন প্রত্যেকটিকে অন্তত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচ ছ' বার পরীক্ষা করতাম। সুদক্ষ হাত নিঃসন্দেহেই সেগুলো তৈরী করেছে। জার্মান লেখকদের বই আমি পড়তাম—আর, যে জন্যেই হোক্, জার্মান জাতিকে আমি শ্রদ্ধা ক'রতাম। মাঝে মাঝে সত্যি ভাবতাম, একটা জাত ওরকম প্রতিভাশালী এবং পরিশ্রমী হয়েও কি ক'রে হিটলারের নীতিকে সমর্থন করে......কিন্তু, সেটা তাদের ব্যাপার......তারপরে পশ্চিম ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধে......

"এইভাবে আমি ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে চললাম। এটা না ভেবে পারছিলাম না যে, ওদের সৈন্য খুবই চমৎকার এবং শিল্পকাজেও ওরা খুব সুদক্ষ। ওই রকম শত্রুর সাথে ঝগড়া করা এবং তার পাঁজরা ভেঙে দেওয়াটা সত্যিই খুব মজার। ১৯৪১ সালে অবশ্য আমরা এত সরল ছিলাম না। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবো যে, আমাদের শত্রুর কাছে কোনরকম সততা আমি আশা করি নি। ফাসিজম্‌এর কাছ থেকে কখনই সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু, তবু আমি ভাবতে পারি নি

যে, জার্মানদের মত নীতিহীন একটা দস্যুদলের সাথে আমাকে লড়াই ক'রতে হ'বে। সে কথায় পরে আসছি......

"জুলাইএর শেষে আমাদের ইউনিট ফ্রণ্টে পৌছয়। ২৭শে ভোরে লড়াই আরম্ভ হ'লো। আমি এ বিষয়ে একেবার নতুন—তাই, একটু আতঙ্কজনক ব'লেই বোধ হলো। ট্রেঞ্চমর্টার দিয়ে তারা আমাদের উপর নরক সাজিয়ে তুললো—কিন্তু, সন্ধ্যার দিকে লড়াইটা আমাদের আয়ত্তে এলো, আঘাত হেনে ওদেরকে একখানা গ্রাম থেকে সরিয়ে দিলাম।

ওদের একদলকে—সংখ্যায় পনেরো জন তারা—আমরা ঘিরে ফেললাম। আমার সেটা সুস্পষ্ট মনে আছে—যেন এইমাত্র সেটা ঘটেছে। তাদেরকে নিয়ে আসা হ'লো—ভীত এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিলো তাদের। ততক্ষণ আমাদের লোকজন শান্ত হয়ে গেছে। যে যা পারে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বন্দীদের জন্যে নিয়ে এলো, কিছু তামাক অথবা সিগারেট—কেও বা ওদের পিঠ চাপড়াতে লাগলো এবং 'কমরেড্' ব'লে তারা সম্বোধন করছিলো। 'কি জন্যে লড়াই করছো তোমরা, কমরেড্'—এবং এই ধরণের কথাবার্তা।

"আমাদের মধ্যেকার বহু বছরের অভিজ্ঞ একজন লোক এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে ব'ললো, 'তোমাদের এই সব বন্ধুদের অত মন জোগাবার দরকার নেই হে! এখানে তারা সবাই 'কমরেড'! একটু দেরী করো না, ওদের সীমান্তের পেছনে ওরা আমাদের আহত লোকজনের সাথে কেমন ব্যবহার করে তা দেখতে পাবে।' যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল সে আমাদের মাথায় ঢেলে দিয়েছে—তার কথায় ঠিক এমনিই ফল হ'লো। তারপরে সে চলে গেলো।

"শীগগিরই আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ আরম্ভ করে—তারপরেই আমরা ঠিক দেখতে পেলাম ওদের কীর্তি কলাপ।......গ্রামকে গ্রাম মাটির সাথে মিশে গেছে—শত শত স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধকে গুলি করা

হ'য়েছে, বন্দী লালসেনার বিকৃত লাস—স্ত্রীলোক, বালিকার (তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিশু মাত্র) উপর পাশবিক অত্যাচার ক'রে নৃশংসতাকে হত্যা করা হ'য়েছে।

“বিশেষ করে একটা ঘটনা আমার মনে গেঁথে আছে : প্রায় এগারো বছরের একটা মেয়ে। জার্মানদের হাতে প'ড়বার সময় সে স্কুলে যাচ্ছিলো—তাকে বাগানের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলা হয়। একটা ভাঙ্গা আলুর ক্ষেতের মধ্যে সে পড়ে ছিলো—নেহাৎই বালিকা সে—শিশুও বলা চলে তাকে। রক্তমাখা বইগুলো তার চারদিকে ছড়ানো।...তলোয়ারের গভীর ক্ষতওয়ালা তার মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিলো। তখনও তার হাতের মুঠোয় স্কুলের চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে খোলা। কাপড় দিয়ে তার শরীরটা ঢেকে দিয়ে দু এক মিনিট নিঃশব্দে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর নিঃশব্দেই সবাই চলে গেলো একে একে। কিন্তু, আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। বেশ মনে আছে, আচ্ছন্নের মত ফিস্ ফিস্ করে বার বার পড়তে লাগলাম—‘বার্কভও পোলো ভিন্কিন্—ফিজিক্যাল জিওগ্রাফী রীডার ফর হায়ার গ্রেড্ স্কুলস্—ঘাসের মধ্যিকার একটা বইএর নাম—বইটা আমি চিনতাম। কারণ, আমার নিজের মেয়েটাও তো ফিফ্থ ফর্মে পড়ে......।

“ঘটনাটা রুঝিনের কাছে ঘটে। স্কিরিতে ফাঁসীর জায়গাটা ছিলো একটা খাদের মধ্যে। এটা হ'চ্ছে, যেখানে বন্দী লালসেনাদের উৎপীড়ন ক'রে হত্যা করা হয়, সেই জায়গাটা। আপনারা নিশ্চয়ই কসাইএর দোকান দেখেছেন! দেখে থাকলে জায়গাটা সম্বন্ধে আপনাদের একটা ধারণা হবে।......

“খাদের মধ্যে জন্মানো গাছের কাণ্ডে রক্তাক্ত দেহগুলো ঝুলছে! হাত পা গুলো কেটে ফেলা হয়েছে—গায়ের চামড়া তোলা......আরও আট জনের দেহ গাছের নীচে গাদাগাদি হয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝতে

পারবেন না, কোন্ অংশটা কার শরীরের—ঠিক যেন একস্তূপ মাংসকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলা হ'য়েছে……।

"ভাবছেন, যা কিছু দেখেছি সব ভাষায় প্রকাশ করা চলে—না!" অসম্ভব! বর্ণনা করার মত ভাষা নেই। আপনাকে নিজেকেই সেসব দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখন প্রসঙ্গ বদলানো দরকার"—লেফটেন্যাণ্ট জেরাসিমভ্ অনেকক্ষণ ধরে আর শব্দ ক'রলেন না।

"'এখানে কি ধূমপান করা যায়?', জিজ্ঞেস ক'রলাম। "নিশ্চয়ই—কিন্তু, আলো যেন দেখা না যায়," ভাঙা গলায় তিনি বললেন। নিজেই আগুন জ্বেলে নিয়ে বলতে লাগলেন:

"জার্মানরা যা করেছে সে সব দেখার পরে আমরা নিজেরাই অনেকটা ক্ষেপে গেছি। এটাই আশা করা চলে শুধু। সবাই আমরা মনে করে থাকি যে, রক্ত-পিপাসু নৃশংস পশুর সাথেই আমাদের কারবার—মানুষের সাথে নয়। এটা খুবই পরিষ্কার যে, জার্মানরা কলকব্জা প্রভৃতি যেমন নিপুণতার সাথে তৈরী করে থাকে, আমাদের দেশবাসীর হত্যায়, মেয়েদের সতীত্বনাশের বেলায়, তাদের সেইরকমই নিপুণতা।...আমাদের আবার পিছিয়ে আসতে হয়—কিন্তু, দানবের মতই আমরা আগাগোড়া লড়াই করে আসছি।

"আমার কোম্পানীর সব লোকই প্রায় সাইবেরিয়ান্। কিন্তু ইউক্রেনের প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্যে আমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করি। আমার অঞ্চলের বহুলোক ইউক্রেনেই মারা গেছে। কিন্তু, জার্মানদের তার চেয়েও বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা মাটি ছেড়ে এসেছি সত্যি—কিন্তু, তবু, তাদেরও গরম গরম দিতে ছাড়ি নি।"

সিগারেটে দুএকটা টান দিয়ে তিনি ভিন্ন সুরে কথা বলতে লাগলেন।

"ইউক্রেনের সুন্দর মাটি—পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও মনোরম। প্রতি গ্রাম প্রতিটি কুটীর আমাদের কাছে আপনার ব'লে মনে হয়। হতে পারে

এদের আত্মরক্ষার জন্তে আমরা রক্ত ঢালতে কার্পণ্য করি নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং লোকে বলে, জলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ….. যে কোন একটা গ্রাম ছেড়ে আসার সময় আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগতো—ব্যথা লাগতো ঠিক শয়তানের মতই। দুঃখ—প্রচণ্ড রকম দুঃখ বোধ করতাম আমরা। একটা জায়গা ছেড়ে যাবার সময় আমরা পরস্পরের চোখে চোখে চাইতে পারতাম না।

“সে সময় ভাবতেই পারি নি আমাকে আবার জার্মানদের বন্দী হতে হবে কোনদিন। কিন্তু তাও হতে হয়েছিলো। সেপ্টেম্বরে সর্বপ্রথম আমি আহত হই—কিন্তু, তবু, আমার কোম্পানীর সাথেই আমি থেকে গেলাম। পোণ্টাভা অঞ্চলের ভেনিসোভকীর চার পাশে লড়াইএর সময় আমি ২১শে তারিখে আবার আহত হই। বন্দীও হই আমি।

“জার্মান ট্যাঙ্ক আমাদের বাম ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ে—আর তাদের ঠিক পাছে পাছে আসে পদাতিক বাহিনী। পরিবেষ্টিত হয়েও আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকি। সে দিন আমাদের কোম্পানীর গুরুতর ক্ষতি হয়। দুবার ট্যাঙ্ক আক্রমণ আমরা হটিয়ে দিই, আরও কতকগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিই এবং ক্ষতিগ্রস্থ করি।……মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শেল আসছে। মনে আছে, আমাদের লোকজনের এতই তেষ্টা পেয়েছিলো যে তাদের ঠোঁটগুলো কালো হয়ে ফুলে ওঠে। ভাঙা গলায় আমি আদেশ দিচ্ছিলাম—নিজের গলার স্বরকে নিজেই চিনতে পারছিলাম না আমি। খোলা জায়গা দিয়ে যাবার সময় একটা শেল আমার সামনেই ফাটলো। আমার আবছা আবছা মনে পড়ে, কালো মাটি আর ধুলোর একটা স্তম্ভ—ব্যস, আর কিছু না। একটা শেলের স্প্লিণ্টার আমার উষ্ণীষ ভেদ করে চলে গেলো; দ্বিতীয়টা ঠিক আমার ডান কাঁধে বিঁধে যায়।

“জানি না কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিলাম—পায়ের শব্দে আমার চেতনা এলো। মাথা তুলে বুঝলাম, যেখানে পড়েছিলাম সেখানে আমি নেই। আমার টিউনিকটা নেই—ঘাড়টা যেমন তেমন করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। উষ্ণীষটাও উধাও হয়েছে।……চকিতে মনে হলো, আমার লোকজনেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে নিয়ে যাবার সময় পথে ব্যাণ্ডেজ করেছে। বহু কষ্টে মাথা তুলবার সময় আমি তাদেরই দেখবার আশা করছিলাম। কিন্তু, আমার দিকে দৌড়িয়ে আসছিলো যারা, তারা আমার লোকজন নয়, তারা জার্মান!……তাদেরকে এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—যেন সিনেমার কোন ছবি আর কি! চারপাশে হাতড়াতে লাগলাম—রিভলভার বা রাইফেল, এমন কি, একটা হাত বোমাও হাতের কাছে পেলাম না। আমারই কোন লোক হয়তো আমার অস্ত্রশস্ত্র এবং ডেস্প্যাচ কেস্টা নিয়ে নিয়েছে।

“ ‘তাহলে এই শেষ’—মনে মনে ভাবলাম। এ ছাড়া আর কি ভাবতে পারি সে সময়? আপনার কল্পনায় যা আছে, সেটা যদি কোন আগামী উপন্যাসের উপাদান হয়, তবে শূন্যস্থানটা পূর্ণ ক'রে নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক সেই মুহূর্তে ও কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সময় ছিলো না। জার্মানরা কাছেই রয়েছে—আর, আমিও শুয়ে শুয়েই মরতে রাজী ছিলাম না। আদৌ সে রকম কোন ইচ্ছা ছিলো না।… প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটু ভর করে উঠলাম। স্থিরভাব বজায় রাখার জন্যে হাত দুটো দিয়ে মাটি ছুঁয়ে থাকলাম।

“তারা পৌছবার আগেই আমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছি। হ্যাঁ, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম—পা দুটো একটু কাঁপছিলো—ভয়ও হচ্ছিলো প্রচণ্ড যে, যে কোন মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবো; আর, একবার নীচু হ'লেই ওরা বেয়নেট দিয়ে আমাকে শেষ ক'রবে। একটা মুখও আমার এখন মনে পড়ে না। তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে

বকছিলো এবং হাসছিলো। 'মেরে ফেলো আমাকে কালো প্রহরীর দল। আমার পড়ে যাওয়ার আগেই তোমরা আমাকে মেরে সব চুকিয়ে দাও'—ব'ললাম আমি। একজন আমাকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মাথায় মারলো—কিন্তু, আমি তবু খাড়া হ'তে পেরেছিলাম। হো হো ক'রে হেসে উঠলো তারা। একজন হাত নেড়ে যেন এই ইসারা করলো—চলে যাও। আমি চলতে লাগলাম।

"মাথার আহত স্থান থেকে রক্ত পড়ে মুখ ঢেকে গেছে। গরম আর চটচটে রক্ত অবিরত পড়ছে। কাঁধটা আমার ব্যথা করতে লাগলো। ডান হাত উঠাবার শক্তি নেই। এখনও মনে আছে, আমার একমাত্র ইচ্ছা হ'চ্ছিলো তখন সেখানেই শুয়ে পড়া—আর একটুও না নড়া—কিন্তু তবু, তবু আমি এগিয়ে চলেছি ....

"না, মরবার কোন ইচ্ছাই আমার হয়নি—বন্দী হ'য়ে থাকা তো দূরের কথা। প্রচণ্ড চেষ্টায় অবসাদ আর অক্ষমতার সাথে সংগ্রাম ক'রেই আমি এগিয়ে চলেছি—এখনও আমার জীবনীশক্তি আছে—এখনও আমি সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু, উঃ, কি তৃষ্ণা! জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে—একটা কালো কুয়াসার পর্দা চোখের সামনে ভাসছে যেন। অজ্ঞান হবার মত অবস্থা আমার—তবু ভাবতে ভাবতে চলেছি—কিছুটা পানীয় পেলেই, একটু বিশ্রাম নিতে পারলেই আমি ছুটবো! আবার ছুটবো!

"বন্দীরা সবাই বনের প্রান্তে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমাদেরই পাশের ইউনিটের লোক। আমার ইউনিটের শুধু দুজন সৈন্যকে আমি চিনলাম—অন্য কোম্পানীর লোক ওরা। অধিকাংশ বন্দীই আহত। একজন জার্মাণ লেফটেনাণ্ট ভাঙা ভাঙা কথা আবার জানতে চাইল, আমাদের ভেতর কোন কমিসার অথবা কম্যাণ্ডার আছে কিনা। কিন্তু কোন উত্তর নেই।

লেফটেনাণ্ট তারপর চীৎকার ক'রে উঠল, 'জমিদার আর অফিসার, দু পা সব এগিয়ে যাও।' তখনও কারও সাড়া নেই।

"লেফটেনাণ্ট আস্তে আস্তে লাইনের সামনে এগিয়ে গিয়ে ইহুদির মত দেখতে পনেরো ষোল জন লোককে বের ক'রে নিল। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি জুডা ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাদের লাইনের বাইরে যেতে হুকুম করল লেফটেনাণ্ট। যাদেরকে বেছে নেওয়া হলো তারা শুধুই ইহুদি নয়—তারা আর্মেনিয়ান, তারা রাশিয়ান—অবস্থাক্রমে এদের পাটকেলী রং, চুল কালো। একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের চোখের সামনেই তাদের অটোমেটিক দিয়ে গুলি ক'রে মারা হ'লো। তারপর আমাদের এলোমেলো ভাবে তল্লাসী করা হ'লো। পকেট বুক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে আমরা বঞ্চিত হ'লাম। পার্টি কার্ড পকেট বুকে ক'রে নিয়ে বেড়ানোর অভ্যেস আমার কোনদিনই নেই। আমার প্যাণ্টের ভেতরের পকেটেই সেটা থাকতো—তাই, তারা সেটা দেখতে পায় নি। ভাবলে মানুষকে অদ্ভুত জীব ব'লেই মনে হয়! আমি নিশ্চিত জানতাম, আমার জীবন সূতোর আগায় ঝুলছে—পালাতে চেষ্টা করার সময় না মরলেও পথের মাঝেই আমি মারা প'ড়বো (যে রকম রক্ত পড়েছে)—কিন্তু, তল্লাসী শেষ হবার পরে যখন বুঝলাম যে পার্টি কার্ডটা তখনও আছে—এতই আনন্দ হ'লো যে, আমি তৃষ্ণার কথা ভুলেই গেলাম।

"সার বেঁধে আমাদের পশ্চিমদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। শক্তিশালী পাহারাদার সৈন্য রাস্তার দুপাশে মোতায়েন—তাছাড়া, ডজন খানেক মোটর-সাইক্লিষ্ট পেছনে। খুব তাড়াতাড়ি চ'লতে হ'চ্ছে আমাদের। আমার শক্তি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। দুবার পড়ে গেলাম—কিন্তু, প্রতিবারই মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম—কেননা, আমি জানতাম, প্রয়োজনের বেশী এক মিনিট দেরী

করলেই ওরা চলে যাবে এবং আমাকে রাস্তার মধ্যে গুলি করে মারা হবে। আমার সামনে একজন সার্জেণ্টকে ঠিক তাই করা হ'লো। পায়ে আঘাত লাগার জন্যে সে হেঁচড়েও আর চ'লতে পারছিলো না। ভীষণভাবে সে কাতরাচ্ছিলো—মাঝে মাঝে ব্যথায় চীৎকার ক'রে উঠছিলো। প্রায় মাইলখানেক চলার পর সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো: না, আর পারি না। বিদায় কমরেড! রাস্তার মাঝখানে সে ব'সে পড়লো।

"কেউ কেউ তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করলো; কিন্তু, সে মাটির ওপর আবার পড়ে গেলো। স্বপ্নের মতই তাকে মনে হয়—মলিন একখানা মুখ, তাতে ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত, ব্যথার অশ্রুতে চোখ পরিপ্লুত। দলটি এগিয়েই চলেছে। সে পেছনে পড়ে গেলো। চারদিকে চেয়ে আমি মোটর সাইকেলারোহী একজন লোককে ওর কাছে এগিয়ে যেতে দেখলাম। বাইক থেকে না নেমেই সে সার্জেণ্টের কানের কাছে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে গুলি করলো। নদী পৌঁছবার আগে জার্মাণরা ওইরকম পেছিয়ে-পড়া আরও জন কয়েক লাল সৈনিককে গুলি করেছে।

"নদী দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রীজ আর একখানা ট্রাক—পারাপারের পথের পাশে সেটা মাটির ভেতর পুতে আছে। ঠিক সেই জায়গায় আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। মূর্চ্ছিত হয়েছি নাকি?........যন্ত্রণায় দাঁত কড়মড় ক'রছি—দাঁতের ফাঁকে বালুর কণা কচ্‌কচ্‌ ক'রছে। তবু উঠতে পারছিনে। কমরেড্‌রা পাশ কাটিয়ে যায়। একজন ফিস ফিস ক'রে বলে উঠলো, উঠে পড় চটপট—নইলে শেষ করে ফেলবে ওরা। নখ দিয়ে মুখ চিরে ফেলার চেষ্টা করলাম, চোখের মণির উপর প্রাণপণে চাপ দিলাম যাতে যন্ত্রণার আধিক্য আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে......

"দল চলে গেলো। মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টায় কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। মোটর সাইকেলারোহীর দিকে না চেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে দলকে ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। নদী পার হ'তে হ'তে ট্রাকগুলো জলের নীচের কাদা তুলে ফেললো, তবু তৃপ্তির সাথে সেই উষ্ণ—পাটকেলী রংএর জল পান করলাম। টাটকা ঝরণার জলের চেয়েও সেটা সুস্বাদু মনে হলো। মাথায় আর কাঁধে জল ছিটিয়ে দিলাম। অনেকটা সজীব বোধ ক'রছি। আপাতত এই আশায় চলতে পারি যে, রাস্তার মাঝে আর পড়ে থাকবো না।...

"নদী পিছনে ফেলেছি কি একটা মাঝারি ট্যাঙ্কের সার আমাদের চোখে পড়লো। সবচেয়ে প্রথম ট্যাঙ্কের ড্রাইভার, বন্দী দেখে, পূর্ণ গতিতে আমাদের মাঝ দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলো। সামনের সারির লোকজন তার চাপে পিষ্ট হয়ে গেলো। মোটর সাইক্লিষ্টরা এবং দলের অন্যান্য জার্মাণ সেই দৃশ্য দেখে হেসে কুটপাট। ট্যাঙ্কক্রুদের তারা কি যেন ব'ললে। ট্যাঙ্কক্রুরা ট্যাঙ্কের ফোকর গলিয়ে মাথা বের ক'রে তাদের হাত নাড়ছিলো। তারপর আমাদের লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চ'ললো। হ্যাঁ, জার্মাণদের বিশেষ এক ধরণের রসিকতাবোধ আছে বটে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।......

"সেই সন্ধ্যায় অথবা রাতে আমি পালাবার কোন চেষ্টা করি নি।—কেননা সে বিষয়ে আমি অক্ষম ছিলাম। রক্তক্ষরণের ফলে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাছাড়া, আমাদের ওপর কড়া নজর রাখা হ'য়েছে—তাই পালাবার ফলাফল খারাপ হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু শেষে কতই না শাপশাপান্ত ক'রেছি নিজের ওপর—চেষ্টা না করার জন্য। পরদিন সকালে জার্মাণদের এক ঘাঁটির ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছিলো। ......যেসব জার্মাণ সৈন্য ফ্রণ্টে আসছিলো তাদের সামনে

আমাদের লজ্জা দিতে চেয়েছিল ওরা।......যে কেউ পেছনে পড়ে থাকতো অথবা পড়ে গেলে তাকে গুলি ক'রা হ'তো। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা বন্দী-নিবাসে পৌঁছুই।

"এটা হ'চ্ছে আসলে মেসিন আর ট্র্যাক্টর ষ্টেশানের প্রাঙ্গন—বিদ্যুৎ-চালিত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। ক্যাম্প গার্ডের কাছে আমাদের জমা দেওয়া হ'লো। তারা রাইফলের কুঁদো দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো ভেতর। বন্দীদের গাদাগাদি ক'রে রাখা হ'য়েছে। এটাকে নরক ব'ললে কিছুই বলা হয় না আর কি! পায়খানা নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়খানা ক'রতে হ'বে—তারপরে, বসা বা শোওয়া ওই ময়লার মধ্যেই। আমাদের মধ্যে দুর্বল যারা তারা আর খাড়া হ'তে পারে নি। খাবার আর জল আমাদের একবারই মাত্র দেওয়া হ'তো। অর্থাৎ, এক মগ জল আর মুঠোখানেক কাঁচা জোয়ার অথবা সূর্য্যমুখী ফুলের বীচির গুঁড়ো—এই! কোন কোনদিন তারা আমাদের কিছু দিতে ভুলেই যেতো...

"দু' একদিন পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি সুরু হ'লো। হাঁটু পর্যন্ত প্রায় কাদা উঠেছে। সকালে ভিজে জবজবে মানুষগুলোর গা দিয়ে ঘোড়ার মত বাষ্প বে'র হ'তো। বৃষ্টির বিরাম নেই ....প্রতি রাত্রিতে কয়েক ডজন ক'রে বন্দী মারা যেতো। খাবারের অভাবে আমরা ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছি। ঘাএর যন্ত্রণায় আমার অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠলো।

"ষষ্ঠ দিনে বোধ হ'লো, আমার মাথা আর কাঁধ ভয়ানক খারাপ হ'য়ে পড়েছে। ঘায়ে গন্ধ সুরু হ'য়েছে। ক্যাম্পের পাশে ক্যালেক্টিক ফার্মের ঘোড়ার আস্তাবল—সেখানে ভয়ানক ভাবে আহত লাল সেনাদের রাখা হ'য়েছে। সকালে পাহারাওয়ালাদের সার্জেণ্টের কাছে গেলাম—ডাক্তারের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে বলা হ'লো যে, ডাক্তার

আহতদের সাথে আছেন। জার্মাণ এন্. সি. ও. রাশিয়ান্ ভালই বল্লেন—ব'ললেন, তোমাদের রাশিয়ান্ ডাক্তারের কাছে যাও। তিনিই বেশ সাহায্য করতে পারবেন।

"শেষটা তখন ধরতে পারি নি—অনুমতি পেয়ে খুশী হ'য়ে আস্তাবলের দিকে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম।

"আমি ডাক্তারের সাথে দরজাতেই দেখা। দেখেই বুঝলাম, তাঁর অবস্থাও সমান। আহতরা সারের গাদায় পড়ে আছে—দুর্গন্ধে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। অনেকের ঘায়েই পোকা কিল্‌বিল্ ক'রছে—যাদের শক্তি আছে তারা নখ আর কাঠি দিয়ে সেই পোকা বাছছে .... পাশেই বন্দীদের মৃতদেহের একটা স্তূপ—পরিষ্কার করবার সময় নেই।

" 'চেয়ে দেখো!' ডাক্তার ব'ললেন, 'কেমন করে তোমাকে সাহায্য করি? একটা ব্যাণ্ডেজ অথবা কিছুই নেই। ভগবানের দোহাই—এখান থেকে চ'লে যাও। ওই নোংরা ব্যাণ্ডেজ তুলে দিয়ে ওখানে ছাই ছিটিয়ে দাও। দরজার কাছে খানিকটা টাটকা ছাই আছে।'

" তাঁর উপদেশমত কাজ করলাম। জার্মাণ এন্. সি. ও. দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখখানাকে বিস্তৃত ক'রে তিনি হাসছেন। 'কি, কি রকম খবর? তোমাদের একজন চমৎকার ডাক্তার আছেন—হেঃ! কোন সাহায্য পেলে কি তাঁর কাছে?' নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি—মুখের ওপর একটা থাবড়া মেরে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'কিরে শূয়ার, কথার উত্তর দিস্‌নে যে তুই!' প'ড়ে গেলাম। জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথায় বুকে লাথি মারতে লাগলেন। বেঁচে থাকা পর্যন্ত সেই জার্মাণটাকে ভুলবো না—কখনও না। তার পরেও তিনি কয়েকবার আমাকে মেরেছেন। কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পেলেই তিনি আমাকে বাইরে নিয়ে আসার হুকুম করতেন—তারপর নিঃশব্দে এবং মনোযোগ দিয়ে তিনি আমাকে মেরে যেতেন...

"ভাবছেন, কি ভাবে টিঁকে ছিলাম? যুদ্ধের আগে এবং মেকানিক হবার আগে পর্যন্ত কামা নদীতে আমি মা'ল টানার কাজ করতাম। এক সময়ে বিরাট বিরাট দুই বস্তা লবণ আমি নিয়েছি। হ্যাঁ, আমি বেশ বলিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু, এখানে প্রধান ব্যাপার হ'চ্ছে, আমি মরতে নারাজ ছিলাম—প্রতিরোধের ইচ্ছা আমার এতই জোরালো ছিলো। যারা দেশের জন্যে লড়ছে আমাকে তাদের মধ্যে ফিরে যেতে হ'বে—এবং শেষ পর্যন্ত আমি ফিরে গিয়েছিলামও শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

"সেই ক্যাম্প থেকে—ক্যাম্পটা 'ডিস্ট্রিবিউটিং সেণ্টার' (দেশের নানাস্থানে বন্দীদের এখান থেকে পাঠানো হ'য়ে থাকে)—সত্তর আশী মাইল দূরে এক ক্যাম্পে আমাকে পাঠানো হ'লো। আগেরটার সাথে কোনই পার্থক্য নেই এর। সেই লম্বা লম্বা থামে বিদ্যুত-চালিত কাঁটাতার খাটানো। বন্দীদের মাথার ওপর ছাদের বালাই নেই। খাবার প্রায় সেই ধরণের—কেবল মাঝে মাঝে কাঁচা জোয়ারের জায়গায় সেদ্ধ করা (সম্ভবত) শস্য খানিকটা দেওয়া হ'তো—অথবা, কোন মরা ঘোড়া টানতে টানতে নিয়ে এসে বন্দীদের ভাগ করে খেতে বলতো। যাতে না খেয়ে না মরি সেজন্যে তাই আমরা খেতাম—ফলে, শত শত লোক তাতেই মারা গেলো .....তারপরে অবস্থা আরও ভীষণ করে তুললো শীতকাল এসে। অক্টোবরের অবিরল বৃষ্টি প'ড়ে চ'লেছে—সকালে তুষারপাত। শীতের হাতে নির্মমভাবে কষ্ট পেতে লাগলাম। একজন মৃত বন্দীর গা থেকে একটা টিউনিক আর কোট যোগাড় করেছি—তবু শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ততদিনে ক্ষিদেয় আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি।

"যেসব সৈন্য আমাদের পাহারা দেয় তারা দিব্যি চর্ব্য চোষ্য খেতে পায়—চুরি করা মালে বেশ চর্বি জমিয়েছে তারা। এরকম বাছাই করা

শয়তানের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। নীচের কয়েকটা লাইন থেকে তাদের আনন্দ-উৎসবের ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। সকাল বেলা একজন কর্পোরাল্ এসে দোভাষীর মারফৎ ঘোষণা করতেন—এখনই রেশন দেওয়া হ'বে (বাঁ ধার থেকে দেওয়া হবে সেটা)।

"কর্পোরাল্ চ'লে যেতেন। সক্ষম সমস্ত লোক বাঁ ধারে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়াতো। তারপরে আমরা একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়েই আছি। শত শত কম্পমান জীবন্ত কঙ্কাল সূঁই-ফোটানো শীতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

"হঠাৎ উল্টো দিক থেকে জার্মাণরা এসে পড়তো। কাঁটাতারের বেড়া টপকে তারা ঘোড়াব মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিতো। সমগ্র জনতা ক্ষুধায় পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। কর্দমাক্ত ঘোড়ার মাংসের টুকরো নিয়ে রীতিমত সংগ্রাম আর কি!

"জার্মানরা গর্জে উঠতো। বহুক্ষণ ধরে মেসিন গানের গুলির আওয়াজ, চীৎকার, যন্ত্রণাধ্বনি—হতাহতদের ফেলে রেখে বন্দীরা এলোপাথারিভাবে বাঁ দিকে ছুটতো। .....শকুনের মত ফার্ষ্ট লেফটেনাণ্ট দোভাষীর সাথে কাঁটাতারেব বেড়ার কাছে এসে হাসি চাপতে না পেরে ব'লতেন:

"আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, রেশান বিতরণের সময় একটা ন্যক্কারজনক কাণ্ড সৃষ্টি হ'য়েছে। ফের এরকম ঘটলে তোমাদের রাশিয়ান শূয়ারদের সবাইকে নির্দয়ভাবে গুলি ক'রে মারবো। হতাহতদের সরিয়ে ফেলো! অফিসারের পেছনের জার্মান সৈন্যরা হাসতে হাসতে ফেটে পড়তো। এই ধরণের আমোদ তারা ভালবাসত।

"ক্যাম্পের প্রাঙ্গণ থেকে নিঃশব্দে মৃতদের টেনে নিয়ে গিয়ে একটা খাদের মধ্যে তাদের কবর দিলাম।

"সেই ক্যাম্পে নিয়মিতভাবে আমাদের পেটানো হতো। . .. নিছক

অবসাদ করার দূর জন্য এবং কখনও কখনও আমোদের জন্য আমাদের মারা হ'তো। আমার ঘাটা শুকিয়ে আসছিলো—তারপর, একটানা স্যাঁৎসেঁতের জন্যে অথবা মারের জন্যে ঘায়ের মুখটা আবার হাঁ ক'রে ফেললো। যন্ত্রণা অসহ্য। কিন্তু তবু সহ্য ক'রে চললাম সব কিছু—মুক্তির আশা তখনও লেগেই আছে .... কর্দমাক্ত মাটির ওপর আমাদের শুতে হতো—একগাছা খড়ও তারা আমাদের দেবে না। পরস্পরের পায়ে জড়াজড়ি ক'রে আমরা পড়ে থাকতাম। সারারাত ধরে ছট্ফটানি। যারা একেবারে নীচে কাদার ওপর থাকতো তারা ঠাণ্ডায় জমে যেতো—আর যারা ওপরে থাকতো তাদেরও অনেকটা ওই অবস্থাই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শুধু তীব্র যন্ত্রণা!

"এইভাবে দিন চললো যেন গভীর দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। প্রতিদিন আমি দুর্বল হ'য়ে পড়ছিলাম। একটা শিশুও আমাকে কাবু ক'রে ফেলতে পারত। মাঝে মাঝে চর্মসার শুকনো হাতের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে ভাবতাম, কেমন ক'রে এখান থেকে বেরুবো? নিজেকে কতই না শাপান্ত করতাম, প্রথমেই কেন পালাই নি। আমাকে মেরে ফেললে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তো বাঁচতাম।

"শীত এলো। তুষারের টুকরো সরিয়ে ঠাণ্ডায় জমাট মাটিতে আমরা শুতাম। ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা কমে আসছে।......শেষে জানানো হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কাজ ক'রতে পাঠানো হবে। সবাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম। সবার বুকে আশা জেগে উঠলো—যতই ক্ষীণ হোক না কেন, তবু সেটা আশা, যে ভাবেই হোক, পালাবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

" সেই রাতটা খুবই নিস্তব্ধ এবং তুষারাচ্ছন্ন। ভোরের ঠিক আগেই কামানের গর্জন শোনা গেলো। আমার আশেপাশের সবই সজাগ হ'য়ে উঠলো। আবার কামানের গর্জন শোনা গেলে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো,

‘কমরেড্—আমাদের সৈন্যরাই আক্রমণ করছে। এর পরে কি হ'লো সেটা প্রায় দুর্বোধ্য। সারা ক্যাম্প পায়ে ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে—এমন কি যারা দিনের পর দিন খাড়া হ'তে পারে নি তারাও। চারিধারে ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ—চাপা ফোঁপানির শব্দ……আমার কাছে একজন ঠিক মেয়েদের মত কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলো…আমিও…আমিও…”

তাড়াতাড় ব'লতে লেফটেনাণ্ট জেরাসিমভের গলার স্বর অবরুদ্ধ হ'য়ে পড়লে। একটু থেকে, নিজেকে সংযত করে তিনি শান্তভাবে বলতে লাগলেন, “আমার গাল বেয়েও চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিলো, এবং কনকনে বাতাসে সে সব জ'মে যাচ্ছিলো… কে একজন দুর্বল স্বরে ‘ইণ্টার ন্যাশনাল’ গাইছিলো ; আমরাও ভাঙ্গা গলায় তার সাথে যোগ দিলাম। সেণ্ট্রীর দল আমাদের উপর গুলি দাগতে আরম্ভ ক'রলো। হুকুম হলো : ‘শুয়ে পড় !’ চিৎ হয়ে বরফের উপর চেপে আমি শিশুর মত কাঁদতে থাকলাম। হ্যাঁ, সেটা গর্ব ও আনন্দের অশ্রু—আমাদের দেশবাসীর জন্য গর্ব। জার্মানরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত—যে রকম নিরস্ত্র এবং ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমরা—কিন্তু তারা আমাদের আত্মাকে চূর্ণ ক'রতে পারে নি—পারবেও না কখনও ! স্পষ্টই ব'লছি, তারা ভুল জায়গায় হাত দিয়েছে।”

* * *

সেই রাত্রে জেরাসিমভ্-এর গল্পের শেষটুকু শুনতে পাই নি। হেড্-কোয়ার্টার থেকে তাঁর জরুরী তলব হয়েছিল। কয়েকদিন পরে আবার আমাদের দেখা হয়। ডাগ্‌আউটে এক রকম উদ্ভিদের গন্ধ বেরুচ্ছে, তার সাথে পাইনের নির্যাসেরও। সামনের দিকে ঝুঁকে একখানা বেঞ্চে তিনি ব'সে আছেন—আঙুলের মধ্য দিয়ে আঙুল ঢুকানো। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সম্ভবত বন্দীশালাতেও তিনি ঠিক ওই ভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন—আঙুলগুলোও এমনি ভাবেই পরস্পরে

পরস্পরে সংলগ্ন হয়ে থাকত—হয়ত এমনি নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ, দুর্বিসহ, নিষ্ফল চিন্তায়ই তিনি ডুবে থাকতেন……

“জানতে চাচ্ছেন, কি ভাবে আমি পালিয়েছিলাম? শুনুন তবে, ঘটনাটা এই ভাবে ঘটে। সেই রাত্রের পরেই, কামানের আওয়াজ শোনা যাবার সময় থেকে, আমাদেরকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাদি গড়বার কাজে লেগে যেতে হয়। তুষারপাতের পরেই একটা গরমের ভাব আসে। বৃষ্টি পড়ছিলো। ক্যাম্প থেকে উত্তর দিকে আমাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হ’লো। পথের মধ্যে আগেকার ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ক্লান্তিতে অনেকে ঢলে পড়লে তাদেরকে গুলি করে সেখানেই ফেলে রাখা হলো……

“একজন লোক পথের মধ্যে একটা জমাট-বাঁধা আলু তুলতে গেলে একজন জার্মান এন্. সি. ও. তাকে গুলি করল। একটা আলুর ক্ষেত পার হচ্ছিলাম আমরা। গোঞ্চার নামে একজন ইউক্রেনিয়ান্ সার্জেন্ট ঝলসানো আলুটা তুলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। এন. সি. ও. দেখে সেটা। একটা কথাও না বলে গোঞ্চারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার মাথার পেছন দিকটায় গুলি করে। দলটাকে আবার দাঁড় করিয়ে লাইন বাঁধতে বলা হল। ‘এ সবই জার্মান সম্পত্তি।’ এন্. সি. ও. ব্যাখ্যা ক’রতে লাগল—হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখাল। ‘বিনা অনুমতিতে ওর যে কোনটাতে হাত দিলেই গুলি করা হবে।’

‘পথের মধ্যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হলো। মেয়েরা আমাদের দেখতে পেয়েই, ছুটে এসে রুটি আর আলু সেদ্ধ ছুঁড়ে দিতে লাগলো। কেউ কেউ সেগুলো তুলে নিতে পেরেছিলো—অনেকে পারে নি। বাড়ীর জানালায় জানালায় গুলি চালানো হ’লো এবং আমাদেরকে গতি বাড়াতে হুকুম করা হ’লো। কিন্তু ছেলের দল—তাদের ভয় নেই। তারা দৌড়ে আগে গিয়ে রাস্তার মধ্যে রুটি রেখে দিলো—যাতে যেতে যেতে দেরী না ক’রেই আমরা তুলে দিতে পারি।

'মনে আছে, একটা বড়ো সেদ্ধ আলু আমি পেয়েছিলাম। সামনের লোকটার সাথে ভাগাভাগি করে খেলাম সেটা। খোসা শুদ্ধ সবই আমরা খেয়ে ফেললাম। এটা নিশ্চিত যে, সারা জীবনে অমন সুস্বাদু খাবার আর খাই নি!

"আত্মরক্ষার যে দুর্গ গড়ে তোলার কাজে আমাদের লাগান হয়, সেটা বনের মধ্যে। রক্ষীর দল বাড়ানো হ'লো। কোদাল পেলাম আমরা এক একটা। কিন্তু এমন গড়ার কাজের কথা আমি ভাবিনি, আমি চিন্তা করছিলাম শুধু ধ্বংস করতে।

"সেই দিন সন্ধ্যায় মন স্থির করে ফেললাম : যে গর্ত খোঁড়া হচ্ছিলো সেই গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে বাঁ হাতে কোদাল নিয়ে শান্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলাম……লক্ষ্য করেছি যে অন্যান্য জার্মানরা কিছু দূরে একটা খাদের কাছে আছে, এবং এই লোকটা ছাড়া আর কোন শান্ত্রী কাছে কিনারে চোখে পড়লো না।

"দেখো, আমার কোদালটা ভেঙে গেছে—সৈন্যটার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললাম। মাথার মধ্যে এক ঝলক চিন্তা খেলে গেলো যে, যদি আমি এক ঘায়েই তাকে ফেলে দেবার মত শক্তি না পাই তা হ'লে আমি গেছি। জার্মানটা আমার মুখে নিশ্চয়ই কিছু লক্ষ্য করেছে, কেন না, সে অটোমেটিকটা খুলে নেবার জন্যে কাঁধটা নাড়লো। তক্ষুনি আমি পূর্ণ শক্তিতে কোদালটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলাম। মাথায় উষ্ণীষ ছিলো বলে সেখানে আঘাত করি নি। দেখলাম, তার মুখে আঘাত করার মত আমার যথেষ্ট শক্তি ছিলো এবং একটা টুঁ শব্দ না করে সে চিৎ হ'য়ে পড়ে গেলো।……

"এখন আমার হাতে একটা অটোমেটিক এবং তিন সার গুলি এসেছে। আমি ছুটতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম যে সে শক্তি আমার নেই। আমি থেমে গেলাম। একটু দম নিয়ে আবার ধীরে ধীরে চলতে

লাগলাম। খাদের উল্টো দিকের বনটা খুব গভীর। সেইজন্যে সেই দিকেই এগিয়ে চললাম। এখন মনে ক'রতে পারছি না, কতবার আমি প'ড়েছি, উঠেছি, আবার প'ড়ে গেছি .... তবু প্রতি মূহূর্তে এগিয়ে চলেছি—মুখে কান্নার আভাস, ক্লান্তিতে শ্বাস রুদ্ধ—অবশেষে পাহাড়ের ওধারে এক ঝোপের দিকে চলেছি। হঠাৎ বহুদূরে পেছনে মেসিনগানের কড় কড় আওয়াজ, চীৎকার, হৈ হুল্লোর। এখন আমাকে ধরাটা অত সোজা নয়।

'শীগগিরই সন্ধ্যা আসছে। জার্মাণরা যদি আসে—শেষ কার্তুজটা আমার জন্যেই রাখবো। সেই চিন্তায় একটু নিশ্চিন্ত হ'লাম। ধীরে ধীরে এবং খুব সতর্কভাবে আমি এগিয়ে চললাম।

"রাতটা বনেই কাটলো। প্রায় আধমাইল দূরে একটা গ্রাম আছে—কিন্তু সেখানে যেতে ভয় হ'লো—পাছে আবার জার্মাণদের হাতে পড়ি।

"পরদিন কয়েকজন পার্টিজান (গেরিলা) আমাকে দেখতে পায়। শরীরে বল না হওয়া পর্যন্ত তাদের ডাগ আউটে আমি কয়েক সপ্তাহ থাকি। প্রথমে আমাকে তারা সন্দেহ করতে থাকে—কেননা, পার্টি কার্ড তাদের দেখাই নি। ক্যাম্পে কোটের ফাঁকে সেটা আমি সেলাই করে রাখি। কিন্তু পরে তাদের কাজে ভিড়ে পড়লে তাদের মনোভাব বদলায়। তখন থেকেই আমি নিহত জার্মাণদের হিসাব রাখতে শুরু করি, এবং এখন পর্যন্ত সযত্নে সেই হিসাব আমি রেখে আসছি; সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রায় একশোর কাছাকাছি।

'জানুয়ারীতে পার্টিজানরা গোপনে আমাকে সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় একমাস হাঁসপাতালে ছিলাম। সেখানে আমার কাঁধ থেকে স্প্লিন্টার বের করা হয়—আর, ক্যাম্পের অন্যান্য খোঁজ সম্বন্ধে—যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। তারপরে

সুস্থ হবার জন্যে আমাকে বাড়ীতে পাঠানো হয়। এক সপ্তাহ বাড়ীতে ছিলাম। আর পারছিলাম না। ফিরে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হ'য়ে উঠলাম—যাই হোক না কেন, আমার স্থান এইখানেই শেষ পর্যন্ত।'

* *

ডাগ আউটের প্রবেশ-পথে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। সূর্যালোকিত বনের মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গার দিকে চেয়ে জেরাসিমভ চিন্তিত ভাবে ব'ললেন—...."ঠিকভাবে যুদ্ধ ক'রতে আমরা শিখেছি, শিখেছি ঘৃণা করতে এবং ভালবাসতেও। যুদ্ধটা হ'চ্ছে একটা যাতার মত—সমস্ত ভাবধারাকে চূর্ণ ক'রে সূক্ষ্ম ক'রে ফেলে। ভাবতে পারেন, ঘৃণা আর ভালবাসা পাশাপাশি থাকতে পারে না। সেই পুরানো চলিত কথাটা জানেনই তো: 'ঘোড়া আর ভীরু হরিণীকে এক জোয়ালে বেঁধো না।' এখানে আপনি দুটোকে একই জোয়ালে বেশ ভালভাবে চলতে দেখছেন। তীব্র ঘৃণা—জার্মাণদের ওপর এই-ই আমার একমাত্র মনোভাব—তারা আমার দেশ এবং আমার ওপর যা ক'রেছে তারই জন্যে। কিন্তু, একই সাথে আমি আমার দেশবাসীকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি—তারা যেন কোনদিন জার্মাণ দাসত্বের যন্ত্রণা ভোগ না করে। এরই জন্যে আমরা সবাই দুর্দান্তভাবে লড়াই ক'রতে পারি—এই দুটো অনুভূতি কাজের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে আমাদের জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের ওপর ভালবাসা যদি আমাদের অন্তরে পুষ্ট হয়—এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেটা হ'বেই—ত'হলে বেয়নেটের আগায় ঘৃণার আগুণও আমরা বয়ে নিয়ে যাবই। মাপ করবেন, প্রকাশভঙ্গী যদি একটু বিশদও হয়ে থাকে, তবু মাপ করবেন আমাকে, আমি এইরকমই ভাবি"! লেফটেনান্ট জেরাসিমভ তাঁর কথা শেষ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের পর এই তাঁর মুখে প্রথম হাসি দেখলাম—শিশুর প্রাণ খোলা হাসি।

এইবার সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলাম যে বত্রিশ বছরের এই লেফটেনাণ্ট, যাঁর মুখে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে, অথচ ওক গাছের মতই যাঁর কঠিন কাঠামো—তাঁর মাথায় রূপালি সাদা চুল ঝকঝক করছে। প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সেই বার্ধক্য, শ্বেতত্ব এমন পবিত্রতা লাভ ক'রেছে যে তাঁর ট্রেঞ্চ ক্যাপে জড়ানো সাদা মাকড়সার সাদা সুতোও সেই চকচকে মাথার কাছে ম্লান হ'য়ে প'ড়েছে—চেষ্টা ক'রেও আমি আর তার অস্তিত্ব ধরতে পারছিলাম না।